# প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 25 June 2026, 10th Year, Issue 484, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন, ১১ আষাঢ় ১৪৩৩, ১০ মহররম ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮৪, পৃষ্ঠা ৪০

তিন নারীর সঙ্গে গোপন সম্পর্কের কথা স্বীকার বিল গেটসের পৃষ্ঠা ২৪

ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছে ব্রাজিল পৃষ্ঠা ৪০

## মামদানি ঝড়ে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা

**কংগ্রেশনাল প্রাইমারি**

ওয়াশিংটনের ডেমোক্র্যাটিক মেইনস্ট্রিম এখনো দ্বিধায় থাকলেও নিউইয়র্কের ভোটাররা পরিষ্কার রায় দিয়েছেন।

**বিশেষ প্রতিনিধি**

আমেরিকার রাজনীতিতে মঙ্গলবার রাতটা দীর্ঘদিন মনে থাকবে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি প্রমাণ করে দিলেন, গত বছরের মেয়রাল জয় কোনো দুর্ঘটনা ছিল না — এটা একটা আন্দোলনের শুরু। মঙ্গলবারের কংগ্রেশনাল প্রাইমারিতে তাঁর সমর্থিত তিনটি প্রার্থীই জিতেছেন, দুজন বর্তমান কংগ্রেসম্যানকে ঘরে পাঠিয়েছেন, এবং ওয়াশিংটনের ডেমোক্র্যাটিক প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

ফলাফলটা দেখুন। ব্র্যাড ল্যান্ডার দুই মেয়াদের কংগ্রেসম্যান ড্যান গোল্ডম্যানকে হারিয়ে নিউইয়র্কের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

তারেক রহমানের চীন সফর

## ত্রিভুজ শক্তির মাঝে বাংলাদেশের বাজি

**ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন**

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফর নিছক কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়। মালয়েশিয়া ও চীনকে ঘিরে এই ছয় দিনের সফর বিনিয়োগ আকর্ষণ, বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বিদেশনীতির অগ্রাধিকার নির্ধারণের বার্তা বহন করছে। কিন্তু যে প্রশ্নটি সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে সামনে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও সিবিএন টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

## পথচলায় নতুন প্রত্যয়ের অঙ্গীকার

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

প্রবাসী বাংলাদেশি গণমাধ্যমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং সিবিএন টিভি ইউএসএ-এর তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার (১৯ জুন) নিউইয়র্কের ফরেস্ট হিলসের আস্থা প্যালেস রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, কমিউনিটি নেতা, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় প্রবাসী বাংলাদেশি গণমাধ্যম পরিবারের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অতিথিদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর প্রদর্শিত হয় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এক দশকের পথচলা এবং সিবিএন টিভির তিন বছরের কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র। ভিডিওচিত্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনসংগ্রাম, সাফল্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

**প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুভেচ্ছা জানান। ১৯ জুন নিউইয়র্কের আস্থা প্যালেস রেস্টুরেন্টে।** আরও ছবি পৃষ্ঠা ২১


ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

LABONNO FINE DINE & PARTY HALL
লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল
২০০ জন অতিথির জন্য সুসজ্জিত ও প্রশস্ত পার্টি হলের ব্যবস্থা
Phone: 718-235-7876 & 718-362-4298
labonnofinedine@gmail.com
1193 & 1195 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208
ডাইন ইন
টেক-আউট
ক্যাটারিং
পার্টি বুকিং
পরিবারের সাথে আরামদায়ক পরিবেশে এশিয়ান ফিউশন খাবারের একমাত্র ঠিকানা

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?
আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED?
WE SPECIALIZE IN
আপনি কি আহত হয়েছেন ?
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
CAR ACCIDENTS
WORK RELATED ACCIDENTS
SLIP/TRIP & FALLS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
গাড়ি দুর্ঘটনা
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
"HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।
Abu Ahmed, Esq.
Usman Ahmed, Esq.
www.ahmedattorneys.com
AHMED LAW FIRM
Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

Queens Social Adult Day Care Center Inc

# কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

## ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

### শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

### শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

### মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

### বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

### আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

### অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

*For details information please contact*

**ENGINEER MAHFUZUL HAQUE**

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

**148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435**

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি

- CAR ACCIDENTS
- CONSTRUCTION ACCIDENTS
- TRUCK ACCIDENTS

*Millions of Dollars*
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

*Melanie Abrams*
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills    Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

আসিফ মুর্তজা

# আওয়ামী লীগের বিচার দাবিতে এনসিপির বিক্ষোভ

**ঢাকা ডেস্ক**

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংঘটিত গুম, খুন ও গণহত্যার বিচার নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা। মঙ্গলবার বিকেল চারটা নাগাদ পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে তারা মসজিদের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন হয়ে বিজয়নগরের পানির ট্যাংক এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এনসিপি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সদস্যসচিব এস এম শাহরিয়ার বলেন, পুরান ঢাকাবাসীসহ সাধারণ মানুষ শেখ হাসিনার বিচার দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। জনগণের সেই সমর্থন ও ভালোবাসাকে সম্মান জানিয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

শাহরিয়ার বলেন, ঢাকার দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় এনসিপির কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে এবং সাধারণ মানুষকে আওয়ামী লীগের বিচার দাবিতে সম্পৃক্ত করা হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এনসিপি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক ইসহাক সরকার বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে এনসিপিসহ গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।

# নিউইয়র্কে স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমেট্রির উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির জন্য নির্মিত নিউইয়র্কের বৃহত্তম বাংলাদেশি মুসলিম কবরস্থান 'স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমেট্রিতে মুর্দা দাফনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার (২০ জুন) নিউইয়র্কের আপস্টেট এলাকায় ১২৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির উদ্যোগে বাস্তবায়িত এ কবরস্থানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতাসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার ফল হিসেবে স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমেট্রি বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি স্থায়ী, মর্যাদাপূর্ণ ও আধুনিক সমাধিক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কবরস্থান উদ্বোধনকালে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক এ এস এম মাঈনুদ্দিন পিন্টু জানান, আগামী ১ জুলাই থেকে নিয়মিত দাফন কার্যক্রম শুরু হবে। জানাজা, ওজু, পার্কিংসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২০ হাজার কবর বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বক্তারা প্রবাসের বুকে এমন একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড, কার্যনির্বাহী কমিটি, দাতা সদস্য এবং সর্বস্তরের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি ধন্যবাদ জানান। স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমেট্রি ভবিষ্যতে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের অন্যতম প্রধান মুসলিম কবরস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলেও আশাবাদ প্রকাশ করেন তারা।

# ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্প, নিহতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টার কিছু পরে ভেনেজুয়েলার উত্তর উপকূলে একের পর এক দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। মাত্র ৪০ সেকেন্ডের ব্যবধানে আসা এই দুটি কম্পনে রাজধানী কারাকাসে বহু ভবন ধসে পড়েছে, হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন এবং দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে, প্রথম ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭.২, যার কেন্দ্র ছিল কারাকাস থেকে প্রায় ২৮৪ কিলোমিটার পশ্চিমে সান ফেলিপে শহরের কাছে। এর ঠিক ৪০ সেকেন্ড পরেই ৭.৫ মাত্রার আরেকটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে ইউমারে শহরের কাছে।

ইউএসজিএস সতর্ক করে বলেছে, এই দুর্যোগে শেষ পর্যন্ত ১০ হাজার থেকে ১ লাখ পর্যন্ত মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে। যদিও এখন পর্যন্ত ১৬৪ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইউএসজিএস এই দুটি ভূমিকম্পের জন্য পৃথকভাবে সর্বোচ্চ মাত্রার 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে। সাধারণত বছরে মাত্র এক বা দুইবার এ ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়।

ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ জাতীয় টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে প্রাণহানির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। তিনি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানাননি। রাজধানীর একটি এলাকার মেয়র জানিয়েছেন, সেখানে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন।

কারাকাসের সিমন বলিভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপকূলীয় রাজ্য লা গুয়াইরায় অন্তত ১৫টি ভবন ধসে পড়েছে বলে জানা গেছে।

কারাকাসের একটি শপিং সেন্টারের উপরতলায় থাকা দোকানি হেইডি রোমেরো বলেন, "বিশ্বাসই হচ্ছিল না। কতক্ষণ ধরে কাঁপছিল বুঝতেই পারছিলাম না।" ৬৯ বছর বয়সী কারমেন গুয়েদেজ বলেন, "কাঁপতে শুরু করল, আস্তে আস্তে আরও জোরে। জানালাগুলো নড়তে দেখলাম, তারপর সব কিছু একসাথে।"

চতুর্থ তলার বাসিন্দা আম্পারো দিয়াজ বলেন, "মাটির ভেতর থেকে গর্জন শুনতে পেলাম। মনে হলো পানির মধ্যে ভাসছি।" তাঁর রান্নাঘর ধসে গেছে। সেই রাত তিনি রাস্তায় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আশি বছর বয়সী মানুয়েল গেভারা বারো, যিনি ১৯৬৭ সালের ভূমিকম্পও দেখেছেন, বললেন, "এর সাথে কোনো তুলনাই হয় না। এটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।"

এই ভূমিকম্প এমন এক সময়ে আঘাত হেনেছে যখন ভেনেজুয়েলা গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এ বছরের শুরুতে মার্কিন বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার পর দেশটি একটি অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

# প্রাক্তন বাংলাদেশ মিশন মেম্বারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বনভোজন ও মিলনমেলা

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

নিউইয়র্কে প্রাক্তন বাংলাদেশ মিশন মেম্বারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২১ জুন লং আইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কে বার্ষিক পারিবারিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও কনস্যুলেটের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তারা, তাদের পরিবার-পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীরা অংশ নেন।

দিনব্যাপী আয়োজনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলাধুলা, মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ার এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বাবা দিবস উপলক্ষে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

দুপুরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হয়। পরে খেলাধুলার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যাফেল ড্রতে বিমান টিকিট, টেলিভিশন, ল্যাপটপ, স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনের জন্য সহযোগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সংগঠনের সভাপতি মোক্তার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোল্লা মজিবর রহমান। তারা সকলের সহযোগিতায় মিলনমেলার সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

# কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে প্রবাহ-এর সাহিত্যসভা

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ-এর স্মরণে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ২০ জুন প্রবাহ-এর উদ্যোগে ১৮তম সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি কে. এম. ফজলুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট রিমন ইসলাম।

সোহেল হামিদের সঞ্চালনায় কবি আবুল বাশারের কণ্ঠে অর্থসহ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে আহসানুর রহমান খান কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে রচিত একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধে তিনি মুসলিম নবজাগরণ, প্রকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কারবিরোধিতা এবং ইসলামী সাহিত্যচর্চায় কবির অবদান তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ-এর সভাপতি মোহাম্মদ ছোলাইমান কবি ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কবিতা 'পাঞ্জেরী' আবৃত্তি করেন। সোহেল হামিদ তাঁর স্বরচিত 'ও মাঝি কোথায় তুমি' কবিতা পাঠ করেন। কবি নূরুল মোস্তফা রইসী কবির স্মরণে রচিত 'নগ্নতা জরা আর মৃত্যুর রাতে' কবিতা পাঠ করেন। এছাড়া বাচিকশিল্পী নাসিরুল আলম পান্থ আবৃত্তি করেন কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ-র একটি কবিতা।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে রিমন ইসলাম বলেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয়। তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রভাবের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, মুসলিম সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম-এর পর ফররুখ আহমদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি এ সময় জসীম উদ্দিন, আব্বাস উদ্দিন, আল মাহমুদ এবং প্রয়াত কবি আল মুজাহিদীর অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় জাকির হোসেন বাচ্চু, সাইদুর রহমান সাইদ ও আদর্শ বড়ুয়া জনি কবি ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্ম ও অবদান নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সাহিত্যপ্রেমী ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

# মিশিগানে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৬ তম তিরোধান উৎসব উদযাপন

**পার্থ সারথী দেব, মিশিগান**

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৬তম তিরোধান উৎসব উদযাপন করা হয়েছে।

গত ২১ জুন (রোববার) শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে ডেট্রয়েটের দুর্গা মন্দিরে সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরমধ্যে সকালে পূজা ও বাল্যভোগ, দুপুরে গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় পৌরহিত্য করেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পারিন্দ্র চক্রবর্তী।

গীতাযজ্ঞ দেখার জন্য অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকেও ভক্তরা এ মন্দিরে আসেন। দুর্গা টেম্পলের এ গীতাযজ্ঞ দেখতে প্রতি বছরই প্রচুর ভক্তমন্ডলী সমবেত হন, আবহাওয়া ভাল থাকায় উপচেপড়া ভীড় হয়েছিল দুর্গা মন্দিরে। মন্দিরের ভক্তরা গীতাপাঠে অংশ নেন। পুষ্পাঞ্জলির পর কীর্তন, পাঁচালীপাঠ, আরতি, লোকনাথের শতনাম জপ, লোকনাথ কীর্তন পরিবেশিত হয়। বেলা আড়াইটায় মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। দুর্গা টেম্পলের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছে।

এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৬তম তিরোধান দিবস পালন করা হয়। মিশিগানে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রচুর ভক্ত রয়েছেন।

# মিশিগানে হবিগঞ্জের গুণীজনদের সংবর্ধনা

**পার্থ সারথী দেব,** মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা সমিতি অব মিশিগান ইউএসএ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবিগঞ্জের গুণীজনদের সংবর্ধনা দিয়েছে। গত ২১ জুন (রোববার) ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মিশিগান প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীরা এক মিলন মেলায় সমবেত হয়েছিলেন।

সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান রোমান এর সভাপতিত্বে ও অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব শাহ মো. আব্দুল কাইয়ুম-এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মো: তোফায়েল চৌধুরী, ডা: ওহিদুর রহমান, ইশতিয়াক রুপু, সাংবাদিক শামীম আহসান, আবু তাহের ছিদ্দিক, সাংবাদিক তোফায়েল রেজা সোহেল, হবিগঞ্জ সদর উপজেলা সমিতি অব মিশিগান ইউ,এস, এ এর উপদেষ্টা সৈয়দ আলী রেজা, সমিতির সিনিয়র সহ- সভাপতি চৌধুরী লুৎফুল বারী হাদী, অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহবায়ক মঈন উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সাম্মুসহ আরো অনেকে।

বক্তারা বলেন, প্রবাসের কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসীরা তাদের শেকড়, বাংলা সংস্কৃতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরছেন। নতুন প্রজন্মের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য হবিগঞ্জের গুণীজনের সাথে সাথে মিশিগানে শিক্ষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে সংগঠনটি।

# সুব্রত চৌধুরীর 'এডওয়ার্ড ডেভলিন মেমোরিয়াল' অর্জন

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাট নেতা সুব্রত চৌধুরী 'এডওয়ার্ড ডেভলিন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড' সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। কমিউনিটি সেবা এবং আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আদর্শ ও কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গত ২৩ জুন মঙ্গলবার বিকেলে নিউ জার্সির এগ হারবার সিটির টিমস্টারস লোকাল ৩৩১ হলে অনুষ্ঠিত আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক কমিটির পুনর্গঠন অনুষ্ঠানে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিদায়ী চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান এবং নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ড. ওয়ালিদ আব্দরাবুহ সুব্রত চৌধুরীর হাতে 'এডওয়ার্ড ডেভলিন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ, সদস্য, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ডেমোক্র্যাট দলের কংগ্রেস প্রার্থীসহ বিভিন্ন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

# 1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

## DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

**PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION**
**OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE**

## Best Quality in Home Care Services

## Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

### Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

### Contracted Insurance ( MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

**Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services**

**We Speak Bengali, English, Hindi**
**Urdu & Spanish**

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

# Maa Foundation USA Inc.

*A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved*

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

## সম্পাদকীয়

# নিউইয়র্কে মামদানি ঢেউ: বিদ্রোহের রাজনীতি, নাকি নতুন মূলধারা?

নিউইয়র্কের রাজনীতি অনেক কিছু দেখেছে। তামানি হলের দিন, রুজভেল্টের নিউ ডিল, কেনেডি যুগের উদারপন্থা, কুওমোদের পারিবারিক প্রভাব, এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থানের অভিঘাতও। কিন্তু মঙ্গলবার রাতের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির ফলাফল যে বার্তা দিয়েছে, তা কেবল কয়েকটি নির্বাচনী আসনের হিসাব নয়; এটি একটি রাজনৈতিক প্রজন্ম পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কয়েক বছর আগেও নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতি ছিল মোটামুটি পূর্বনির্ধারিত। দলের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব যাকে সমর্থন দিত, তিনি এগিয়ে থাকতেন। বড় অর্থদাতা, ইউনিয়ন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং দলীয় সংগঠনের সমর্থন ছিল জয়ের প্রধান উপাদান। কিন্তু মঙ্গলবারের ফলাফল দেখাল, সেই পুরনো সমীকরণ আর আগের মতো কাজ করছে না।

মেয়র জোহরান মামদানির রাজনৈতিক প্রভাব এখন আর শুধু সিটি হলের দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর সমর্থিত প্রার্থীরা একের পর এক জয়ী হয়ে প্রমাণ করেছেন, নিউইয়র্কে একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হয়েছে। এটি শুধু ব্যক্তিনির্ভর জনপ্রিয়তা নয়; এটি একটি আদর্শিক প্রবাহ, যা তরুণ ভোটার, শ্রমজীবী মানুষ, অভিবাসী সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিকভাবে হতাশ প্রজন্মকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসছে।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মূলধারার নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে ধরে নিয়েছিল যে ট্রাম্পবিরোধিতা নিজেই যথেষ্ট রাজনৈতিক পুঁজি। কিন্তু নিউইয়র্কের ভোটাররা যেন বলছেন, শুধু ট্রাম্পের বিরোধিতা নয়, নিজেদের পক্ষেও কিছু বলতে হবে। বাসাভাড়া, স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসন, গাজা যুদ্ধ, আয় বৈষম্য—এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তারা চাইছেন।

এখানেই মামদানির রাজনীতির শক্তি। তিনি এমন একটি ভাষা ব্যবহার করেন, যা প্রচলিত রাজনৈতিক ভাষার চেয়ে অনেক বেশি সরাসরি। সমর্থকেরা মনে করেন, তিনি সমস্যার নাম বলতে ভয় পান না। সমালোচকেরা বলেন, তাঁর অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আদর্শিক। কিন্তু বন্ধু ও শত্রু উভয়েই একমত—তিনি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

এই নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা গেছে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিষ্ঠানের কাছে। হাকিম জেফ্রিস, ক্যাথি হকুল কিংবা অন্যান্য মূলধারার নেতারা এখনো বিশাল সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মঙ্গলবারের ফলাফল দেখাল, তাদের সমর্থন আর আগের মতো নিরঙ্কুশ নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পছন্দের প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। এর মানে এই নয় যে প্রতিষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে; বরং প্রতিষ্ঠানকে এখন নিজেদের নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

নিউইয়র্কের রাজনীতিতে গাজা ইস্যুর প্রভাবও এই নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একসময় বিদেশনীতি স্থানীয় নির্বাচনে খুব কমই প্রভাব ফেলত। কিন্তু আজকের নিউইয়র্কে অভিবাসী, মুসলিম, আরব, লাতিনো এবং তরুণ ভোটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলো গভীরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। গাজা নিয়ে অবস্থান অনেক প্রার্থীর জন্য নির্ধারক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

তবে এই ফলাফলকে শুধুমাত্র মতাদর্শিক বিজয় হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি একই সঙ্গে সাংগঠনিক রাজনীতিরও বিজয়। মামদানির সমর্থকেরা শুধু সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় ছিলেন না; তারা দরজায় দরজায় গেছেন, ভোটারদের ফোন করেছেন, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিত করেছেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়িয়েছেন। গণতন্ত্রে শেষ পর্যন্ত ভোট গণনা হয়, টুইট নয়।

বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির জন্যও এই নির্বাচনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। আমরা প্রায়ই অভিযোগ করি যে নিউইয়র্কের রাজনীতিতে আমাদের দৃশ্যমানতা কম। অভিযোগের অংশ সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি শুধু জনসংখ্যা দিয়ে তৈরি হয় না। সংগঠন, অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের মাধ্যমে তৈরি হয়। যেসব সম্প্রদায় আজ রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করেছে, তারা রাতারাতি সেখানে পৌঁছায়নি। তারা দশকের পর দশক ধরে ভোটার তৈরি করেছে, প্রার্থী তৈরি করেছে এবং নির্বাচনের দিন ঘরে বসে থাকেনি। পিয়া রহমানের মতো বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থীর পরাজয় হতাশার হতে পারে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে রাজনৈতিক সাফল্য খুব কম ক্ষেত্রেই প্রথম চেষ্টায় আসে। প্রতিনিধিত্বের পথ দীর্ঘ এবং ধৈর্যের।

সবশেষে, মঙ্গলবারের রাত একটি প্রশ্ন রেখে গেছে। মামদানির ঢেউ কি সাময়িক? নাকি এটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভবিষ্যৎ? ইতিহাস বলে, বিদ্রোহী আন্দোলন ক্ষমতার কাছে পৌঁছালে তার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা শুরু হয়। নির্বাচনী স্লোগান দেওয়া সহজ, বাজেট পাস করা কঠিন। আন্দোলন গড়া সহজ, জোট ধরে রাখা কঠিন।

মামদানি এবং তাঁর সমর্থিত প্রার্থীরা এখন সেই কঠিন পথের শুরুতে দাঁড়িয়ে আছেন। মঙ্গলবার তারা নির্বাচন জিতেছেন। কিন্তু আগামীকাল তাদের প্রমাণ করতে হবে—তারা শুধু পরিবর্তনের প্রতীক নন, পরিবর্তনের বাস্তব কারিগরও। নিউইয়র্কের ভোটাররা দরজা খুলে দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, নতুন প্রজন্ম সেই দরজা দিয়ে ইতিহাসের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে কি না।

# অতীতের সাফল্য ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয় না

মো. আবু নাসের

২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দলটির জন্ম হয়েছিল এক উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপটে, যখন বাঙালির রাজনৈতিক অধিকার, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল প্রায় অস্বীকৃত। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলটি শুধু একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেই নয়, বরং বাঙালির আত্মপরিচয় ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, প্রতিটি পর্বে দলটির ভিত গড়ে ওঠে সংগঠন, জনমত ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে; যে কারণে আওয়ামী লীগ কেবল একটি দল নয়, এই সংগঠনটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠনের গল্পে এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে শুরু করে ছয় দফা আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্বে দলটির সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ছিল স্পষ্ট। এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলটি ধীরে ধীরে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগের জনভিত্তি গঠনে তখনকার তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। রাজনীতিকে শহরের এলিট গণ্ডি থেকে বের করে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন তিনি। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির দাবি-দাওয়া সরাসরি রাজনৈতিক এজেন্ডায় নিয়ে আসেন, যা দলটিকে দ্রুত জনমুখী সংগঠনে পরিণত করে। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ আওয়ামী লীগকে একটি গণমানুষের দলে রূপ দেয়। তৃণমূল পর্যায়ে কমিটি গঠন, কর্মীদের সক্রিয় রাখা এবং আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করার যে ধারাটি তিনি তৈরি করেছিলেন, সেটিই পরবর্তী সময়ে দলের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দলটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পেছনে আওয়ামী লীগের অবদান ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ। এই অর্জন দলটির রাজনৈতিক বৈধতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রগঠনের কঠিন বাস্তবতায় আওয়ামী লীগকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন ও নতুন রাষ্ট্রের অর্থনীতি দাঁড় করানোর চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মবাণী দলটির আদর্শগত অবস্থান স্পষ্ট করে। যদিও অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ, বৈদেশিক চাপে নীতিগত ওঠানামা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন টানাপোড়েন তৈরি করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সক্ষমতা দুর্বল থাকায় সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের ফাঁকে জনগণের প্রত্যাশা বহুবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এবং পরবর্তী সামরিক শাসনের সময় দলটি কঠিন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। নেতৃত্বের সংকট, সংগঠনগত দুর্বলতা এবং দমন-পীড়নের মধ্যেও দলটি টিকে থাকে এবং পুনর্গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ সময় আওয়ামী লীগের শক্তি ছিল তৃণমূলের টেকসই নেটওয়ার্ক ও ঐতিহাসিক বৈধতা।

পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের অবসান এবং গণতান্ত্রিক ধারার পুনরুদ্ধারে দলটির অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে আওয়ামী লীগ আবারও জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে ফিরে আসে। এরপর ক্ষমতায় ও ক্ষমতার বাইরে পালাবদলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দলটি আরও পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এ সময় থেকেই উন্নয়নকেন্দ্রিক ইশতেহার, অবকাঠামো ও মানবসম্পদে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এবং ডিজিটাল ভবিষ্যৎ কল্পনার ভাষা রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়।

২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা ১৫ বছরের বেশি সময় আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে বড় আকারের অবকাঠামো নির্মাণে নজির গড়ে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, ডিজিটাল রূপান্তরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দাবি করে। পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেলের মতো বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ এই সময়ের উল্লেখযোগ্য দিক।

তবে এই অগ্রগতির সমান্তরালে কিছু গভীর উদ্বেগও ঘনীভূত হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন, মানবাধিকার ও জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন, এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রায়ন রাজনৈতিক পরিবেশকে ত্রস্ত করে। দুর্নীতি ও স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব উন্নয়ন সুফলের ন্যায়সংগত বণ্টন ব্যাহত করে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনে ধীরগতি এবং নীতির ধারাবাহিকতায় স্বচ্ছতার ঘাটতি দ্রুত অর্জনের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। বিরোধী দলগুলোকে রাজনীতির মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে জটিল করে তোলে। দলের অভ্যন্তরেও গণতন্ত্রের চর্চা ছিল না বললেই চলে। এসবই আওয়ামী লীগের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পটপরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। এই পরিবর্তন আওয়ামী লীগকে আবারও কঠিন সময়ের মুখোমুখি করেছে। আওয়ামী লীগ যে ভুল করেছিল তাকে অজুহাত বানিয়ে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সর্বশেষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। হাজার হাজার নেতাকর্মী জেলে অথবা নির্বাসনে রয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজেদের পুনর্গঠন করা।

সাম্প্রতিক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের সামনে মূল প্রশ্ন হলো আস্থার পুনর্গঠন। গণআস্থা কেবল বক্তৃতায় ফিরে আসে না, ফিরে আসে কাঠামোগত সংস্কারের ভেতর দিয়ে। এখানে অগ্রাধিকার হতে পারে দলের ভেতর জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া জোরদার করা এবং নীতিনির্ধারণে নতুন প্রজন্ম, নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর কণ্ঠকে প্রাতিষ্ঠানিক স্থান দেওয়া। দলের ঐতিহাসিক ব্র্যান্ডকে আধুনিক সংগঠনশৈলীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই দলটি নবজাগরণ পেতে পারে।

দলটির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আত্মসমালোচনা। একটি দল যত বড়ই হোক, টিকে থাকার শর্ত হলো ভুল স্বীকারের সক্ষমতা। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার ফলে যে সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি তৈরি হয়েছে, তা স্বীকার করে সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা দলটির বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারে সহায়ক হতে পারে।

রাজনীতিতে পুনরাগমনের জন্য আওয়ামী লীগকে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। একদিকে যেমন সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে হবে, অন্যদিকে তেমনি জনগণের বাস্তব সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং মূল্যস্ফীতির মতো ইস্যুগুলোতে কার্যকর অবস্থান নেওয়া জরুরি। শুধু অতীতের অর্জনের ওপর নির্ভর করে রাজনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। দলের ভেতর ভাবনা-চিন্তার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনও জরুরি। জলবায়ু অভিযোজন, নীল অর্থনীতি, কৃষিতে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অর্থনীতির প্রস্তুতি–এসব বিষয়ে থিঙ্কট্যাঙ্কধর্মী নীতি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারে দলটি। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ও শিল্পখাতের সঙ্গে সংলাপ দলটির নীতি প্রণয়নে সহায়তা করতে পারে।

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক শক্তি ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ। সময়ের পরিক্রমায় সেই মূল্যবোধকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দেওয়া এবং তা থেকে নীতিগত দিশা বের করা এখনকার বড় কাজ। প্রতীক বা আবেগের শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় তখনই, যখন তা ন্যায়বিচার, মর্যাদা ও নাগরিক অধিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতায় রূপ পায়। এই রূপান্তর ঘটাতে পারলে অতীতের বৈধতা ভবিষ্যতের ম্যান্ডেটে পরিণত হতে পারে।

এছাড়া রাজনৈতিক সংলাপের সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। প্রতিপক্ষকে প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখা, শত্রু হিসেবে নয়, একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনে সহায়ক হতে পারে। আওয়ামী লীগ যদি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির দিকে এগিয়ে যায়, তবে তা দলটির জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে আওয়ামী লীগের ভূমিকা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে ইতিহাস শুধু গৌরবের বিষয় নয়, এটি দায়বদ্ধতারও বিষয়। অতীতের সাফল্য ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেয় না, বরং নতুন বাস্তবতায় নতুন করে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। ইতিহাস যাদের হাতে আংশিক লেখা, ভবিষ্যতের পাতাও তাদের হাতে উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ বেশি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে শুধু প্রতিষ্ঠার স্মৃতিচারণ নয়, বরং আত্মসমালোচনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার সুযোগও তৈরি হয়। আওয়ামী লীগ যদি তার ঐতিহ্য, আদর্শ ও জনমুখী রাজনীতিকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করতে পারে, তবে দলটি আবারও দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ফিরে আসবে। রাজনীতির পথ কখনও সরল নয়। উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতা মিলিয়েই একটি দলের ইতিহাস গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। এখন দেখার বিষয়, নতুন এই অধ্যায়ে দলটি কীভাবে নিজেদের পুনর্গঠন করে এবং ভবিষ্যতের রাজনীতিতে কী ভূমিকা রাখে।

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, বেকার্সফিল্ডের
যোগাযোগ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারপারসন

# শূন্যতার স্থাপত্য

মেশকাতুন নাহার

মানুষের সবচেয়ে বড় ভ্রম সম্ভবত এই যে, সে ক্ষয়কে ধ্বংস বলে মনে করে। যা হারিয়ে যায়, তাকে সে অনুপস্থিতির অন্ধকারে নির্বাসিত করে; যা ভেঙে পড়ে, তাকে সে সমাপ্তির সমার্থক ভাবতে শেখে। অথচ প্রকৃতির গভীরতম ভাষা আমাদের অন্য এক সত্যের দিকে আহ্বান জানায়। সেখানে পতন মানে অবসান নয়, বরং রূপান্তর; শূন্যতা মানে নিঃশেষ নয়, বরং নতুন সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত এক নীরব অবকাশ।

জীবনকে যদি একটি দীর্ঘ পথযাত্রা ধরা যায়, তবে সেই পথের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বাইরের কোনো প্রাচীর নয়; বরং অন্তরের ধূলিকণা। এই ধূলি জমে থাকে অভ্যাসের অন্ধত্বে, অহংকারর আবরণে, ভ্রান্ত বিশ্বাসের স্তরে, এবং সেইসব মোহে, যাদের আমরা সত্য বলে আঁকড়ে ধরি। ধূলির স্বভাবই হলো দৃষ্টিকে মলিন করা। সে পথকে পরিবর্তন করে না, কিন্তু পথ দেখার ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করে। ফলে মানুষ পথ হারায় না, হারায় পথ চিনবার সামর্থ্য।

এই কারণেই জীবনের বহু প্রতিকূলতা, যেগুলোকে আমরা অভিশাপ মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো এক একটি পরিশোধনের আয়োজন। সময় কখনো কখনো এমন নির্মমতার মুখোশ পরে আসে, যা আমাদের প্রিয় সব নিশ্চয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সম্পর্কের দেয়াল ভেঙে যায়, আকাঙ্ক্ষার প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়, অর্জনের অলংকার মলিন হয়ে পড়ে। তখন আমরা মনে করি, জীবন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু অনেক পরে, দীর্ঘ আত্মসমীক্ষার পর, উপলব্ধি হয় সময়ের উদ্দেশ্য ধ্বংস নয়; তার উদ্দেশ্য ছিল আবরণ অপসারণ।

প্রকৃতির দিকে তাকালে এই সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বীজকে অঙ্কুরিত হতে হলে তার কঠিন আবরণ ভেদ করতে হয়। মুক্তো জন্ম নেয় এক যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের ভেতর। নদী তার সুর খুঁজে পায় বাঁধ ভাঙার পর। এমনকি নক্ষত্রও আলো ছড়ানোর পূর্বে অগণিত অভ্যন্তরীণ দহন অতিক্রম করে। সৃষ্টির ইতিহাস আসলে রূপান্তরের ইতিহাস; আর রূপান্তরের পূর্বশর্ত হলো কোনো না কোনো স্তরে ভাঙন।

কিন্তু মানুষ ভাঙনকে ভয় পায়। কারণ ভাঙন তার পরিচিত সীমানাকে বিপন্ন করে। মানুষ পরিচয়ের চেয়ে সত্যকে কম ভালোবাসে। সে নিজের নির্মিত কারাগারকে স্বাধীনতার চেয়েও বেশি সুরক্ষিত মনে করে। ফলে যখন জীবনের কোনো অদৃশ্য কারিগর সেই কারাগারের প্রাচীরে আঘাত হানে, তখন সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অথচ যে দেয়াল ভেঙে পড়ছে, সেটিই হয়তো আকাশ দেখার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল।

দর্শনের এক গভীর শিক্ষা হলো অস্তিত্ব কখনো স্থির নয়। সবকিছুই প্রবহমান। নদী যেমন একই থাকে না, মানুষও তেমনি প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু মানুষের মন স্থায়িত্বের মায়া সৃষ্টি করে। সে পরিবর্তনকে অস্বীকার করতে চায়, সময়কে থামিয়ে রাখতে চায়, ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী বলে বিশ্বাস করতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নেয় অধিকাংশ বেদনা। কারণ জীবন প্রবাহ, আর মানুষ তাকে পাথরে পরিণত করতে চায়।

সময়ের সবচেয়ে সূক্ষ্ম শিল্প সম্ভবত এই যে, সে ধ্বংসের ছদ্মবেশে উন্মোচন ঘটায়। সে আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়ে যায়, কিন্তু তার বিনিময়ে ফিরিয়ে দেয় দেখার নতুন দৃষ্টি। আর একদিন, দীর্ঘ পথচলার শেষে, মানুষ আবিষ্কার করে তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তিগুলো আসলে জন্ম নিয়েছিল সেইসব মুহূর্তে, যেগুলোকে সে একদিন সর্বনাশ বলে ভেবেছিল।

তবু বিস্ময়কর বিষয় হলো, আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান উপলব্ধিগুলো জন্ম নেয় অনিশ্চয়তার ভেতর থেকে। যখন সমস্ত বাহ্যিক ভরসা একে একে সরে যায়, তখনই মানুষ নিজের অন্তর্লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়। শূন্যতা তখন আর ভয়াবহ থাকে না; বরং এক গভীর আয়নায় পরিণত হয়। সেখানে মানুষ প্রথমবারের মতো নিজেকে দেখে—সমাজের দেওয়া পরিচয়ে নয়, অর্জনের অলংকারে নয়, বরং অস্তিত্বের নগ্ন সত্যে।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য এখানেই। সে কখনো সরাসরি শিক্ষা দেয় না। সে রূপকের আড়ালে কথা বলে, প্রতীকের অন্তরালে ইঙ্গিত করে। একটি ঝরা পাতা, একটি শুকিয়ে যাওয়া নদী, একটি ভাঙা ঘর কিংবা একটি অসমাপ্ত স্বপ্ন—সবকিছুর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে কোনো না কোনো মহৎ শিক্ষা। যারা কেবল ঘটনাকে দেখে, তারা কষ্ট পায়; যারা ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থকে দেখতে শেখে, তারা প্রজ্ঞা অর্জন করে।

অতএব, জীবনের প্রতিটি হারানোকে অভিশাপ ভাবার আগে আমাদের থেমে ভাবা উচিত— এ কি সত্যিই ক্ষতি, নাকি কোনো অদৃশ্য পরিশুদ্ধির প্রক্রিয়া? যে দরজা বন্ধ হয়েছে, সেটি কি আমাদের বন্দিত্বের কারণ ছিল না? যে সম্পর্ক চলে গেছে, সেটি কি আমাদের আত্মবিকাশকে থামিয়ে রাখেনি? যে ব্যর্থতা আজ অপমানের মতো মনে হচ্ছে, সেটিই কি আগামী দিনের উপলব্ধির ভিত্তি হয়ে উঠবে না?

সময়ের সবচেয়ে সূক্ষ্ম শিল্প সম্ভবত এই যে, সে ধ্বংসের ছদ্মবেশে উন্মোচন ঘটায়। সে আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়ে যায়, কিন্তু তার বিনিময়ে ফিরিয়ে দেয় দেখার নতুন দৃষ্টি। আর একদিন, দীর্ঘ পথচলার শেষে, মানুষ আবিষ্কার করে তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তিগুলো আসলে জন্ম নিয়েছিল সেইসব মুহূর্তে, যেগুলোকে সে একদিন সর্বনাশ বলে ভেবেছিল।

তখন সে বুঝতে শেখে, জীবন কখনো পথ কেড়ে নেয় না; জীবন কেবল পথের ওপর জমে থাকা ধূলি সরিয়ে দেয়। আর সেই ধূলি সরে গেলে দিগন্ত হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—নির্মল, প্রসারিত, আলোকময়।

লেখক: প্রভাষক, সমাজকর্ম, কচুয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, চাঁদপুর।

# আমেরিকার চিকিৎসা বাস্তবতা ও আমার অসন্তুষ্টি

## আবদুল হামিদ মাহবুব

এইবার দ্বিতীয় দফা আমেরিকা সফরে গিয়ে একটি বিষয় আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। সেটা হচ্ছে আমেরিকার চিকিৎসাব্যবস্থা। আমরা সাধারণত আমেরিকাকে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও ধনী দেশ হিসেবে জানি। প্রযুক্তি, শিক্ষা, গবেষণা, সামরিক শক্তি কিংবা অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান নিঃসন্দেহে শীর্ষে। কিন্তু চিকিৎসার মতো একটি মৌলিক মানবিক বিষয়ে দেশটির বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন।

আমার ধারণা ছিল, এত উন্নত দেশে নাগরিকদের চিকিৎসা নিশ্চয়ই সরকারিভাবে নিশ্চিত করা আছে। ইউরোপের বহু দেশে যেমন সরকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব বহন করে, আমেরিকাতেও হয়তো তেমনই কিছু আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সেখানে চিকিৎসা অনেকটাই বাণিজ্যিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

আমেরিকায় অধিকাংশ মানুষকে চিকিৎসা পেতে হলে স্বাস্থ্যবীমা বা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ইন্স্যুরেন্স থাকলেই যে সব চিকিৎসা পাওয়া যাবে, তাও নয়। কোন চিকিৎসা কভার করবে, কতটুকু খরচ বহন করবে, কোন হাসপাতাল বা ডাক্তার দেখানো যাবে; এসবের জটিল নিয়ম রয়েছে। ফলে অনেক সময় মানুষ চিকিৎসা নিতে গিয়েও বিপাকে পড়ে।

আমার পরিচিত একজনের স্ত্রীর ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তিনি জানালেন, ইন্স্যুরেন্স পুরো চিকিৎসা কভার করছে না। ফলে চিকিৎসা শুরু করতেই বিলম্ব হয়েছে। অথচ ক্যান্সারের মতো রোগে সময়মতো চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেরি হলে রোগ জটিল হয়ে জীবনসংকট তৈরি হতে পারে। একটি উন্নত দেশে এমন বাস্তবতা অসন্তুষ্টির মধ্যে ফেলে। আমি বিস্মিত হয়ে ধিক্কার জানাই এমন ব্যবস্থার।

আমার ছেলে বর্তমানে আমেরিকায় স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি করছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মাসিক ভাতা পায়, সেখান থেকে প্রতি মাসে ৫০০ ডলার উপরে স্বাস্থ্যবীমার জন্য কেটে নেওয়া হয়। তারপরও সব চিকিৎসা ইন্স্যুরেন্সের আওতায় পড়ে না। হাসপাতালে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু অংশ ইন্স্যুরেন্স দেয়, বাকিটা রোগীকেই পরিশোধ করতে হয়। অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স থাকা মানেই বিনামূল্যে চিকিৎসা নয়।

আরও অবাক করা একটি ঘটনা শুনলাম তার কাছ থেকে। এক মহিলা রাস্তায় পড়ে পা ভেঙে ফেলেছিলেন। আশপাশের মানুষ অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে চাইলে তিনি বাধা দেন। কারণ, অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিলে কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার ডলার পর্যন্ত বিল আসতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাম্বুলেন্স ভাড়াই এক হাজার ডলারের কাছাকাছি হয়। তাই অনেকেই জরুরি পরিস্থিতিতেও অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে ভয় পান।

এবার বলি আমার অভিজ্ঞতার কথা। আমরা যাওয়ার পর ছেলের দাঁতের চিকিৎসার এপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমাদের সাথে নিয়েই সে নির্দিষ্ট দিন তার ইউনিভার্সিটির মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডেন্টিস্ট বিভাগে গেল। আগ থেকেই তার চিকিৎসা চলছিল। তাকে বলা হয়েছে তার নিচের পার্টির দুইপাশে মাড়ির ভেতরে দুটো দাঁত গজিয়েছে। এগুলো ফেলে না দিলে পরবর্তীতে ভালো দাঁতগুলোর সমস্যা হবে। ঐদিন দাঁত ফেলতেই আমাদের নিয়ে যাওয়া। কাউন্টারে যথারীতি তার ইন্স্যুরেন্সের যাবতীয়সহ আনুষাঙ্গিক বিষয় এন্টি করিয়ে নির্দিষ্ট চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হলো।

আমরা ওয়েটিং স্থানে বসে থাকলাম। প্রায় দেড় ঘন্টা পর সে হাঁটতে হাঁটতে আসছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে তার পিঠে হাত রাখলাম। সে ইশারা করে বলল, ঠিক আছে। তার মুখের ভেতর গজ কামড় দিয়ে ধরে রেখেছে, রক্তক্ষরণ কম হওয়ার জন্য। ঔষধ কোথা থেকে নেবে, সেটাও বলে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নির্দিষ্ট সেই ঔষধের ডিস্পেন্সারিতে প্রেসক্রিপশনও চলে গেছে। আমাদেরকে নিয়ে এসেছিল বউমা গাড়ি ড্রাইভ করে। পার্কিং স্থান খুঁজে পেতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল। আমরা বের হয়ে গাড়ির কাছে যাওয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটা অবস্থায় ছেলেটি কয়েকবার নুয়ে মুখ থেকে থুথু ফেলল। আমি দেখলাম থুতুর সাথে রক্ত মেশানো আছে। প্রায় মাইল খানেক দূরে গাড়ি পার্কিং ছিল। সেখানে গিয়ে গাড়িতে উঠে আমরা প্রথমে গেলাম ঔষধের দোকানে। ঔষধ সংগ্রহ করলাম। তারপর বাসায় ফিরলাম।

বাসায় ফেরার পর ছেলেকে বললাম, বাবা বিছানায় কিছুক্ষণ রেস্ট নাও। সে সেটা করল। কিন্তু একটু পরপর উঠে এসে দেখলাম থুতু ফেলছে। দুইটা দাঁত একসাথে ফেলেছে। থুতুর সাথে স্বাভাবিকভাবেই কিছু রক্ত গেছে। প্রায় দুই আড়াই ঘণ্টা পর তার ঔষধ খাওয়ার সময় হল, আমি বললাম, নরম কিছু খেয়ে ঔষধটা খাও। আমার স্ত্রী নরম করে খিচুড়ির মত রেঁধে ছিলেন। গিলে গিলে কয়েক চামচ খেয়ে সে ওষুধ মুখে দিল। আমি তার পাশেই দাড়ানো। এ সময় হঠাৎ সে বলল, 'আমার কেমন লাগছে। আব্বা আমাকে ধরো। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো।' আমি তাকে ধরলাম। ঠিকই সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বউমা ছুটে এলো। তার মা কাছেই ছিলেন। সে পড়ে যাচ্ছে দেখে তিনিও ধরলেন। সামনের টেবিলটি সরিয়ে সে যে চেয়ারে বসা ছিল ওটাও সরালাম। সে পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়েছে আমার হাতের উপর। আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিলাম। বউমা ও তার মা অস্থির হয়ে উঠলেন। আমি বলি অ্যাম্বুলেন্স ডাকো। বউমা মোবাইল হাতে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কল করতে যাবেন, এ সময়েই তার জ্ঞান ফিরলো। প্রায় মিনিট দুই-তিনের মত সে অজ্ঞান ছিল। জ্ঞান ফেরার পর আমার ছেলে বলে, 'আমার কি হয়েছিল?' আমি বললাম, 'বাবা তুমি জ্ঞান হারিয়েছিলে। আমরা হসপিটালে নিয়ে যাব।' সে এম্বুলেন্স ডাকতে না না করলো। কারণ কি? তখন বলল, 'এম্বুলেন্স কল করলেই এক হাজার ডলার চার্জ করবে। আর আমি তো ঠিক হয়ে গেছি। অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে না।' তারপরও আমাদের মন মানছে না। শেষে আর অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হলো না।

কিছু সময় সে মেঝেতেই শুয়ে থাকলো। আমি বউমা'কে বলি একটা বালিশ এনে দেয়ার জন্য।বালিশ নিয়ে আসলো। প্রায় অর্ধঘন্টা এভাবে থেকে সে উঠে দাঁড়ালো। তখন সে বলল দাঁত থেকে যে অবিরাম রক্ত গেছে, সেটা দেখে সে ভয় পেয়েছে। এই ভয় থেকেই সে জ্ঞান হারিয়েছে। এখন সব ঠিক হয়ে যাবে। ওই দিনই সে জানালো, সে যখন হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো তখন একবার সাইকেল এক্সিডেন্টে তার পা থেকে রক্ত পড়েছিল, সে সময়ও সে জ্ঞান হারিয়েছিল। ছেলেটি ওই কথাটা আমাদের কাছে গোপন রেখেছিল। আজ সেটা প্রকাশ করল।

তারপরও মন মানছে না। আমি চাইলাম তার এই অবস্থার বিষয়টি অন্তত যে দাঁত ফেলেছে সেই ডাক্তারকে জানানো হোক। অনেক চেষ্টা করেও হাসপাতালের নাম্বারে সংযোগ করা গেল না। এবার আমি তার ঔষধ গুলো দেখতে লাগলাম। না তাকে কোন এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়নি। আমাদের দেশ হলে দাঁত ফেলার পর অবশ্যই এন্টিবায়োটিক দিত। তাকে দেওয়া হয়েছে কেবল ব্যাথা নাশক দুটো ঔষধ। একটি প্যারাসিটামল অন্যটি কি সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। তবে অ্যান্টিবায়টিক নয় এটা নিশ্চিত। আরেকটা দেওয়া হয়েছে কুলি করার জন্য ওরাল লিকুইড।

আমার অভিজ্ঞতা এই এত লম্বা কাহিনী বলার কারণ, আমেরিকা পৃথিবীর এত উন্নত দেশ। সেখানেও তৎক্ষণার চিকিৎসা পাওয়ার জন্য এম্বুলেন্স ডাকাতে ভয় করতে হয়। কারণ, অর্থ খরচের বিষয়। ইন্সুরেন্স কভার না করলে পকেট থেকে টাকা পরিশোধ করতে হবে। নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে সব সময় এটা কি সম্ভব? আর আমার ছেলে তো স্করারশিপ নিয়ে ওখানে থাকে। সে ওদেশের নাগরিকও না। তাই ইন্সুরেন্সের বাইরেও তাকে টাকা পরিশোধ করতে হবে। সেই ভয় থেকেই অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও ছেলেটি আমাদেরকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে দিল না।

দেশে ফিরেছি। কিন্তু আমার ওই দৃশ্য মনে হলে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। ভাগ্যিস ওই সময় আমরা ওখানে ছিলাম। এখন যদি তার কিংবা বউমা'র এমন কিছু হয়, তাদের পাশে কাকে পাবে? আল্লাহর কাছে অবিরাম বলি, কোন বিপদে ফেলোনা আল্লাহ। তাদেরকে তোমার রহমত দিয়ে হেফাজত করো।

আমার একটি অভিজ্ঞতা নিয়ে এত কথা বলার পর, এই প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই আসে, এত উন্নত দেশ হয়েও আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থা এমন কেন? মূল কারণ হলো, আমেরিকার স্বাস্থ্যখাত ঐতিহাসিকভাবে বেসরকারি ব্যবস্থার ওপর গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চাকরির সঙ্গে স্বাস্থ্যবীমা যুক্ত হতে শুরু করে। অর্থাৎ মানুষ চাকরি করলে প্রতিষ্ঠান তার জন্য ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করবে; এমন একটি কাঠামো তৈরি হয়। ফলে স্বাস্থ্যসেবা ধীরে ধীরে বাজারনির্ভর ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

অবশ্য সরকারিভাবে কিছু ব্যবস্থা আছে। বয়স্কদের জন্য 'মেডিকেয়ার' এবং দরিদ্রদের জন্য 'মেডিকেইড' নামে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়া সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় 'অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট' বা 'ওবামাকেয়ার' চালু হয়েছিল, যার মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষ স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আসে। তারপরও আজও অনেক মানুষ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত।

পরিসংখ্যান বলছে, আমেরিকা বিশ্বের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করা দেশগুলোর একটি। কিন্তু সেই বিপুল ব্যয়ের সুফল সব নাগরিক সমানভাবে পায় না। উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক হাসপাতাল ও দক্ষ চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার উচ্চ ব্যয় সাধারণ মানুষের জন্য বড় চাপ হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে ইউরোপের অনেক দেশে স্বাস্থ্যসেবা তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রনির্ভর। যুক্তরাজ্যে 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) নাগরিকদের করের অর্থে পরিচালিত হয়। কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি কিংবা উত্তর ইউরোপের দেশগুলোতেও সরকার জনগণের চিকিৎসার বড় অংশ বহন করে। ফলে নাগরিকদের ব্যক্তিগত খরচ তুলনামূলক কম।

তবে এটাও সত্য, আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার কিছু ইতিবাচক দিক আছে। বিশ্বের অনেক বড় চিকিৎসা গবেষণা, আধুনিক ওষুধ উদ্ভাবন এবং উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির কেন্দ্র হলো আমেরিকা। বহু জটিল রোগের চিকিৎসায় দেশটি এখনো অগ্রগামী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখানে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই উন্নত চিকিৎসা সাধারণ নাগরিক কতটা সহজে পাচ্ছে? এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। অনেকেই মনে করেন, জাতিসংঘের স্বাস্থ্য তহবিলে আমেরিকা সবচেয়ে বেশি অর্থ দেয়। কথাটি পুরোপুরি ভুল নয়, তবে একটু সংশোধন দরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডাব্লিউএইচও) বাংলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থার অন্যতম বড় অর্থদাতা। শুধু হু নয়, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যখাতের নানা প্রকল্প ও মানবিক সহায়তায়ও আমেরিকার অবদান বড়। অর্থাৎ বিশ্বের স্বাস্থ্যখাতে তারা বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখনো পুরোপুরি সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি।

তাহলে উন্নত দেশের সংজ্ঞা কী? শুধু মাথাপিছু আয়, প্রযুক্তি বা উঁচু অট্টালিকা কি উন্নয়নের মাপকাঠি? নাকি মানুষের মৌলিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষাও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ?

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে এখনো একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের স্বাস্থ্যখাতে অসংখ্য সীমাবদ্ধতা আছে। সরকারি হাসপাতালে ভিড়, অব্যবস্থাপনা, চিকিৎসকের সংকট, সবই বাস্তবতা। কিন্তু এটাও সত্য, সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্র মানুষ বিনা বা স্বল্প খরচে চিকিৎসা পাচ্ছেন। একজন দরিদ্র মানুষ অন্তত হাসপাতালে ঢুকতে ভয় পান না যে লাখ লাখ টাকার বিল এসে যাবে।

আমেরিকার অভিজ্ঞতা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়; অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক নিরাপত্তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত রাষ্ট্র মানে শুধু ধনী রাষ্ট্র নয়; এমন রাষ্ট্র, যেখানে সাধারণ মানুষ সংকটের সময় নিরাপত্তা অনুভব করে।

চিকিৎসা নিছক ব্যবসা নয়, এটি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি মৌলিক প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বে হয়তো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সবকিছু সম্ভব নয়, কিন্তু এমন একটি ব্যবস্থা অবশ্যই দরকার, যেখানে চিকিৎসার খরচের ভয়ে কেউ জীবনরক্ষাকারী সেবা নিতে পিছিয়ে না যায়। উন্নয়নের প্রকৃত সৌন্দর্য সেখানেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও শিশু সাহিত্যিক

# কারবালার শিক্ষা

**ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস**

ইসলামের ইতিহাসে কারবালার প্রান্তরে হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আত্মত্যাগ কেবল একটি শোকাবহ ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং হক বা সত্যের পথে অটল থাকার এক চিরন্তন প্রেরণা। হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত আদরের দৌহিত্র ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে, যে হুসাইনকে ভালোবাসবে আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। হুসাইন সৎ কাজের ক্ষেত্রে যেন নিজেই একটি জাতি” (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নম্বর: ৩৭৭৫)। অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “হাসান এবং হুসাইন দুইজন এই পৃথিবীতে আমার দুটি সুগন্ধিময় ফুল” (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নম্বর: ৩৭৭০)। তাদের মর্যাদার কথা জানিয়ে আরও বলা হয়েছে, “হাসান এবং হুসাইন উভয়েই জান্নাতের যুবকদের সরদার” (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নম্বর: ৩৭৬৮)।

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পর ইয়াযিদ খেলাফতের মসনদে আসীন হলে মদিনার প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ওপর বাইয়াত গ্রহণের জন্য কঠোর চাপ প্রয়োগ করা হয়, যা ছিল তাঁর শাসনামলের এক মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ। এমতাবস্থায় হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু মদিনার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং অন্যায়ের কাছে মাথানত না করার প্রত্যয়ে মক্কা নগরীতে হিজরত করেন। মক্কায় অবস্থানকালে কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে বারবার প্রেরিত পত্র ও প্রতিনিধি দলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি পরিস্থিতির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মুসলিম বিন আকীল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুফায় প্রেরণ করেন। কুফাবাসীরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে মুসলিম বিন আকীলকে শহীদ করে। কুফার এই পরিবর্তিত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির খবর পাওয়ার পর হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু কারবালার প্রান্তরে ইবনে যিয়াদের বাহিনীর মুখোমুখি হন। সেখানে ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে তাঁকে শর্তহীন আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়। হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিস্থিতি এড়াতে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন: হয় তাঁকে আগের স্থানে ফিরে যেতে দেওয়া হোক, নয়তো সরাসরি ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক, অথবা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু ইবনে যিয়াদ সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। ১০ই মহররম কারবালার প্রান্তরে হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন।

কারবালার এই মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সুচিন্তিত মতামত হলো, ইয়াযিদ সরাসরি হত্যার নির্দেশ না দিলেও এই হত্যাকাণ্ডের দায়ভার থেকে সে কোনোভাবেই মুক্ত নয় (মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৪০১)। ইসলামে বিপদ ও মুসিবতে ধৈর্য ধারণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, “যারা (বিপদাপদে) ধৈর্যের পরিচয় দেয়। যারা কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৪-১৫৭)। শোক প্রকাশের নামে শরিয়ত বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি শোকে মুখে আঘাত করে, জামার বুক ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের বিলাপ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়” (সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ১২৯৪)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমি ঐ ব্যক্তি থেকে মুক্ত, যে শোকে মাথা মুণ্ডায়, বুক চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ১৬৭)।

> **কারবালার প্রকৃত শিক্ষা হলো বাতিলের সামনে আপোষকামী না হওয়া এবং সত্যের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা লালন করা। হযরত হুসা ইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে যারা তাজিয়া মিছিল বের করে, বুক চাপড়ায় বা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে, তা সম্পূর্ণ শরিয়ত বহির্ভূত।**

কারবালার প্রকৃত শিক্ষা হলো বাতিলের সামনে আপোষকামী না হওয়া এবং সত্যের পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা লালন করা। হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে যারা তাজিয়া মিছিল বের করে, বুক চাপড়ায় বা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে, তা সম্পূর্ণ শরিয়ত বহির্ভূত। আমাদের উচিত কারবালার সঠিক মর্মবাণী উপলব্ধি করা এবং ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ত্যাগের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হক ও ন্যায়ের পথে অটল থাকার তাওফীক দান করুন।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ।

# আকিদার বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন

**মুফতী হাবিবুর রহমান**

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পারস্পরিক বন্ধন ছাড়া মানুষের টিকে থাকা কঠিন। এই বন্ধন কখনো গোত্রীয়, কখনো জাতিগত, আবার কখনো মাতৃভূমির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ‘আকিদা’ বা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতাই হলো প্রধান মানদণ্ড। ইসলাম মানুষের এই পার্থিব সম্পর্কগুলোকে অস্বীকার করে না, বরং আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এমন অনেক সম্পর্কের বৈধতা দিয়েছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার তাকিদ দিয়েছে। তবে এই সমস্ত সম্পর্ক তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা ইসলামী আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। আকিদার বিপরীত হলে পার্থিব কোনো সম্পর্কের ভিত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

ইসলামি আকিদার এই অবিচলতা রক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে অনেক ঘটনা রয়েছে। বদর যুদ্ধে হযরত আবু উবায়দা (রা.) মূর্তিপূজারী নিজ পিতাকে হত্যা করেছিলেন, কারণ ঈমানের স্বার্থে আপস করার কোনো সুযোগ ছিল না। একইভাবে হযরত আবু হুজায়ফা (রা.) তাঁর মুশরিক পিতার লাশ কূপের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেও বিন্দুমাত্র ব্যথিত হননি, কারণ তিনি ঈমানের মর্যাদা ও আল্লাহর আনুগত্যকে জাগতিক সম্পর্কের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। ইবনু ইসহাক (র.)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, বদর যুদ্ধের বন্দিদের মাঝে হযরত মুসয়াব ইবনু উমায়ের (রা.)-এর আপন ভাই আবু আজিজও ছিল। হযরত মুসয়াব (রা.) তখন নিজ ভাইকে বন্দী করা আনসারি সাহাবিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়। আবু আজিজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে মুসয়াব (রা.) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আকিদার ভিন্নতার কারণে সেই আনসারি সাহাবিই এখন তার প্রকৃত ভাই, পার্থিব রক্তের সম্পর্কের কোনো স্থান সেখানে নেই।

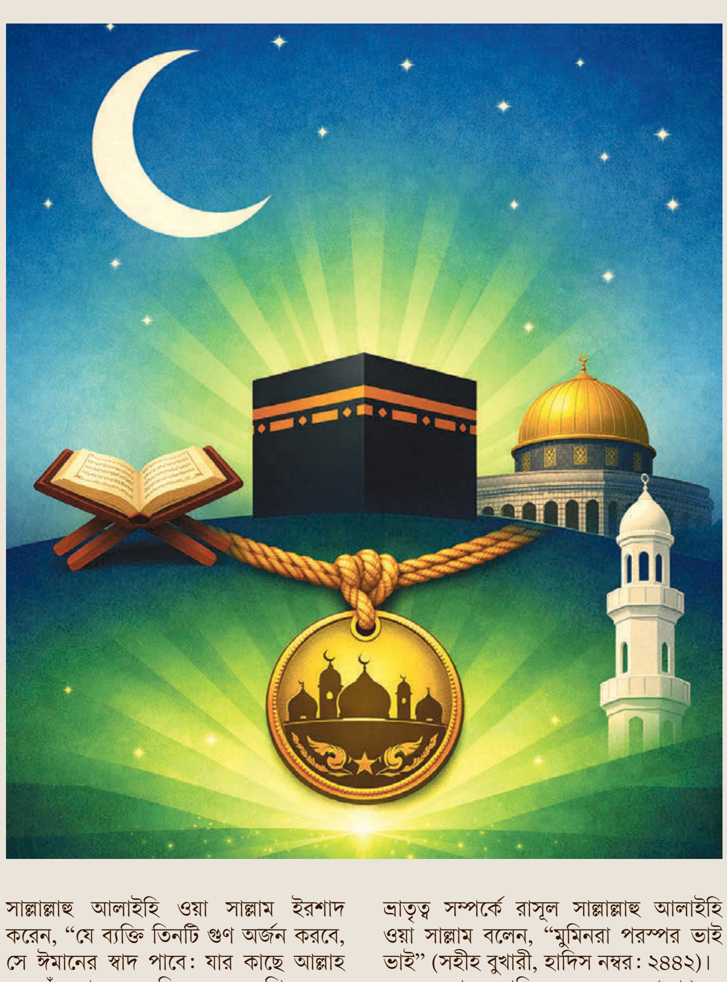

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের এই মজবুত বন্ধনকে সব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি তিনটি গুণ অর্জন করবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে: যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবকিছুর চেয়ে প্রিয় হবে, যে কাউকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসবে এবং কুফরে ফিরে যাওয়াকে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করবে” (সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ১৬)। এছাড়া মুমিনদের পারস্পরিক অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই” (সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ২৪৪২)।

কুরআনে কারিমে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পুত্রের ঘটনার মাধ্যমে এই আকিদাগত পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নূহ (আ.) যখন তাঁর পুত্রকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করে আল্লাহর কাছে করুণা প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা জবাব দিয়েছিলেন: “আল্লাহ বললেন, হে নূহ! জেনে রেখ, সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মে কলুষিত। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন কিছু চেওনা যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না” (সূরা হুদ, আয়াত: ৪৫-৪৬)। এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা শিখিয়েছেন যে, বিশ্বাসের আদর্শ গ্রহণ না করার কারণে নিকটতম আত্মীয়ও পরিবারভুক্ত থাকে না। যদি পিতা-পুত্রের মতো নিকট সম্পর্কও আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, তবে অন্য কোনো পার্থিব সম্পর্কের ভিত্তি ঈমানের চেয়ে বড় হতে পারে না।

পরিশেষে, ইসলামে ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্ব মূলত মুমিনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই” (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১০)। অন্যদিকে, আকিদাগত ভিন্নতার কারণে কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে, তা তারা পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা সন্তান সন্ততিই হোক না কেন, কারণ মুশরিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা গুনাহের কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে আরও বলেন, “ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা” (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর: ১৮৫২৪)। আমাদের আজকের সমাজে আকিদার এই সুউচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি করা এবং পার্থিব সম্পর্কের উর্ধ্বে ঈমানকে প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হক ও ন্যায়ের পথে অটল থাকার এবং আকিদার বন্ধনকে সবচেয়ে মজবুত মনে করার তাওফীক দান করুন।

সহকারী শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ

মাহাদু রাবেয়া দারুল উলুম গোয়ালদী (বড় মাদরাসা)।

## মহররমের ৫ শিক্ষা

**ফয়জুল্লাহ রিয়াদ**

ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মহররম। এটি আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মাসগুলোর অন্যতম। ইসলামের ইতিহাসে মহররমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, বিশেষ করে আশুরা ও কারবালার স্মৃতি। এসব ঘটনা মুসলমানদের জন্য শিক্ষা, অনুপ্রেরণা এবং জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা বহন করে। মহররমের গুরুত্বপূর্ণ ৫ শিক্ষা হলো—

**১. নতুন সূচনার মাধ্যমে আত্মসমালোচনা**
জীবনকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ এনে দেয় মহররম। একটি বছরের অবসান এবং নতুন বছরের সূচনা স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের জীবন থেকে আরও একটি বছর বিদায় নিয়েছে এবং আমরা চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছি। একজন সচেতন মুমিন এ সময় বিগত বছরের আমল, সফলতা ও ব্যর্থতার হিসাব নেয়, নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে আরও সুন্দর ও কল্যাণকর জীবন গড়ার প্রত্যয় গ্রহণ করে।

**২. আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য**
মহররম মাস আমাদের আল্লাহর আদেশের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ মাসকে ‘শাহরুল্লাহ’ (আল্লাহর মাস) বলে অভিহিত করেছেন, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলতের প্রমাণ। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১১৬৩) একজন মুমিন যখন উপলব্ধি করবে যে কোনো মাসকে আল্লাহ তাআলা নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সম্মানিত করেছেন, তখন তাঁর হৃদয়ে এ মাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও ইবাদতের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই মহররম আমাদের বেশি বেশি নফল রোজা, তওবা, ইস্তিগফার, জিকির এবং অন্যান্য নেক আমলে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানায়।

**৩. সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচলতা**
মহররম মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা। কারবালার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এমন এক অধ্যায়, যা যুগে যুগে মানুষকে আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা দিয়ে আসছে। হজরত হোসাইন (রা.) এমন একসময়ে সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তিনি পার্থিব স্বার্থ, নিরাপত্তা কিংবা ক্ষমতার লোভে নিজের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি। কারণ, একজন মুমিনের প্রকৃত মর্যাদা সত্যের ওপর অবিচল থাকার মধ্যে নিহিত। জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো, অন্যায়কে প্রত্যাখ্যান করা এবং আদর্শের প্রশ্নে আপসহীন থাকা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

**৪. ধৈর্য ও সহনশীলতা**
জীবনের কঠিন বাস্তবতায় ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয় মহররম। মানবজীবন স্বভাবতই পরীক্ষামূলক। প্রতিকূল পরিস্থিতি একজন মানুষের ইমান, চরিত্র ও মানসিক দৃঢ়তার প্রকৃত পরীক্ষা নিয়ে আসে। কারবালার করুণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আশুরার স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন অধ্যায় আমাদের সামনে ধৈর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

**৫. অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা**
মহররম আমাদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে সচেতন ও দায়িত্বশীল অবস্থান গ্রহণের শিক্ষা দেয়। জুলুম, অবিচার বা অন্যায়কে সমর্থন না করে সর্বাবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মহররমের ইতিহাস, বিশেষ করে কারবালার ঘটনা আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে অন্যায়ের সামনে নীরব থাকা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তবে ইসলামের শিক্ষা হলো, এই প্রতিবাদ হতে হবে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং শরিয়তের নির্দেশনার আলোকে, যাতে তা বিশৃঙ্খলা বা ফিতনার কারণ না হয়।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

| | |
|---|---|
| H1B | L1A VISA |
| EB5 | E2 VISA |
| POLITICAL ASYLUM | |

**Captor USA, Inc.**
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

# মামদানি ঝড়ে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হারিয়েছেন, যাকে অবসরে যাওয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ নিদিয়া ভেলাজকেজ নিজে বেছে নিয়েছিলেন উত্তরসূরি হিসেবে।

মামদানি কী বলেছেন এই জয়ের পর? তাঁর কথায়, "প্রশ্নটা শুধু বেশি ডেমোক্র্যাট নির্বাচনের নয়। প্রশ্নটা হলো ভালো ডেমোক্র্যাট নির্বাচনের। এই প্রার্থিতাগুলোতে আমি দেখতে পাচ্ছি শ্রমজীবী মানুষদের রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার সদিচ্ছা।" সহজ কথা, কিন্তু ওয়াশিংটনে এই বাক্যটা বজ্রাঘাতের মতো লেগেছে।

এই জয়ের সবচেয়ে বড় বার্তাটা গেছে হাউস ডেমোক্র্যাটিক লিডার হাকিম জেফ্রিসের কাছে। জেফ্রিস মামদানির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রচার করেছিলেন। ভোটের আগে তিনি বলেছিলেন, "আমরা দ্বিমত পোষণ করতে সম্মত হয়েছি। ২১৫ জন হাউস ডেমোক্র্যাটের মধ্যে একটি বা দুটি রাজ্যে কয়েকটি প্রাইমারির ফলাফল আমাদের পরিচয় বদলে দেবে না।" রাত শেষে জেফ্রিসের সেই কথাটা একটু ফাঁপা শোনাচ্ছে।

মামদানির তিনজন প্রার্থীর প্রতিশ্রুতির মিল দেখলে বোঝা যায় এটা একটা সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা — ICE বিলুপ্ত করা, গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধকে "গণহত্যা" বলে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং ধনীদের উপর কর বাড়ানো। এই তিনটি বিষয়ে ওয়াশিংটনের ডেমোক্র্যাটিক মেইনস্ট্রিম এখনো দ্বিধায় থাকলেও নিউইয়র্কের ভোটাররা পরিষ্কার রায় দিয়েছেন।

> নিউইয়র্কের এই রাতটা আমেরিকার রাজনীতির একটা আয়না। একদিকে মামদানির ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, অন্যদিকে ট্রাম্পের পপুলিস্ট রিপাবলিকানিজম। মাঝখানে যেটা চূর্ণ হচ্ছে সেটা হলো পুরনো প্রতিষ্ঠানী রাজনীতি।

গাজা ইস্যুটা এই নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। গোল্ডম্যান এবং ল্যান্ডার দুজনেই ইহুদি, কিন্তু ইসরাইল প্রশ্নে তাদের অবস্থান ভিন্ন। ল্যান্ডার গাজার পরিস্থিতিকে "গণহত্যা" বলেছেন, গোল্ডম্যান সেই শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছেন। ইস্ট হার্লেমের ৪৭ বছরের ভোটার সারা হাইলার বলেছেন, শেষ পর্যন্ত এসপায়ায়াতের পক্ষে AIPAC লবি গ্রুপের বিপুল অর্থ ব্যয়ের খবর জেনে তিনি আভিলা শেভালিয়ারকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। "এটাই ছিল আমার শেষ সীমা," বলেছেন তিনি।

এই নির্বাচনের একটা মজার দিকও আছে। জন এফ কেনেডির ৩৩ বছর বয়সী নাতি জ্যাক শ্লসবার্গ ক্যামেলট ঐতিহ্যে নিজের অধ্যায় লিখতে রিটায়ারিং কংগ্রেসম্যান জেরি নাডলারের সিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ভিড়ে ভরা মাঠে জ্যাক শ্লসবার্গের কেনেডি পদবিও কাজে আসেনি। রাজনীতিতে বংশ পরিচয় এখন আর ভোট কেনার মুদ্রা নয় — মামদানি সেটা গত বছরই প্রমাণ করেছিলেন কুওমোকে হারিয়ে। বিজয়ী হলেন মাইকা ল্যাশার, একজন দীর্ঘদিনের সরকারি কর্মকর্তা যাকে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিষ্ঠান সমর্থন দিয়েছিল। ট্রাম্পবিরোধী অ্যাক্টিভিস্ট জর্জ কনওয়েও এই রেসে ছিলেন, হেরেছেন।

নিউইয়র্কে রিপাবলিকান প্রাইমারিতেও একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ইলিস স্টেফানিকের শূন্য হওয়া ২১তম কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে রিপাবলিকান মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যান্থনি কনস্টান্টিনো। তিনি কোনো রাজনীতিবিদ নন, স্টিকার কোম্পানি "স্টিকার মিউল"-এর প্রধান। তাঁর কোম্পানির ছাদে বিশাল "ভোট ফর ট্রাম্প" সাইনবোর্ড দিয়েছিলেন, ট্রাম্পকে নিয়ে হিপহপ অ্যালবাম রিলিজ করেছেন, ট্রাম্পের মূর্তি গড়ে ফ্লোরিডায় উপহার দিয়েছেন। ট্রাম্প তাঁকে এন্ডোর্স করেছেন। ডেমোক্র্যাটদের বাম দিকে যেমন মামদানি ঝড় তুলেছেন, রিপাবলিকানদের ডান দিকে ট্রাম্প ঠিক একইভাবে স্থাপত্য বদলে দিচ্ছেন।

নিউইয়র্কের এই রাতটা আমেরিকার রাজনীতির একটা আয়না। একদিকে মামদানির ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, অন্যদিকে ট্রাম্পের পপুলিস্ট রিপাবলিকানিজম। মাঝখানে যেটা চূর্ণ হচ্ছে সেটা হলো পুরনো প্রতিষ্ঠানী রাজনীতি — দুই দলেই।

# স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রার্থী মাহবুব খানের মতবিনিময়

**মিশিগান**

**মিশিগান প্রতিনিধি**

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট-৬১ এ স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ পদে নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী মাহবুব খানের কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষের সাথে মিট এন্ড গ্রীট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (২০ জুন) স্টার্লিং হাইটস এর নিউ ডাউন একাডেমিতে বাংলাদেশ, ইয়েমেনী, পোলিশ ও আমেরিকান কমিউনিটির ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সামাজিক অঙ্গনের বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষের সাথে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামী ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য প্রাইমারি নির্বাচনে মাহবুব খান তার নির্বাচনী এলাকা স্টার্লিং হাইটস, ইউটিকা, ক্লিনটন টাউনশিপ, এবং মাউন্ট ক্লিমেন্স থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি তার নির্বাচনী পরিকল্পনায় এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ক্ষেত্রসহ কমিউনিটির বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ভোটারদের উদ্দেশ্যে মাহবুব খান বলেন ৪ আগস্ট ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটপ্রদান তার জয়ের পথ প্রশস্ত করবে এবং তিনি নির্বাচিত হলে কমিউনিটির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। এ জন্য তিনি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

# পথচলায় নতুন প্রত্যয়ের অঙ্গীকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি দুটি প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রাও তুলে ধরা হয়।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তাঁর বক্তব্যের পর কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে এক ভিন্ন আবহের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ, সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এবং আন্তরিক আয়োজন পুরো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বক্তারা বলেন, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার গণমাধ্যমের গুরুত্বও বহুগুণে বেড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা গত এক দশক ধরে সংবাদ, বিশ্লেষণ, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির ইতিবাচক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে প্রবাসীদের আস্থার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। একইভাবে সিবিএন টিভি সংবাদ, টক শো, সাক্ষাৎকার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্প্রচারের মাধ্যমে স্বল্প সময়েই নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী এবং তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে অতিথিরা বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার ধারাবাহিক চর্চায় এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশি পরিচয়, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠান দুটির অবদান প্রশংসনীয়।

সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, একটি স্বপ্ন, একটি দায়বদ্ধতা এবং একটি কমিউনিটির গল্প নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল। গত দশ বছরে পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা এবং কমিউনিটির মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনই এই পথচলার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের কাজ শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়; সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা, মানুষের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা এবং কমিউনিটির আস্থা অর্জন করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, সিবিএন টিভির যাত্রাও একই দর্শনকে সামনে রেখে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবন, সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জকে আরও বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর সংবাদ পরিবেশন এবং কমিউনিটির সেবায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও নিউইয়র্ক কমিউনিটির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব নারগিস আহমেদ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত নারী সাংবাদিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রবাসে নারীদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করছে।

প্রবীণ সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক নাজমুল আহসান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পেশাদারিত্ব এবং সাংগঠনিক দৃঢ়তার প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসের অনেক সংবাদমাধ্যম যা করতে পারেনি, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা তা করে দেখিয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রতি নিজের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কথাও তুলে ধরেন।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির প্রধান নির্বাহী আবু তাহের বলেন, উত্তর আমেরিকায় কমিউনিটি সাংবাদিকতার বিকাশে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও সেই নেতৃত্ব ধরে রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রবীণ সংগঠক নাসির খান পল সম্পাদক ও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের আত্মিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভূঁইয়া বলেন, মাত্র এক দশকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা যে বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি অর্জন করেছে, তা একদিন উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক ও কর্মীদের পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন ডা. ফারুক আজম, সুমন শামসুদ্দিন, কুলসুম আক্তার সুমাইয়া, শামছুন ফৌজিয়া, ফরিদা ইয়াসমীন, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, মিয়া আসকির, সীমু আফরোজা, কবি ধনঞ্জয় সাহা সোহানা নাজনীনসহ আরও অনেক কবি ও সাহিত্যিক। তাঁদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানে এক সাহিত্যঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহসভাপতি মহীউদ্দিন দেওয়ান, কমিউনিটি নেতা তোফায়েল চৌধুরী, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক শামীম শাহেদ, রহমান মাহবুব, আদনান সৈয়দ, শেলী জামান খান, রওশন হক, রুদ্র মাসুদ, রোকেয়া দীপা, ভায়লা সালিনা, শরিফুজ্জামান পল,ডাঃ শোয়েব আহমেদ, জয়নাল আবেদীন, রাশিদা কামাল, ওয়াহিদা শামসুন বাঁধন, রুপা খানম, সাঈদা ইয়াসমিন, সেমু আফরোজা, রাশিদা আখতার, ফারমিস আক্তার, গীতিকার মাহফুজুর রহমান, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাঈনউদ্দিন পিন্টু, সংগঠক মোতাহার হোসেন, অ্যাটর্নি মো. ফারহান, আবুল কাশেম, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, আছিয়া আক্তার, সালমা ফেরদৌস, মিরসরাই সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হাসান, লেখক নুরুল খান, সুখেন গোমেজ, বিপুল গনজালেসসহ কমিউনিটির আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ও সিবিএন টিভিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। বক্তারা স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও জনমুখী প্রবাসী গণমাধ্যম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং আগামী দিনের পথচলার জন্য শুভকামনা জানান।

শেষ পর্বে জাকির হোসেন, শান্তনু এবং তাঁদের দলের সুরেলা পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে। এরপর নৈশভোজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আড্ডায় অংশ নেন অতিথিরা। সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, উদ্যোক্তা ও কমিউনিটি নেতাদের উপস্থিতিতে সন্ধ্যাটি হয়ে ওঠে প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজের এক স্মরণীয় মিলনমেলা।

অংশগ্রহণকারীদের মতে, এটি শুধু দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন নয়; বরং উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির সম্মিলিত অগ্রযাত্রার এক দশকের অর্জনকে উদযাপনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপলক্ষ। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে একটি নতুন প্রত্যয়—বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রযুক্তিনির্ভর গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থে আরও দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার।

নৈশভোজ শেষে স্যানম্যান গ্লোবালের সৌজন্যে একজন ভাগ্যবানের হাতে লটারি বিজয়ী টিভি উপহার দেয়া হয়। লটারিতে উপহারটি পেয়েছেন চিত্রগ্রাহক নুরুল খান।

পুরো অনুষ্ঠানের কবিতা আবৃত্তি পর্ব সঞ্চালনা করেন পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক এইচ বি রিতা।

# ত্রিভুজ শক্তির মাঝে বাংলাদেশের বাজি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসছে তা হলো — ভারত-চীন-যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিভুজ শক্তির টানাটানিতে বাংলাদেশ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়াচ্ছে, এবং এই সফর সেই অবস্থানটিকে কতটা স্পষ্ট বা জটিল করে তুলছে।

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পতন বাংলাদেশের একটি সরকার পরিবর্তন ছিল। পাশাপাশি এটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে একটি ভূমিকম্প। হাসিনা সরকারের দেড় দশক ধরে ভারতের সঙ্গে যে "বিশেষ সম্পর্ক" গড়ে উঠেছিল, তা রাতারাতি শূন্যে পরিণত হয়। হাসিনার পতনের পর ১৮ মাস ধরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে চরম টানাপড়েন চলে। পারস্পরিক সন্দেহ বাড়তে থাকে এবং রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা সম্পর্ক শীতল হয়ে পড়ে। এই শূন্যতার মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ক্ষমতায় আসেন তারেক রহমান। তিনি "বাংলাদেশ ফার্স্ট" নীতি নিয়ে প্রচারণা চালান, যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপড়েনকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এই নীতির বাস্তব রূপ কী — সেটাই এখন পরীক্ষার কাঠগড়ায়।

প্রায় দুই বছরের মন্থরতার পর বাংলাদেশ চীনা বিনিয়োগ ও অবকাঠামো অর্থায়নে নতুন গতি আনতে চাইছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢাকা বিভিন্ন অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার চীনা অর্থায়ন চাইবে। তারেক রহমান চীনের প্রিমিয়ার লি কিয়াংয়ের সঙ্গে ২৫ জুন এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ২৬ জুন বৈঠক করার কথা। এর পাশাপাশি ডালিয়ানে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের "সামার ডাভোস" সম্মেলনেও অংশ নেবেন তিনি। বাংলাদেশ চীনের গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ-এ যোগদানের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করতে পারে, যা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত বেইজিংয়ের একটি প্রধান উন্নয়ন কাঠামো।

ভারত চীনের আগেই তারেক রহমানকে আনুষ্ঠানিক সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বেছে নিলেন বেইজিংকে। কূটনৈতিক ভাষায় এই "পছন্দ" নিজেই একটি বিবৃতি। ঢাকা বলেছে, ভারত বা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কোনো শূন্য-সমষ্টি খেলা নয়। তারেক রহমান নিজেই মন্তব্য করেছেন, "ভারত বা চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরস্পরকে বাতিল করে না।" কথাটি শুনতে ভারসাম্যপূর্ণ, কিন্তু মাঠের বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে এখনো একাধিক কাঁটা বিঁধে আছে। প্রথমত শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ প্রশ্ন। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকা সত্ত্বেও নয়াদিল্লি ঢাকার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে, যুক্তি দিচ্ছে এটি "রাজনৈতিক অপরাধ" — চুক্তির ব্যতিক্রমযোগ্য ধারা। এই প্রশ্নটি ঢাকার প্রতিটি কূটনৈতিক বৈঠকে উঠে আসছে।

দ্বিতীয়ত তারেক রহমানের উপদেষ্টা জাহেদুর রহমানকে দিল্লি বিমানবন্দরে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার ঘটনায় বাংলাদেশ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে তলব করেছে। এটি ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর পর থেকে দ্বিতীয়বার ভারতীয় মিশনকে তলব করা হলো।

তৃতীয়ত ১৯৯৬ সালের গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ডিসেম্বর ২০২৬-এ। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা তিস্তা চুক্তিও অমীমাংসিত। এই দুটি প্রশ্নই বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীরভাবে অসম — প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারতীয় রপ্তানির আধিপত্য। এই কাঠামোগত অসাম্য দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার মনে ক্ষোভের বীজ রোপণ করেছে।

ওয়াশিংটনের ভূমিকা এই সফরে সরাসরি দৃশ্যমান না হলেও এটি অদৃশ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখে। বাংলাদেশের কৌশলগত ভূগোল নিশ্চিত করে যে ভারত ও চীন উভয়ই এখানে প্রভাব বজায় রাখতে প্রতিযোগিতায় থাকবে।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল প্রকল্পে জড়িয়ে পড়া এড়ানো উচিত। তিস্তা ব্যারাজের মতো প্রকল্পে চীনের পাশাপাশি জাপানের মতো দেশকেও যুক্ত করে যৌথ উদ্যোগ বিবেচনা করা উচিত। এই পরামর্শটি মূলত আমেরিকান কৌশলগত চিন্তার প্রতিফলন।

আরেকটি বাস্তবতা হলো অর্থনৈতিক নির্ভরতার মানচিত্র। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার, ভারত শেয়ার করে ৪,০০০ কিলোমিটার সীমান্ত এবং প্রধান আমদানির উৎস। তার মানে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক, ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লিকে উপেক্ষা করার কোনো বিলাসিতা ঢাকার নেই।

বাংলাদেশ তার অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৬৩ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে। মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি সংকট তীব্র হওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং জ্বালানি বিক্রয়ে দৈনিক সীমারেখা আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধ বন্ধে সমঝোতা হয়েছে, তবে কোন কারণে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত হলে এটি বাংলাদেশের জিডিপিকে ৩ শতাংশ পর্যন্ত সংকুচিত করতে পারে। জ্বালানি সংকট আসলে বাংলাদেশকে একটি বিপদজনক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে — একদিকে চীনের দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো অর্থায়নের প্রয়োজন, অন্যদিকে তাৎক্ষণিক জ্বালানি সংকট মেটাতে ভারতের কাছে হাত পাততে হচ্ছে।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়" নীতির কথা বলে আসছে। কিন্তু আজকের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় এই নিরপেক্ষতার মূল্য ক্রমশ বাড়ছে। চীনা বিনিয়োগ বজায় রেখে অতিনির্ভরশীলতা এড়ানো অত্যন্ত জরুরি। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্রতর হওয়ায় চীনের অর্থায়নে পরিচালিত অবকাঠামো প্রকল্পগুলো এখন নিবিড় নজরদারির মধ্যে রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে, তা কেবল আবেগের উপর দাঁড়িয়ে থাকলে টেকসই হবে না। প্রয়োজন কাঠামোগত ভিত্তি।

তারেক রহমানের প্রথম সফর হিসেবে চীন বেছে নেওয়া একটি স্পষ্ট কৌশলগত বার্তা পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা চায় অর্থনৈতিক উচ্চতা, এবং বেইজিং সেই উচ্চতা দিতে পারে দ্রুততার সঙ্গে। কিন্তু বাস্তবতা হলো — চীন দিতে পারে অবকাঠামো, বিনিয়োগ, বাজার, প্রযুক্তি। ভারত দিতে পারে জ্বালানি নিরাপত্তা, ট্রানজিট সুবিধা, সীমান্ত স্থিতিশীলতা, আঞ্চলিক সংযোগ। যুক্তরাষ্ট্র দিতে পারে বাজার প্রবেশাধিকার, প্রযুক্তি সহযোগিতা, নিরাপত্তা গ্যারান্টি।

এই তিনটি শক্তির কোনো একটিকে অতিরিক্ত কাছে টানলে বাকি দুটি সরে যায়। বাংলাদেশের কৌশলগত ভূগোল এমন যে এখানে কোনো একচেটিয়া আনুগত্যের বিলাসিতা নেই — সব বড় শক্তিই প্রভাব ধরে রাখতে চাইবে।

তারেক রহমানের আসল পরীক্ষা এই সফরের পরে শুরু হবে। চুক্তি স্বাক্ষর সহজ, তার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক মূল্য পরিশোধ করাটাই কঠিন। বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত বুঝতে হবে — ভূরাজনীতির দাবার বোর্ডে ঘুঁটি হওয়া আর খেলোয়াড় হওয়া, এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কেবল সিদ্ধান্তের গভীরতায়।

# যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দ্রুত বহিষ্কার, গ্রিন কার্ডধারীদের পুনঃপ্রবেশে কড়াকড়ি

**ইফতেখার ইসলাম**

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ইস্যু দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক, আইনি লড়াই এবং জনমতের অন্যতম প্রধান বিষয়। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ব্যাপক অভিবাসন অভিযান, দ্রুত বহিষ্কার নীতি এবং কঠোর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। এরই মধ্যে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট, ফেডারেল আপিল আদালত এবং জেলা আদালতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রায় অভিবাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে।

একদিকে সুপ্রিম কোর্ট সীমান্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে গ্রিন কার্ডধারীদের বহিষ্কারের পথ সহজ করেছে। অন্যদিকে ফেডারেল আপিল আদালত বিচারকের শুনানি ছাড়াই দ্রুত বহিষ্কারের নীতি পুনর্বহাল করেছে। তবে একই সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ফেডারেল আদালত অভিবাসন আদালত প্রাঙ্গণে গ্রেপ্তার এবং দীর্ঘ সময় আটক রাখার নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এই তিনটি রায় একসঙ্গে বিচার করলে স্পষ্ট হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতি এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সরকারের ক্ষমতা ও অভিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার—দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে তীব্র আইনি লড়াই চলছে।

**দ্রুত বহিষ্কার কার্যক্রমে ফের অনুমতি**

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আপিল আদালত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের দ্রুত বহিষ্কার কার্যক্রম পুনরায় চালানোর অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে শুধু সীমান্তবর্তী এলাকাই নয়, দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত অনথিভুক্ত অভিবাসীদেরও বিচারকের সামনে শুনানির সুযোগ ছাড়াই দ্রুত বহিষ্কার করা যাবে।

মঙ্গলবার দেওয়া এক রায়ে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া সার্কিটের যুক্তরাষ্ট্র আপিল আদালতের তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ নিম্ন আদালতের দেওয়া স্থগিতাদেশ বাতিল করে। এর মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসনের সম্প্রসারিত 'দ্রুত বহিষ্কার' নীতি আবার কার্যকর করার পথ খুলে যায়।

'দ্রুত বহিষ্কার' পদ্ধতিতে কোনো অভিবাসীকে অভিবাসন আদালতে পূর্ণাঙ্গ শুনানির সুযোগ না দিয়েই দেশ থেকে ফেরত পাঠানো সম্ভব। আগে এই ব্যবস্থা মূলত সীমান্তে আটক বা সমুদ্রপথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো।

তবে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রশাসন এর আওতা বাড়িয়ে সারা দেশে বসবাসরত অনথিভুক্ত অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য করে।

এর পর থেকে অভিবাসন সংক্রান্ত শুনানির জন্য আদালতে আসা অনেক ব্যক্তিকে আদালত চত্বর থেকেই আটক করে কয়েক দিনের মধ্যে বহিষ্কারের অভিযোগ ওঠে।

রায়ের পর অভিবাসী অধিকারকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের অভিবাসী অধিকার প্রকল্পের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আনন্দ বালাকৃষ্ণন বলেন, এই নীতি এমন একটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে যেখানে ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি রয়েছে এবং অভিবাসীরা ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

তবে আপিল আদালতের বিচারক জাস্টিন আর ওয়াকার রায়ে বলেন, বাদীপক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি যে সম্প্রসারিত দ্রুত বহিষ্কার নীতি সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। তাঁর মতে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং কেন নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের জানানো হয় এবং জবাব দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়।

এর আগে নিম্ন আদালতের বিচারক জিয়া কব যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রশাসন এমন কোনো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি যা নিশ্চিত করবে যে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তিরা ভুলবশত দ্রুত বহিষ্কারের শিকার হবেন না। তিনি এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন, যেখানে দুই বছরের বেশি সময় ধরে দেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরও দ্রুত বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

যদিও আপিল আদালত স্বীকার করেছে যে কিছু ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে, তবে আদালতের মতে এসব ঘটনা পৃথক কর্মকর্তাদের আইন অনুসরণে ব্যর্থতার ফল, নীতিগত বা প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে নয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলায় দ্রুত বহিষ্কার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বিচার বিভাগ আদালতে বলেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিবাসনের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই নীতি প্রশাসনকে আরও কার্যকরভাবে বহিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করবে।

অন্যদিকে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীরা মনে করছেন, এই রায়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে লাখো অভিবাসীর মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়বে এবং বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ায় ভুলবশত বহিষ্কারের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেতে পারে।

# নিউইয়র্কে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির বর্ষবরণ ও ঈদ পুনর্মিলনী

**ডেস্ক রিপোর্ট**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আনন্দঘন ও বর্ণিল পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির বাংলা বর্ষবরণ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। শুক্রবার (১৯ জুন) লং আইল্যান্ডের হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে এ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে চার শতাধিক প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী ও আমন্ত্রিত অতিথি অংশ নেন।

আয়োজনে অংশ নেওয়া নারীদের পরনে ছিল লাল রঙের শাড়ি এবং পুরুষদের গায়ে ছিল অফ হোয়াইট রঙের পাঞ্জাবি। ফলে পুরো অনুষ্ঠানস্থল লাল-সাদা'র এক বর্ণময় আনন্দ সভায় পরিণত হয়। ব্যতিক্রমী সাজসজ্জার অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানের প্রবেশদ্বার সাজানো হয়েছিল সবুজ পাতা ও সাদা গোলাপে। এর পাশেই স্থাপন করা হয় নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী শীতলক্ষ্যা নদীর একটি বিশাল ক্যানভাস। অনুষ্ঠানে আগত প্রবাসীরা সেই ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগতাড়িত ও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন।

সংগঠনের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোহসীন।

এ ছাড়া সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টাদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ মজিবুর, শামসুল আলম লিটন ও মির্জা ফরিদ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আজিমুর রহমান এবং ম্যারিল্যান্ড থেকে আসা রাজনৈতিক নেতা এটিএম কামাল।

বক্তারা প্রবাসের মাটিতে নারায়ণগঞ্জবাসীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ধরে রেখে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তারা নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় উন্নয়নে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের জোরালো ভূমিকা রাখার তাগিদ দেন।

এর আগে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন টিটু এবং সমবেত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ও লেখক দর্পণ কবীর।

দিনব্যাপী এই মিলনমেলা প্রবাসীদের আড্ডা, গান, নৃত্য এবং নারীদের ঐতিহ্যবাহী বালিশ খেলা প্রতিযোগিতায় মুখর ছিল। অনুষ্ঠানটি সফল করতে রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী মোশতাক আহমেদ নিউটন, সাবেক ছাত্রনেতা এস.এম. সায়েম মিঠু, ব্যবসায়ী রাফাত হোসেন, সংগঠক দোলন খন্দকার, রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী আশিক হোসেন কবির এবং ব্যবসায়ী মাহফুজ আহমেদ মনসুর বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তারা আগত অতিথিদের মাঝে দুপুরের খাবার পরিবেশন করেন।

শুক্রবার অনুষ্ঠান হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে আসা মুসলিম নারী ও পুরুষদের সুবিধার্থে আয়োজকেরা পার্কের মাঠেই জুমার নামাজের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

জামায়াত আমির বলেছেন

# সরকার একদলীয় শাসনের দিকে ধাবিত হচ্ছে

**ঢাকা অফিস**

শফিকুর রহমান

সরকার রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে দলীয়করণ করছে বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বিরোধীদলীয় নেতা বলেছেন, সংসদেও চরম বৈষম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিরোধীদলের এমপিদের অবমূল্যায়ন। এভাবে সরকার ক্রমান্বয়ে একদলীয় শাসনের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা জাতির জন্য চরম হতাশাজনক।

বুধবার রাজধানীর মগবাজারে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সভায় কথা বলছিলেন জামায়াতের আমির। বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সরকারের কিছু ভুল ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পরার উপক্রম হয়েছে। ফ্যাসিস্ট আমলে ধ্বংসপ্রায় ইসলামী ব্যাংক যখন মাত্র ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার ব্যাংকটিকে পুনরায় ফ্যাসিবাদের দোসরদের হাতে তুলে দেওয়ার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা মনে করি, সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনীতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেবে।

শফিকুর রহমান বলেন, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ জাতির সামনে দৃশ্যমান। পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি ও তাদের দোসররা দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে আমাদের উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত ধৈর্য ও সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হবে এবং কারও পাতা ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

# নাগরিকত্ব ফি ৫৭০ ডলার পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব

যুক্তরাষ্ট্র

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও ব্যয়বহুল করার একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির প্রশাসন। প্রস্তাবটি কার্যকর হলে নাগরিকত্ব আবেদনকারীদের ফি কয়েকশ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, যা অভিবাসন নীতিকে ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী, নাগরিকত্ব আবেদন ফরম (এন-৪০০) কাগজে জমা দিলে ফি ৭৬০ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ৩৩০ ডলার করা হবে। অনলাইনে আবেদন করলে ফি ৭১০ ডলার থেকে বেড়ে ১ হাজার ২৮০ ডলার নির্ধারণ করা হবে।

ফলে মোটামুটি নাগরিকত্ব আবেদন ব্যয় গড়ে ৫৭০ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

নতুন প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, নিম্ন আয়ের আবেদনকারীদের জন্য থাকা ফি ছাড় এবং ফি কমানোর সুবিধা বাতিল করা হবে। তবে সামরিক বাহিনীর বর্তমান ও সাবেক সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ছাড় বহাল থাকবে। তবে এই পরিবর্তন এখনই কার্যকর হচ্ছে না। এটি একটি প্রস্তাবিত বিধিমালা, যা কার্যকর করার আগে জনমত গ্রহণসহ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

# বাইটপোর উদ্যোগে ফাদার্স ডে উদযাপন

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার উডব্রিজে বাংলাদেশি-আমেরিকান আইটি পিপলস অর্গানাইজেশন (বাইটপো)-এর উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে ফাদার্স ডে ২০২৬। গত ২১ জুন (রবিবার) অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

বাইটপোর সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ এবং কার্যকরী সদস্য স্যাম রিয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেক কাটার মাধ্যমে ফাদার্স ডে উদযাপনের উদ্বোধন করেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ওয়াস্ট)-এর চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বখ্যাত ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. বদরুল হুদা খান, ন্যানো প্রযুক্তিবিদ প্রফেসর ড. জামাল উদ্দিন, ডেমোক্র্যাট নেতা আনিস আহমেদ, ড. সীমা খান, ওয়াস্ট-এর সিএফও ফারহানা হানিফ, ইউএস-বাংলাদেশ অ্যাডভোকেসি কাউন্সিলের কো-অর্ডিনেটর মেজর (অব.) মনজুরুল হক, ড. প্রিয়লাল কর্মকার, ব্যবসায়ী এ.জে.এম. হোসেন, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির কর্ণধার আবু রুমি, ডিসি একুশে অ্যালায়েন্সের কো-অর্ডিনেটর শরাফত হোসেন বাবু, দ্রুপদের সভাপতি হিরুন চৌধুরী, ব্যবসায়ী শরীফ আহমেদ, বাকোডিসির সভাপতি হারুন ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস ভূঁইয়া লিটন, বর্ণমালা স্কুলের কর্ণধার নাজনীন আক্তার, ইঞ্জিনিয়ার জাহানারা ভূঁইয়া, কবি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, শিক্ষাবিদ শামীম সেলিমুদ্দিন, ফটোগ্রাফার ইঞ্জিনিয়ার কচি খান, বৈশাখী ডালাস, এনায়েত খান, আইয়ান রশীদ, মো. সেলিম, শিল্পী বিপ্লব, মঈন কাজী, সারোয়ার মিয়া, মামুন মোতালেব, অভি ও বাধনসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাবিবউল্লাহ ভূঁইয়া কচি, সহ-সভাপতি সাইফুল্লাহ খালেদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রশীদ এবং সহকারী কোষাধ্যক্ষ মিজানুর রহমান।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই বাইটপো তাদের বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসি মেট্রো এলাকা এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একটি জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য সংগঠন হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ জন্য তারা সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্ব, বিশেষ করে সভাপতি ও বিশিষ্ট কবি-লেখক সামছুদ্দীন মাহমুদের গতিশীল নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এ সময় আগামী ২৩ আগস্ট ২০২৬, রবিবার, আলেকজান্দ্রিয়ার ফোর্ট হান্ট পার্কে অনুষ্ঠিতব্য বাইটপোর "ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের মেজবান" অনুষ্ঠানে সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বাইটপোর সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ উপস্থিত অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বিশেষভাবে ড. বদরুল হুদা খান ও ইঞ্জিনিয়ার জাহানারা ভূঁইয়ার সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর প্রথমবারের মতো বাইটপোর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

ফাদার্স ডে উপলক্ষে ফুল ও কেক নিয়ে আসেন হিরুন চৌধুরী, কবি মিজানুর রহমান, প্রফেসর জামাল উদ্দিন, হারুন ভূঁইয়া, মোহাম্মদ রহমান এবং ফারুক হোসেন।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা স্যাম রিয়ার প্রস্তুতকৃত সুস্বাদু খাবারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সফল আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন।

# নিউইয়র্কের সেতু ও টানেলের নির্মাণকাজ এলাকায় ৩০ জুন থেকে স্পিড ক্যামেরা চালু

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

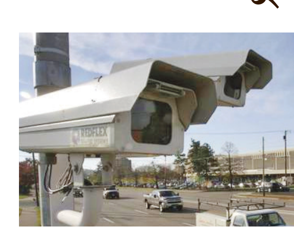

নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সেতু ও টানেলের নির্মাণকাজ চলমান এলাকায় আগামী ৩০ জুন থেকে স্পিড ক্যামেরা চালু করা হবে। নির্মাণশ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানো কমানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নিয়েছে নিউইয়র্কের গণপরিবহন কর্তৃপক্ষ এমটিএ (মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি)।

কর্তৃপক্ষের মতে, নির্মাণকাজ চলমান এলাকাগুলোতে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর ঘটনা নিয়মিত দেখা যায়, যা শ্রমিকদের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করে। এ কারণে এসব এলাকায় স্বয়ংক্রিয় গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচির আওতায় ব্রঙ্কস-হোয়াইটস্টোন সেতু, ক্রস বে ভেটেরান্স মেমোরিয়াল সেতু, হেনরি হাডসন সেতু, হিউ এল. কেরি টানেল, মেরিন পার্কওয়ে-গিল হজেস মেমোরিয়াল সেতু, কুইন্স মিডটাউন টানেল, রবার্ট এফ. কেনেডি সেতু, থ্রগস নেক সেতু এবং ভেরাজ্জানো-ন্যারোজ সেতুর নির্মাণকাজ এলাকায় স্পিড ক্যামেরা বসানো হবে।

নির্ধারিত গতিসীমার চেয়ে ঘণ্টায় ১০ মাইলের বেশি গতিতে গাড়ি চালালে প্রথমবার চালককে সতর্কবার্তা দেওয়া হবে। এরপর ১৮ মাসের মধ্যে প্রথমবার ধরা পড়লে ৫০ ডলার, দ্বিতীয়বার ৭৫ ডলার এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য ১০০ ডলার জরিমানা দিতে হবে।

এমটিএ জানিয়েছে, প্রতিটি সক্রিয় নির্মাণকাজ এলাকায় রাডার ও ক্যামেরাসংবলিত একটি চিহ্নবিহীন যানবাহন মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি চালকদের আগাম সতর্ক করতে সাইনবোর্ডও স্থাপন করা হবে।

তবে এই জরিমানাগুলোকে চলমান ট্রাফিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। ফলে এগুলো চালকের ড্রাইভিং রেকর্ডে যুক্ত হবে না এবং বীমা কোম্পানির কাছেও পাঠানো হবে না।

এমটিএর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সড়ক নির্মাণ ও মেরামতকাজের এলাকায় দুর্ঘটনায় প্রায় ৯০০ জন নিহত এবং ৪০ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষের আশা, নতুন এই স্পিড ক্যামেরা ব্যবস্থা চালুর ফলে নির্মাণকাজ চলমান এলাকায় দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমবে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।

## এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

## MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

**Appointment:**

**718-526-0700, 718-383-4500**
**Cell- 718-864-8882**

| ASTORIA OFFICE: | JAMAICA OFFICE: |
|---|---|
| 30-04, 36th Avenue | 170-12 Highland Avenue |
| LIC, NY 11106 | Jamaica Estates, NY- 11432 |
| Tel: 718-383-4500 | www.drmrahman.com |

## Wasi Choudhury & Associates LLC

### আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Tax Preparation**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority**
- **Accounting**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Immigration**
  (No Legal Advice)
- **New Business Setup & more...**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

**Wasi Choudhury, EA**
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

**Tel: 718-440-6712**
**718-205-3460**
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

**37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377**

# দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

### আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

**আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

## PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

# Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

**INCOME TAX**
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

**IMMIGRATION SERVICES**
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

**REAL ESTATE**
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

## PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com



# জবহেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস
## JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

**স্টেশন এজেন্ট (MTA)**
আবেদনের শেষ তারিখঃ ০৪/৩০/২০২৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা বা সমমান
বেতনঃ $২৩-$২৮/ঘন্টা

**কোর্ট অফিসার (পুলিশ)**
আবেদনের শেষ তারিখঃ ০৫/১৪/২০২৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা বা সমমান
বেতনঃ $৫৮,০০০/বার্ষিক ও $৪,৯২০ (বোনাস)

**স্টেট কারেকশন অফিসার**
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা বা সমমান
বেতনঃ $৬৬,৩৬৫/বার্ষিক
(পরীক্ষার প্রয়োজন নেই)

**স্টেট পুলিশ**
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ HS ডিপ্লোমা + ৩০ ক্রেডিট
বেতনঃ $৭০,০০০/বার্ষিক
(ট্রেনিং শেষে $১০৯,০০০/বার্ষিক)

| সরকারি জব | বেসরকারি জব | এপ্লিকেশন প্রসেসিং |
|---|---|---|
| ১. পোস্টাল জব | ১. কাস্টমার সার্ভিস | ১. নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন |
| ২. সিটি জব | ২. অফিস অ্যাডমিন | ২. ডুয়েল সিটিজেনশীপ |
| ৩. সিভিল সার্ভিস জব | ৩. ম্যানুফ্যাকচারিং জব | ৩. পাসপোর্ট কারেকশন |
| ৪. ইউ.এস.এ জব | ৪. ডেলিভারি জব | ৪. ফুড স্ট্যাম্প |
| ৫. এম.টি.এ জব | ৫. রেস্টুরেন্ট জব | ৫. NYC হাউজিং/এফোর্ডেবল |
| ৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার | ৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব | ৬. রেজুমি/কভার লেটার |

**MD. ALI** B.Sc., LL.B.
Rtd. Govt. Officer Bangladesh
Cell: 917-500-3937, Email: jobhelpbd786@gmail.com
148-45 Hillside Ave, Suite # 204, Jamaica, NY 11435
'F' Train or Bus: Q20A, Q20B, Q40, Q43, Q44 to Sutphin Blvd



# জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

## GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
**Bismillah Pharmacy**
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

## জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

## আস্-সালাম ফামের্সি

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭



# Akash Medical Care
## আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

**Akash Ferdaus MD**
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
**718-431-0009**
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

# নিউইয়র্কে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক ও পুনর্মিলনী

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। গত ১৮ জুন উডসাইডের গুলশান টেরেসে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে সংগঠনটির নতুন কমিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শারমিন সিরাজ সোনিয়া এবং এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এম আজিজ। অনুষ্ঠানে ২০২৬ থেকে ২০২৯ মেয়াদের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটির শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মির্জা মনিরুজ্জামান শামীম। পরে নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজী এম আর খান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মাসুদ রানা তপন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে মুন্সিগঞ্জ ও বিক্রমপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রবাসীরা দীর্ঘদিন পর একত্রিত হয়ে প্রবাস জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও নিজ এলাকার স্মৃতি ও আবেগকে নতুন করে অনুভব করেন। এতে বক্তারা বলেন, এটি শুধু একটি সাংগঠনিক অভিষেক নয়, বরং প্রবাসে মাতৃভূমির সঙ্গে আবেগের এক গভীর বন্ধন।

অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, মুন্সিগঞ্জ জেলার ৬টি থানার কোনো প্রবাসী সদস্য মারা গেলে কাফনসহ দাফনের সম্পূর্ণ ব্যয় বহনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি নিউইয়র্কে নিজস্ব অর্থায়নে 'বিক্রমপুর ভবন' নির্মাণের পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান এবং প্রবাসীদের ঐক্য ও সামাজিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সবশেষে সাংস্কৃতিক ও সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

এতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, অটর্নি মঈন চৌধুরী, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাইনুদ্দিন পিন্টু প্রমুখ।

# নিউইয়র্কে গাড়ি চালানোর সময় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু

**রহমান মাহবুব**

**রাহুল রব**

গাড়ি চালানোর সময় হঠাৎ তীব্র বুকে ব্যথা অনুভব করেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ রাহুল রব। ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে, শরীর ঘামে ভিজে যায়। পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলেও তিনি তখনও গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বড় ভাইকে ফোন করে নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানান। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর সেই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত আর ফিরে আসতে পারেননি তিনি।

সোমবার (২২ জুন) বাদ জোহর জ্যাকসন হাইটসে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশ নেন।রাহুল রবের অকাল প্রয়াণে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূরণীয় শূন্যতা।

# নিউইয়র্কে সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক'র অভিষেক

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

নিউইয়র্কে প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসীদের সংগঠন সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক-এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ জুন রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হলে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসে বসবাসরত সুনামগঞ্জবাসীদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করতে নবনির্বাচিত কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একই সঙ্গে সুনামগঞ্জের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু ও সাধারণ সম্পাদক মুন্না মুনতাসির সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য দেন। তারা প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসীদের কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি বৃহত্তর বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নয়নেও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি মানিক আহমেদ, মোহাম্মদ আলী রাজা, মোতাহার রুবেল, শফিকুর রহমান ও আব্দুল বারী চপল, সহ-সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির সুহেল, কোষাধ্যক্ষ কাজিরুল ইসলাম শিপন, সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইমরুল হাসান সজল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সোহান আহমেদ রনি, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ এবং মহিলা সম্পাদক আসমা বেগমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সুনামগঞ্জবাসী অংশ নেন। অভিষেক পর্ব শেষে অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। পরে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও পরিবেশনার মাধ্যমে উপস্থিত অতিথিরা আনন্দঘন সময় উপভোগ করেন।

# সাংবাদিকের ওপর হামলা, জামায়াতের ৪ কর্মী বহিষ্কার

**ঢাকা ডেস্ক**

রাজধানীর ধানমন্ডিতে ফ্যাসিবাদবিরোধী মিছিল শেষে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় চার কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ বুধবার দলের গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেয় জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ।

বহিষ্কৃত কর্মীরা হলেন শফিকুল ইসলাম, খাইরুল আলম রাসেল, আবুল কালাম ও মামুন হোসেন। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী প্রচার সম্পাদক আবদুস সাত্তার সুমনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ধানমন্ডি জোনের উদ্যোগে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় একটি ফ্যাসিবাদবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাংবাদিকদের বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কয়েকজন নেতা-কর্মী সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালান বলে অভিযোগ ওঠে। এ সময় দৈনিক সকালের মাল্টিমিডিয়া প্রতিবেদক মাহফুজুর রহমান শিশির আহত হন।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

**এম এ জামান** (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

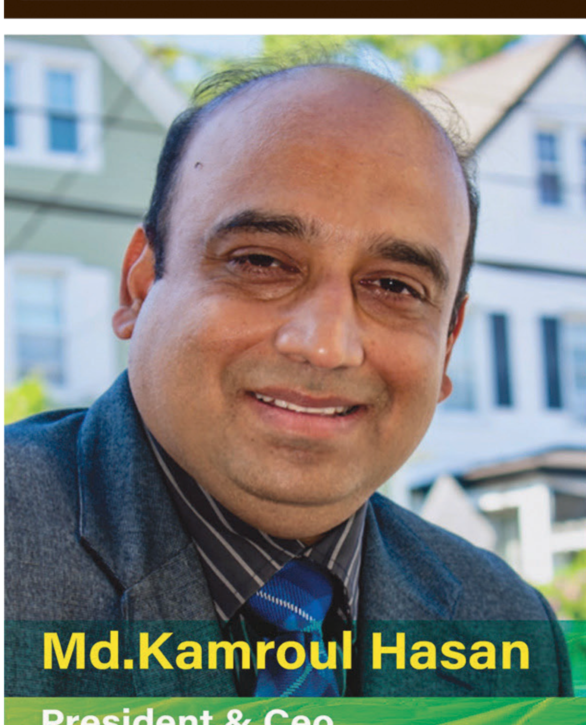


YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

## WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

## Our Services in New York Counties

**We Provide The Following Home Care Services**

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

### Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

**Main Office**
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

**Jamaica Office**
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দূর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerue Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

পার্কচেস্টার
ফ্যামিলী শিপস
আপনার প্রতিবেশীর
শিপিং ও সার্ভিস সেন্টার

# USPS শিপিং নিষেধাজ্ঞা

আমাদের কমিউনিটি নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!

আমাদের কর্মী ও গ্রাহকদের নিরাপত্তার জন্য, ডাকের মাধ্যমে নিচের জিনিসগুলো পাঠানো **নিষিদ্ধ**।

## যা ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যায় না

## নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে রয়েছে:

### বিস্ফোরক ও আতশবাজি
এমন জিনিস যা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, যেমন অ্যামুনিশন, আতশবাজি এবং আগুন লাগানোর সরঞ্জাম।

### দাহ্য ও জ্বলনশীল পদার্থ
যেমন পেট্রোল, লাইটার ফুইড, ম্যাচ, এবং এরোসলজাত স্প্রে বা ক্যান।

### বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ
যেমন বিষাক্ত রাসায়নিক, ক্ষয়কারী পদার্থ, এবং বিপজ্জনক উপাদান।

### চাপযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার
যেমন প্রাপেন, বিউটেন, এবং অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার।

### মাদক বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়
যেকোনো ধরনের অ্যালকোহলিক পানীয় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ।

### অবৈধ মাদক ও নিয়ন্ত্রিত পদার্থ
যেমন মারিজুয়ানা (গাঁজা) ও অন্যান্য বেআইনি মাদকদ্রব্য।

### অস্ত্র ও গোলাবারুদ
যেমন বন্দুক, এর যন্ত্রাংশ, এবং গোলাবারুদ (আসল বা নকল)।

### বিপজ্জনক অস্ত্র
যেমন সুইচব্লেড, ছুরি, এবং ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র (স্টান গান)।

### সংক্রামক পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, অথবা ভাইরাস ধারণ করে।

### তেজস্ক্রিয় পদার্থ
যেমন এমন পদার্থ যা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত করে।

### লিথিয়াম ব্যাটারি (ঘোষণা ছাড়া)
লিথিয়াম ব্যাটারি ঘোষণা করা অবশ্যক এবং USPS-এর নিয়ম মেনে চলতে হবে।

### জীবন্ত প্রাণী
জীবন্ত প্রাণী এবং কিছু পোকামাকড় ডাকের মাধ্যমে পাঠানো নিষিদ্ধ (কিছু ব্যতিক্রম প্রযোজ্য)।

**গুরুত্বপূর্ণ** এটি নিষিদ্ধ জিনিসের সম্পূর্ণ তালিকা নয়।
নিষিদ্ধ জিনিস পাঠালে দেওয়ানি বা ফৌজদারি জরিমানা, জরিমানা এবং ডাক সেবা বন্ধ হতে পারে।

**সন্দহ হলে, ডাক দেবেন না।**
কোনো জিনিস ডাকের মাধ্যমে পাঠানো যাবে কি না নিশ্চিত না হলে, আমাদের দলের একজন সদসসের সাথে যোগায়েণা করুন।
*আমরা সাহায্য করতে খুশি!*

**সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে স্ক্যান করুন**
USPS-এর নিষিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ জিনিসের তালিকা দেখুন।
USPS.COM/RESTRICTEDITEMS

**নিরাপদ কমিউনিটি**
সবাইকে নিরাপদ রাখতে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ!

**বিশেষজ্ঞ সেবা**
শিপিং সহজ করার জন্য আমরা আছি আপনার পাশে।

**আপনার প্রতিবেশীর শিপিং পার্টনার**
বিশ্বস্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ। সবসময় আপনার জন্য।

**পার্কচেস্টার ফ্যামিলী শিপস**
মাত্র একটি প্যাকেজের চেয়েও বেশি—একটি সম্পর্ক, একটি বিশ্বাস।

# NY HOME CARE

*Get paid to take care of your loved ones*

## আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

**718-874-0047**

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

**M AZIZ**
**CEO & President**
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

**We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES**

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jamaica Office:** 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054 | **Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047 | **Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047 | **Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115 |
| **Ozone Park Office** 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047 | 1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432 | **Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657 | **Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069 |
| Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699 | **Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047 | 1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446 | **Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061 |

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

**সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়**

## KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

**KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.**
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
**(718) 775-8509 - (212) 464-8620**

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
**Jackson Heights,** NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
**Washington,** D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

## রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

**Nurul Azim**

Your Any Question Contact Here
**+1 516 451 3748**

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

**Eastern Investment**
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

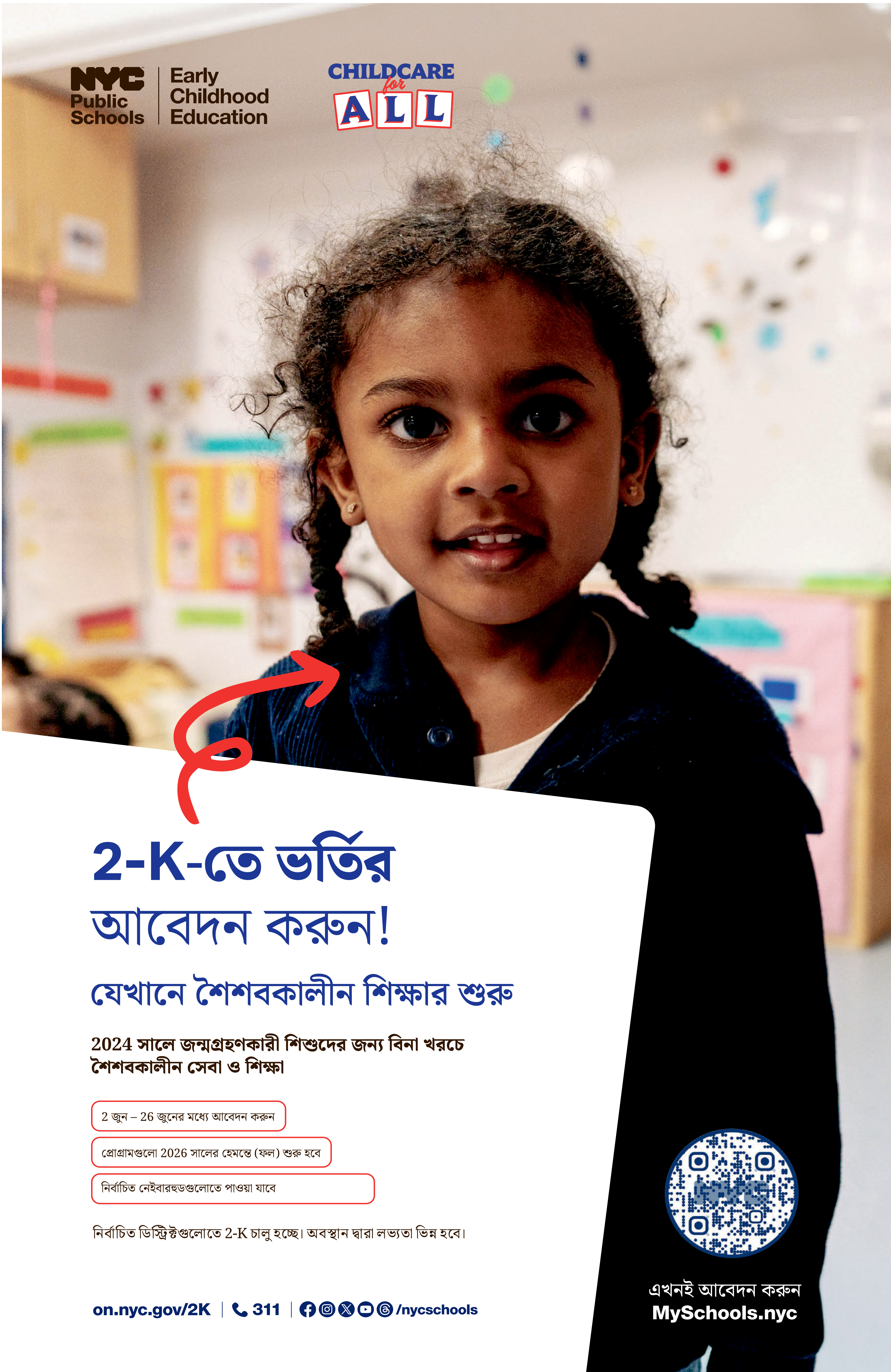
NYC Public Schools
Early Childhood Education
CHILDCARE for ALL
2-K-তে ভর্তির আবেদন করুন!
যেখানে শৈশবকালীন শিক্ষার শুরু
2024 সালে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের জন্য বিনা খরচে শৈশবকালীন সেবা ও শিক্ষা
2 জুন – 26 জুনের মধ্যে আবেদন করুন
প্রোগ্রামগুলো 2026 সালের হেমন্তে (ফল) শুরু হবে
নির্বাচিত নেইবারহুডগুলোতে পাওয়া যাবে
নির্বাচিত ডিস্ট্রিক্টগুলোতে 2-K চালু হচ্ছে। অবস্থান দ্বারা লভ্যতা ভিন্ন হবে।
on.nyc.gov/2K | 311 | /nycschools
এখনই আবেদন করুন
MySchools.nyc

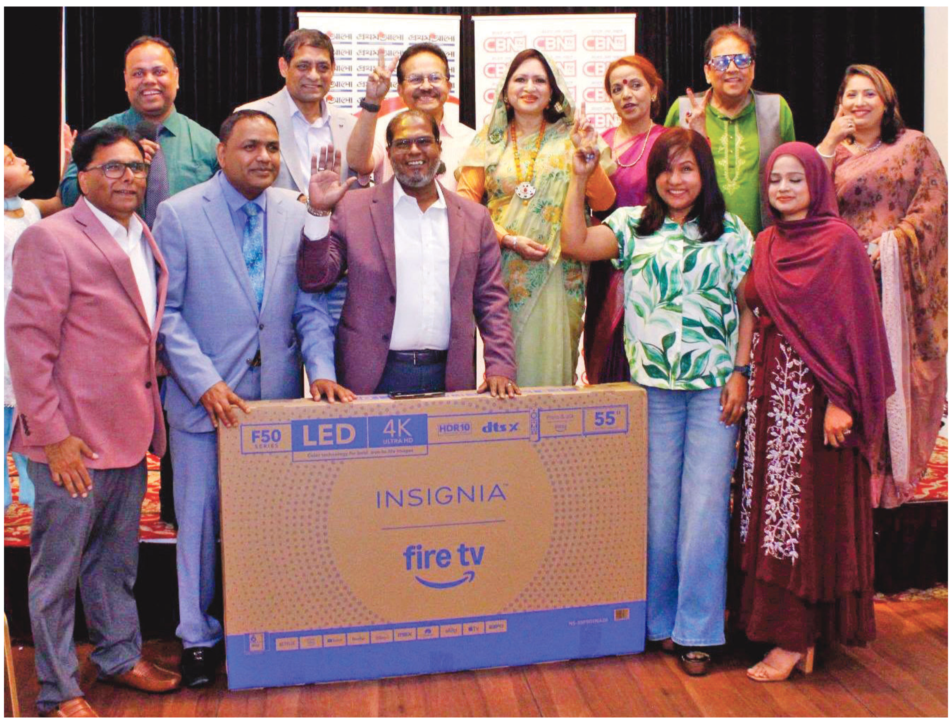
F50
LED
4K
55"
INSIGNIA
fire tv

প্রথম আলো

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
গ্র্যান্ড ওপেনিং
২৬ জুন ২০২৬, শুক্রবার
বিকেল ৩ টায়
আশা রেস্টুরেন্ট
ও পার্টি হল
176-20 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Engr. Aakash Rahman
President & CEO
Eshaa Rahman
Chairman

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

# নিউইয়র্কে 'রইদ' চলচ্চিত্রের আমেরিকা মুক্তি উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

নিউইয়র্কে মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত চলচ্চিত্র 'রইদ'–এর মুক্তি উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ জুন) রাতে জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বায়োস্কোপ ফিল্মস আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চলচ্চিত্রটির উত্তর আমেরিকায় মুক্তির প্রস্তুতি, প্রদর্শনী পরিকল্পনা এবং দর্শকদের প্রত্যাশা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন বায়োস্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ। এসময় তার সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিনোদন সাংবাদিক তানভীর তারেক।

রাজ হামিদ জানান, বায়োস্কোপ ফিল্মসের ৫৫তম পরিবেশনা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্তি পাচ্ছে 'রইদ'। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেছেন 'হাওয়া' খ্যাত নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন।

তিনি বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও বিস্তৃত দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে প্রবাসে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'রইদ' উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

# সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে দর্শকপ্রশংসিত সূচনা থিয়েটারের 'অমানুষ'

**নিউজার্সি প্রতিনিধি**

নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত ২১তম সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ রচিত নাটক 'অমানুষ'। সূচনা থিয়েটার নিউজার্সির প্রযোজনায় এবং জান্নাতুল টুম্পার নির্দেশনায় নাটকটি উৎসবের অন্যতম আলোচিত পরিবেশনায় পরিণত হয়।

দুই সপ্তাহান্তব্যাপী অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন নাট্যদল অংশ নেয়। সেই আয়োজনে সূচনা থিয়েটারের 'অমানুষ' পরপর দুটি প্রদর্শনীতে মঞ্চস্থ হয়। উভয় প্রদর্শনীতেই দর্শকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। নাটক শুরুর আগে থেকেই দর্শকদের দীর্ঘ সারি এবং প্রদর্শনী শেষে দীর্ঘ করতালি প্রযোজনাটির প্রতি দর্শকদের আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতারই প্রমাণ বহন করে।

মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বাস্তবতাভিত্তিক নাটক 'অমানুষ'-এ যুদ্ধের স্মৃতি, মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, হতাশা, সামাজিক অবক্ষয় এবং মানবিক মূল্যবোধের সংকটকে শক্তিশালী নাট্যভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। সমসাময়িক বাস্তবতার সঙ্গে নাটকের বিষয়বস্তুর সংযোগ দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। প্রদর্শনী শেষে অনেক দর্শক নাটকের নির্মাণশৈলী, সংলাপ, অভিনয় এবং নির্দেশনার প্রশংসা করেন।

বিশেষ করে নাটকের অভিনয়শিল্পীদের সংযত ও শক্তিশালী অভিনয় এবং নির্দেশক জান্নাতুল টুম্পার মঞ্চ-পরিকল্পনা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক নাটককে সহজ অথচ শিল্পসম্মত উপস্থাপনায় রূপ দেওয়ার জন্য নাট্যবোদ্ধারাও প্রযোজনাটির প্রশংসা করেন।

উৎসবের আয়োজক সাউথ এশিয়ান থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের কর্তৃপক্ষ সূচনা থিয়েটারের প্রযোজনাকে উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত করেন।

# তিন নারীর সঙ্গে গোপন সম্পর্কের কথা স্বীকার বিল গেটসের

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের হাউস ওভারসাইট কমিটিতে দেওয়া এক সাক্ষ্যে তিন নারীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, কুখ্যাত অর্থলগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইন এসব সম্পর্কের তথ্য ব্যবহার করে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করতে পারেন বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত সাক্ষ্যলিপি অনুযায়ী, গেটস জানান যে, রাশিয়ার ব্রিজ খেলোয়াড় মিলা আন্তোনোভা, পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানী কারিমা নিগমাতুলিনা ও চিকিৎসা উদ্যোক্তা অ্যালিস জ্যাকবস নেসেলরড্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এপস্টেইনের সঙ্গে কোনো ধরনের যৌন অসদাচরণে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং এমন কোনো কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষও করেননি।

গেটস জানান, ২০১১ সালে তাঁর সাবেক কর্মী ও পারস্পরিক পরিচিত চিকিৎসক বরিস নিকোলিচের মাধ্যমে এপস্টেইনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি মনে করেন, নিকোলিচ হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোর বিষয়ে এপস্টেইনকে জানিয়েছিলেন, যা পরে ব্ল্যাকমেলের সম্ভাব্য উপাদান হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা করা হয়েছিল।

সাক্ষ্যে গেটস ২০১৩ সালে এপস্টেইনের লেখা কিছু খসড়া ই-মেইলের প্রসঙ্গও তোলেন। ওই ই-মেইলগুলোতে গেটসকে ঘিরে নানা অভিযোগ ও ইঙ্গিত ছিল। তবে গেটস দাবি করেন, সেগুলোর বিষয়বস্তু মিথ্যা এবং এপস্টেইন নিজের কাছে সংরক্ষিত খসড়া বার্তাগুলোতে তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন।

এপস্টেইনের খসড়া ই-মেইলে আরও দাবি করা হয়েছিল, তিনি গেটসের জন্য যৌন সম্পর্কের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং গেটসকে এমন ওষুধ দিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর তৎকালীন স্ত্রী মেলিন্ডা গেটসকে গোপনে খাওয়াতেন। এই অভিযোগও সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন গেটস। তিনি জানান, তাঁর কখনো যৌনবাহিত রোগ (এসটিডি) ছিল না এবং কাউকে গোপনে কোনো ওষুধও দেননি।

গেটস জানান, প্রায় চার বছরে তিনি এপস্টেইনের সঙ্গে ১২ থেকে ১৪ বার সাক্ষাৎ করেছেন এবং দুবার স্কাইপে কথা বলেছেন। এপস্টেইনের অতীত অপরাধের বিষয়ে জানার পরও কেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন— এমন প্রশ্নের জবাবে গেটস বলেন, বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়াটা তাঁর ভুল ছিল এবং এ জন্য তিনি অনুতপ্ত।

উল্লেখ্য, অপ্রাপ্তবয়স্কদের যৌন শোষণসংক্রান্ত মামলায় দণ্ডিত এপস্টেইন ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের একটি কারাগারে আত্মহত্যা করেন।

# নিউইয়র্কে জামালপুর জেলা সোসাইটির অভিষেকে সম্প্রীতির জয়গান

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

নিউইয়র্কে প্রবাসী জামালপুরবাসীর মিলনমেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে জামালপুর জেলা সোসাইটির নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। গত ২১ জুন জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর আল আকসা পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটির কল্যাণ ও জামালপুরের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন নেতৃবৃন্দ।

জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও এ এস এম আশাফুদৌলাহ লিটনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামালপুরের কৃতি সন্তান ডা. গোলাম মোক্তাদির এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন। তারা প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের পর প্রয়াত সকল জামালপুরবাসীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মঈনউদ্দিন। এর আগে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন শিশু আয়ানউল্লাহ তালুকদার।

অনুষ্ঠানে জামালপুর সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসারের সঞ্চালনায় ১৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা জানানো হয়। তারা হলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলজার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাশার চুন্নু, বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর , বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌস আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দিন মাহমুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. ইউসুফ আলী।

পরে ২০২৬ থেকে ২০২৮ মেয়াদের জন্যে গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে শপথ পাঠ করান সাবেক সভাপতি সাঈদুর রহমান শেলী। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ হলেন, সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বাবু, সহ-সভাপতি মো. দুলাল হোসেন, মিজানুর রহমান, মো, শামীম চৌধুরী, হুমায়ূন কবীর, সুলতান মাহমুদ, শরিফুল ইসলাম মিন্টু এবং শামসুল ইসলাম রাজা, সহ-সাধারণ সম্পাদক নূরউন্নবী নবীন, খোরশেদ আলম , শহিদুল ইসলাম মিন্টু, এবং মো. সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক-আহসান তানিন, কোষাধ্যক্ষ মো. আব্দুল লতিফ, আপ্যায়ন সম্পাদক শাকিল আহমেদ, প্রচার সম্পাদক এস এম হাসান আরিফ, দপ্তর সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক সামিউল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বাবু, সাহিত্য সম্পাদক আমজাদ হোসেন, মহিলা সম্পাদক জান্নাতুল অন্তরা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ, গণসংযোগ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন। কার্যকরী সদস্যরা হলেন : ইঞ্জিনিয়ার শফিউল বাদল, মো. খলিলুল্লাহ, জহুরুল ইসলাম, এ এস এম আশাফুদৌলাহ, মো. রফিকুল হাসান শাফি, সামসামুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম বাবলু, মো. নূরল ইসলাম এবং ফয়সাল হক জন তালুকদার।

সংগঠনটির নতুন কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বাবুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নবনির্বাচিত নেতারা প্রবাসী জামালপুরবাসীর কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন অতিথিরা। এতে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শশী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনটির উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম শফিকুল ইসলাম আকন্দ, সহ-সভাপতি সুলতান মাহমুদ, শফিকুল ইসলামসহ প্রমুখ। এ সময় মঞ্চে আরও ছিলেন উপদেষ্টা অজিৎ ভৌমিক, মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার খোকন এবং সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের আহ্বায়ক সিরাজুল মাওলাসহ অন্যান্যরো। উপদেষ্টামন্ডলীতে আরও রয়েছেন অ্যাডভোকেট মোর্শেদা জামান, ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম, সৈয়দ হাসিবুল গণি গালিব, সালাহউদ্দিন কাব্য, ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল হাসান এবং মো. লিয়াকত হোসাইন।

# যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আবার ইসরায়েল-লেবানন বৈঠক

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

ওয়াশিংটনে মঙ্গলবার পঞ্চমবারের মতো আলোচনা শুরু করছে ইসরায়েল ও লেবানন। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় এ আলোচনা হয়। এতে ইসরায়েল ও লেবাননের রাষ্ট্রদূতের পাশাপাশি ইসরায়েলের তিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অংশ নেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে তাদের সেনা মোতায়েনের অবস্থান ও কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন এনেছে।

মার্চ মাসের শুরুর দিকে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে হামলা শুরু করে। জবাবে লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে 'কার্যক্রম চালানোর স্বাধীনতা' তাঁর দেশের সেনাবাহিনীর থাকবে। তবে লেবানন বরাবরই বলে এসেছে, তাদের ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলের সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে।

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি সেনা উপস্থিতি নিয়ে নতুন কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তুতির মধ্যেই খবর এসেছে, দক্ষিণ লেবাননের কিছু এলাকা থেকে ইসরায়েলকে সেনা সরিয়ে নিতে ওয়াশিংটন চাপ দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছে তেল আবিব। এ নিয়ে দুই মিত্র দেশের মধ্যে মতপার্থক্যের ইঙ্গিতও মিলছে।

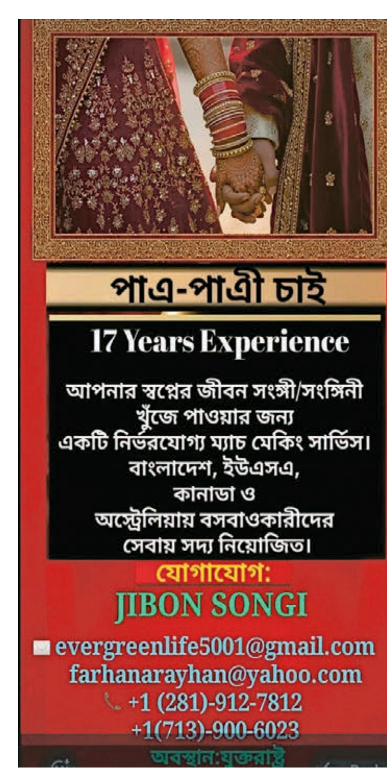

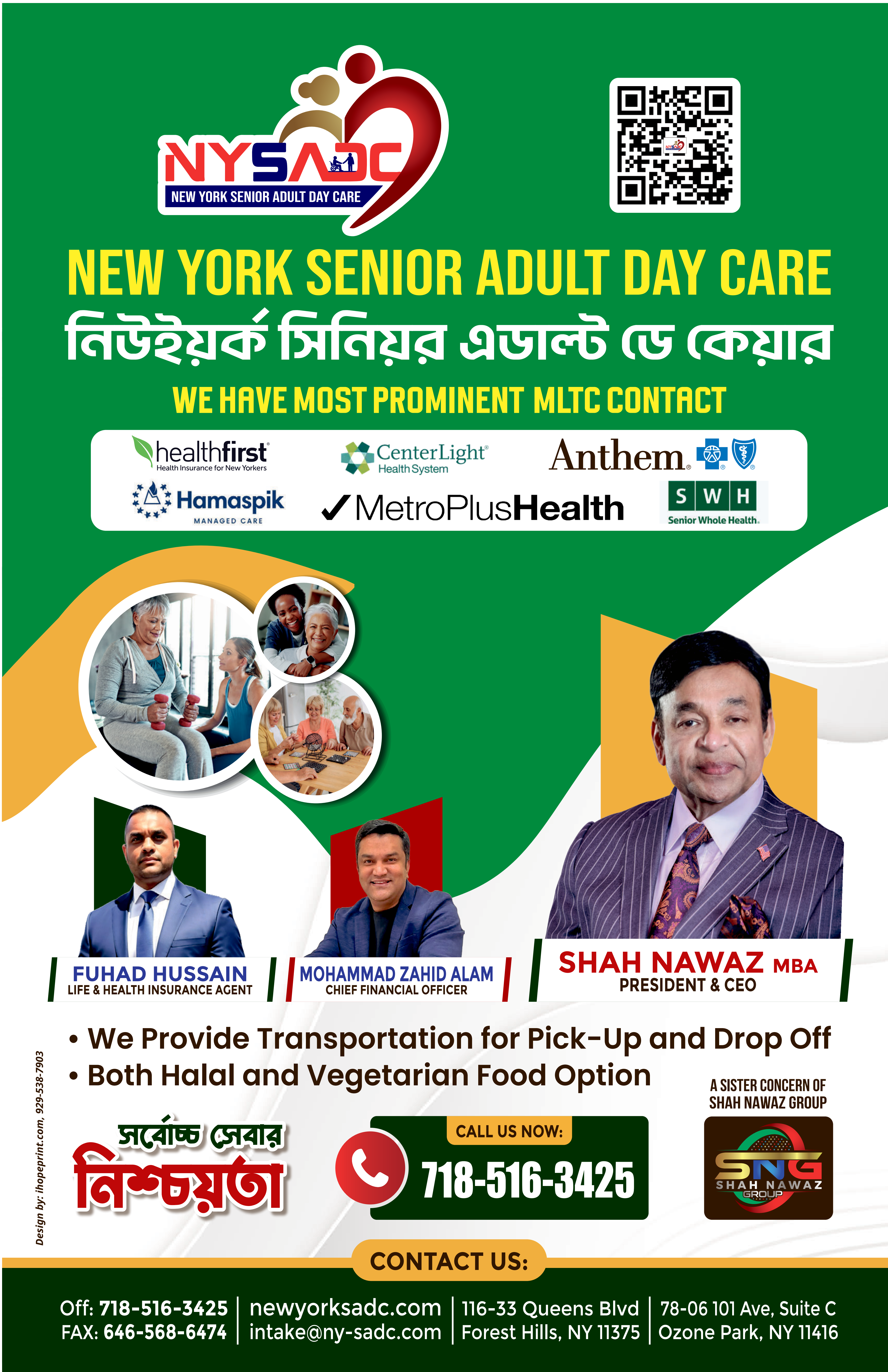
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

# প্রজন্মের মিলনোৎসবে মুখর বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক

**ওলসার বনভোজন**

ঢাকা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন ওল্ড ল্যাবরেটরিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন (ওলসা) নর্থ আমেরিকা-এর উদ্যোগে শনিবার (২০ জুন) নিউইয়র্কের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী পারিবারিক বনভোজন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা ল্যাবরেটরিয়ান এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে পুরো পার্কজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

সকাল থেকেই নিবন্ধন, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং দীর্ঘদিন পর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলনের আবেগঘন মুহূর্তে মুখর হয়ে ওঠে বনভোজনস্থল। অনেকেই পরিবার-পরিজন ও নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নেন এই আয়োজনে। ফলে এটি শুধু প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলাই নয়, বরং এক আন্তঃপ্রজন্মের পারিবারিক উৎসবে পরিণত হয়।

দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল খেলাধুলা, শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, র‌্যাফেল ড্র, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আড্ডা এবং বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবারের সমাহার। দূর দেশে বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলের এসব প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণকারীরা স্মৃতিচারণের পাশাপাশি একে অপরের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।

পার্কের খোলা আকাশের নিচেই চলছিল দেশীয় খাবার রান্নার আয়োজন। বিরিয়ানি, ভুনা, কাবাবসহ নানা পদের খাবারের মৌ-মৌ গন্ধে যেন পুরো পার্কজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের আবহ। খাবারের অপেক্ষার ফাঁকে নারীরা মেতে ওঠেন তাঁদের প্রিয় বালিশ খেলায়, আর পুরুষ ও তরুণরা অংশ নেন ফিফা বিশ্বকাপের আবহে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতায়। শিশুদের হাসি, বড়দের আড্ডা আর মাঠের খেলায় বনভোজনটি হয়ে ওঠে এক প্রাণবন্ত মিলনোৎসব।

এদিকে সারাদিনই পার্কজুড়ে একটি প্রশ্নই বারবার শোনা যাচ্ছিল— "আপনি কোন ব্যাচের?" কেউ বলছিলেন '৭০ ব্যাচ, কেউ '৮৮, কেউ '৯৯, আবার কেউ বা '১৬। এখানে ব্যাচ বলতে সবাই নিজেদের এসএসসি পাসের সাল জানাচ্ছিলেন। সেই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই একের পর এক প্রজন্মের মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছিল নতুন সংযোগ, পুরোনো স্মৃতির পুনর্জাগরণ। কয়েক দশকের ব্যবধান যেন মুহূর্তেই মিলিয়ে যাচ্ছিল একই বিদ্যালয়ের পরিচয়ে।

# আটলান্টিক সিটিতে ‘মা ও বাবা দিবস’ উদযাপন বুধবার

**সুব্রত চৌধুরী**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে আগামী বুধবার (১ জুলাই) ‘বিশ্ব মা ও বিশ্ব বাবা দিবস’ উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে শেপার একাডেমি। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয়ে এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

শেপার একাডেমি কর্তৃপক্ষ জানায়, মা ও বাবা দিবস উদযাপনের এই আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে— সংক্ষিপ্ত আলোচনা বা কথামালা, কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্মাননা প্রদান। এ ছাড়া উপস্থিত অতিথিদের জন্য আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র ও নৈশভোজের ব্যবস্থা থাকবে।

শেপার একাডেমির চিফ অব স্টাফ শিপন শাখাওয়াত এক বিবৃতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই আয়োজনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অনুষ্ঠানটি সফল করতে সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও উপস্থিতি কামনা করেন।

# গুদামকে অভিবাসী আটক কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা থেকে সরে এলো আইস

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) বহুল আলোচিত অভিবাসী আটক কেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প থেকে সরে আসছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কেনা ১১টি শিল্প গুদামের মধ্যে ৭টিই এখন বিক্রি বা অন্য ফেডারেল সংস্থার কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

জানা গেছে, অভিবাসন আটক ব্যবস্থাকে বড় পরিসরে পুনর্গঠনের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে ইতোমধ্যে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থার বাইরে নতুন বড় পরিসরের আটক কেন্দ্র তৈরি করা।

তবে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে, তারা এখন স্থানীয় ও অঙ্গরাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত বিদ্যমান আটক কেন্দ্রগুলোকেই অগ্রাধিকার দেবে। সংস্থাটি বলেছে, আটককৃতদের দ্রুত অপসারণই মূল লক্ষ্য, নতুন অবকাঠামোতে ব্যয় বাড়ানো নয়।

এক বিবৃতিতে ডিএইচএস দাবি করে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানো উচিত, করদাতাদের অর্থে দীর্ঘদিন আটক রাখা নয়।

এই সিদ্ধান্তকে আইসের ডিটেনশন রি-ইঞ্জিনিয়ারিং ইনিশিয়েটিভ নামে পরিচিত ৩৮ বিলিয়ন ডলারের বড় পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ২০০টির বেশি কেন্দ্রকে সংকুচিত করে ৩৪টি ফেডারেল নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্র গড়ে তোলা।

প্রশাসন জানিয়েছিল, অভিবাসী আটক সক্ষমতা বাড়ানোই ট্রাম্পের গণ-নির্বাসন নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু নতুন গুদামগুলোকে আটক কেন্দ্রে রূপান্তর করা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল ও জটিল হয়ে পড়ে।

এই প্রকল্প স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক বিরোধিতার মুখেও পড়ে। মিশিগান, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড, জর্জিয়া ও ইউটাহসহ একাধিক অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও অধিকারকর্মীরা পরিবেশ ও অবকাঠামোগত ঝুঁকির কথা বলে মামলা করেন। কয়েকটি আদালত নির্মাণকাজও স্থগিত করে দেয়।

মিশিগানের রোমুলাস শহরের


## ঢাকায় বাড়ি বিক্রি হবে

আমেরিকান এম্বাসির পূর্ব পাশে নতুন বাজার এলাকায় ৩ কাঠা জমির উপর ৬ তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন ডুপ্লেক্স করা একটি বাড়ি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **যোগাযোগ: 718-924-1763** 4/2/26

## চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।
**যোগ্যতা:**
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা
ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

## ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
**রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860**

## ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

## পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র(২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

## পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

## পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

## পাত্র চাই

**Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।** 1.3.26

## পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

## পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

## পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

## পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

## পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রযজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

## ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

FREE ESTIMATE
Licensed & Fully Insured
**Bengal Electric Systems Corp.**
আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।

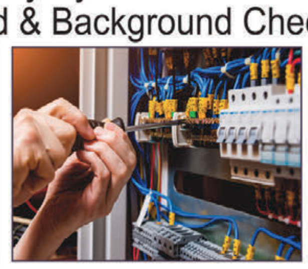

বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767
md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

## পাত্রী চাই

**৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।**
**hmurshedmd@gmail.com**
**Phone: 850-886-9012**

## পাত্র চাই

**ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।**
**যোগাযোগ:**
**rbprinceton@yahoo.com**
**( 732) 841- 2452**

## চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
**যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১**

## পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

## পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

## পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

## হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ )অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

## পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6 ) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

## পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

## পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

## মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

## জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

# বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্
## Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

# সদস্য নিবন্ধনের আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ জুন, মঙ্গলবার ২০২৬ ◆ সময় : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত
স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন, 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:-** সকলের সুবিধার্থে নিবন্ধন কার্যক্রমের শেষ সপ্তাহ জুন ২৪ বুধবার থেকে জুন ২৯ রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৫ থেকে বিকাল ৮ পর্যন্ত সোসাইটির কার্যালয় নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য খোলা থাকবে। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেও নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আম্ব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ আগামী ৩০ জুন ২০২৬ নির্ধারিণ করা হয়েছে। আপনারা যারা সোসাইটির নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান তাদেরকে আজীবন সদস্য বা সাধারণ সদস্য হিসেবে নাম নিবন্ধন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

## নিয়মাবলী

১. সোসাইটির নির্ধারিত ফরম পরিষ্কারভাবে সব তথ্য পূরণ করতে হবে। ফরম জমা দানের পূর্বে ফর্মে দেওয়া সব তথ্য ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নেবেন। ফর্মে দেওয়া কোন তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকলে, মানি রিসিট থাকলেও ফর্মটি বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য সদস্য নিবন্ধন ফরম সোসাইটির ওয়েবসাইট (www.bangladeshsocietyinc.com) অথবা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

২. যদি কেউ একের অধিক সদস্য নিবন্ধন এর জন্য ফরম জমা দিতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই আলাদা করে নির্ধারিত আরেকটি টালিসিট সংগ্রহ করে সেখানে সব সদস্যের নাম এবং জন্ম সাল সহ অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করে তাও সাথে জমা দিতে হবে। একই সাথে টালি শিটে থাকা রিসিট নাম্বারটি প্রত্যেকটি ফর্মে লিখে দিতে হবে।

৩. **সদস্য নিবন্ধনের ফি :-** আজীবন সদস্যদের জন্য ৫০০ ডলার এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য ২০ ডলার হারে নগদ পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য কোন ধরনের ভাংতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, তাই সবাইকে এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

## অনলাইন মেম্বারশিপ

বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়ন কার্যক্রম এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। ঘরে বসেই সোসাইটির ওয়েবসাইটে লগইন (member-service.bangladeshsocietyinc.com) করে নির্ধারিত ফরম পূরণ এবং অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে সহজেই সদস্যপদের আবেদন বা নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব।

সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগে আগ্রহীদের আগামী ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন মেম্বারশিপ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়াও যারা সরাসরি এসে সদস্যপদ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে চান, তারা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সোসাইটির অফিসে এসে সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি পরীক্ষামূলকভাবে এই অনলাইন মেম্বারশিপ কার্যক্রম চালু করেছে। কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিলে অনুগ্রহ করে সোসাইটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Scan to Login

অনুরোধক্রমে

**আতাউর রহমান সেলিম**
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

**আবুল কালাম ভূইয়া**
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯

**মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান** *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাছান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ**, *প্রচার সম্পাদক*

# যুক্তরাষ্ট্রে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট’ সম্পন্ন, চ্যাম্পিয়ন শেখ কামাল

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

উৎসবমুখর ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে সম্পন্ন হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬’। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের টুর্নামেন্টে মোট চারটি দল অংশ নেয়। দলগুলো হলো— শেখ কামাল, শেখ রাসেল, ধানমন্ডি ৩২ এবং জয়বাংলা টাইগার্স। নিউইয়র্কের রেন্ডেল আইল্যান্ড ৭৪ নম্বর মাঠে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মাঠের লড়াই শেষে ফাইনালে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ‘শেখ কামাল’ দল। অন্যদিকে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ‘ধানমন্ডি ৩২’-কে।

খেলা শেষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ‘নবান্ন পার্টি হল’-এ জমকালো পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত সিকদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু এবং সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক মহাসচিব শাবান মাহমুদ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. রফিকুর রহমান রফিক, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সভাপতি মো. সেবুল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান।

আরও উপস্থিত ছিলেন এলিট স্পন্সর নুরুল আমিন ভূঁইয়া বাবু, প্ল্যাটিনাম স্পন্সর মহিন উদ্দিন দুলাল, ডায়মন্ড স্পন্সর সাইফুল ইসলাম এবং গোল্ডেন স্পন্সর সোহাগ পাটওয়ারী। অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যুক্তরাষ্ট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু।

# যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটি ২ লাখ

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশে জন্ম নেওয়া মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে এখন দেশটির জনসংখ্যার একটি বড় অংশে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ সরকারি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ কোটি ২ লাখ। এটি মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪.৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতি ৭ জনে ১ জন।

এই তথ্য প্রকাশ করেছে মার্কিন জনসংখ্যা সংস্থা মার্কিন জনসংখ্যা সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনশুমারি ব্যুরো এবং বিশ্লেষণ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউএসএফ্যাক্টস।

২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশে জন্ম নেওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি ২৪ লাখ। গত এক দশকে এই সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ২০২৪ সালে ৫ কোটি ২ লাখে পৌঁছেছে। একই সময়ে মোট জনসংখ্যার মধ্যে অভিবাসীদের অংশও ১৩.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

রাজ্যভিত্তিক হিসাবে দেখা যায়, ক্যালিফোর্নিয়ায় অভিবাসীদের হার সবচেয়ে বেশি, যা ২৭.৭ শতাংশ। এরপর রয়েছে নিউ জার্সি ২৫ শতাংশ, নিউইয়র্ক ২৩.৩ শতাংশ, ফ্লোরিডা ২৩.১ শতাংশ, নেভাডা ১৯.৯ শতাংশ, ম্যাসাচুসেটস ১৮.৮ শতাংশ, হাওয়াই ১৮.৬ শতাংশ, টেক্সাস ১৮.৪ শতাংশ, মেরিল্যান্ড ১৭.১ শতাংশ এবং ওয়াশিংটন ১৬.১ শতাংশ। বড় শহর ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতেই অভিবাসীদের ঘনত্ব বেশি দেখা যায়, কারণ সেখানে কাজের সুযোগ, শিক্ষা এবং উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি।

মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে মায়ামিতে অভিবাসীদের হার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪২.৪ শতাংশ, যা অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যদিকে কিছু ছোট শহরে এই হার ১ শতাংশেরও নিচে।

অর্থনীতিতে অভিবাসীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের বিভিন্ন খাতে যেমন পরিষেবা, নির্মাণ, প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যখাতে বড় অবদান রাখছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অভিবাসন শুধু জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নয়, বরং এটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শ্রমঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

# মিশিগানে বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা

**পার্থ সারথী দেব**, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ-এর সাধারণ সভা গত ২১ জুন ওয়ারেন সিটির ১৩ মাইল এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মিশিগান প্রতিনিধি পার্থ সারথী দেব।

সাধারণ সম্পাদক ও নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের মিশিগান প্রতিনিধি জুয়েল খানের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন দৈনিক মানবজমিনের বিশেষ প্রতিনিধি ও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও যমুনা টেলিভিশনের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ইকবাল ফেরদৌস, সিনিয়র সহ-সভাপতি শফিক রহমান, ইউএসবি নিউজ ২৪-এর চেয়ারম্যান ও নির্বাহী সদস্য ফয়সল আহমদ মুন্না, সহ-সাধারণ সম্পাদক ইউএস বাংলা'র সম্পাদক সঞ্জয় দেব, অর্থ সম্পাদক ও এনটিভির মিশিগান প্রতিনিধি মাহমুদুল হক লিটু এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য হারান কান্তি সেন।

সভায় বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ-এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে 'ফ্যামিলি ডে' আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ উপলক্ষে প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাংবাদিক শফিক রহমানকে আহ্বায়ক করে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বক্তারা সংগঠনের ঐক্য, পেশাগত মানোন্নয়ন এবং প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার বিকাশে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

# বাংলাদেশ কনস্যুলেটে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণসহ বিভিন্ন কনস্যুলার সেবা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হচ্ছে। সেবাপ্রত্যাশীদের উপস্থিতি থাকলেও কোথাও বিশৃঙ্খলা বা অপ্রয়োজনীয় চাপ লক্ষ্য করা যায়নি।

কনস্যুলেটে প্রবেশের পর নিরাপত্তা তল্লাশি শেষে সেবাপ্রত্যাশীদের প্রথমে অভ্যর্থনা ডেস্কে যেতে হয়। সেখানে কর্মরত কর্মকর্তারা আগতদের কথা শুনে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাউন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এতে সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া আরও সহজ ও দ্রুত হচ্ছে বলে জানান সেবাপ্রত্যাশীরা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সিরিয়াল অনুযায়ী আবেদনকারীদের ডাকা হচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে তাদের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে শৃঙ্খলা, সমন্বয় এবং স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকতে দেখা গেছে।

কয়েকজন সেবাপ্রত্যাশীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কয়েক বছর আগেও কনস্যুলেটে সেবা নিতে এসে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, ভিড় এবং তথ্যের ঘাটতির কারণে ভোগান্তিতে পড়তে হতো। তবে এখন পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

তাদের মতে, বর্তমান ব্যবস্থাপনায় কাজের গতি বেড়েছে এবং সেবা প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়েছে। এতে সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং ভোগান্তিও কমেছে। অনেকেই আশা প্রকাশ করেন, সেবার এই ইতিবাচক ধারা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য কনস্যুলেট আরও জনবান্ধব হয়ে উঠবে।

# কে জিতল এই সমঝোতায়?

শেষ পৃষ্ঠার পর

অন্তত ৩০,০০০ কোটি ডলারের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব, আইএইএ-র সিদ্ধান্ত এবং নিজস্ব সকল একতরফা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করেছে। পরমাণু ইস্যুতে, ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদের নিষ্পত্তি হবে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) তত্ত্বাবধানে, তবে এর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এখনও নির্ধারিত হয়নি।

ট্রাম্প নিজে এই চুক্তিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। জি-৭ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হলে হরমুজ প্রণালী খোলা সম্ভব হতো না এবং এর ফলে বিশ্ববাজারে এমন পতন ঘটত যা আগে কখনো দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তেলের দাম ও জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির কারণে আমেরিকানদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইরান হামলার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছিল ব্যাপক, এবং এতে ট্রাম্পের অর্থনৈতিক জনপ্রিয়তাও কমে গিয়েছিল, এমনকি তার নিজের সমর্থকদের মধ্যেও।

ফলে চুক্তি ঘোষণার পরপরই বাজারে স্বস্তির প্রতিফলন দেখা যায় — এস অ্যান্ড পি ৫০০ সূচক ১.৯ শতাংশ বেড়ে যায় এবং তেলের দাম প্রায় ৫ শতাংশ কমে যায়। এই দিক থেকে দেখলে, ট্রাম্পের জন্য এই চুক্তি একটি স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বস্তি বয়ে এনেছে, বিশেষত ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের মূল্য ও মূল্যস্ফীতি নিয়ে আমেরিকান জনমতের চাপের মুখে।

তবে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে ওবামা প্রশাসনের ২০১৫ সালের জেসিপিওএ পরমাণু চুক্তিকে "সবচেয়ে খারাপ চুক্তি" বলে সমালোচনা করে এসেছেন এবং তার প্রথম মেয়াদে সেই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্লেষকদের মতে, এই নতুন কাঠামো চুক্তি ইরানকে এমন আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে যা ওবামা-আমলের চুক্তির চেয়েও অনেক বেশি সুবিধাজনক—যা সমালোচকদের কাছে এক ধরনের স্ববিরোধিতা বলে মনে হচ্ছে।

ইরানের পক্ষ থেকে চুক্তিটিকে বিজয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বলেছেন, ইরান এই চুক্তিকে একটি বিজয় হিসেবে দেখছে। প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরের পর সামাজিক মাধ্যমে এটিকে একটি ঐতিহাসিক দলিল এবং শক্তিশালী ইরানের পক্ষ থেকে একটি বার্তা বলে অভিহিত করেন, যেখানে তিনি বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে পারস্পরিক সম্মানের ছায়ায়।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির ছেলে মোজতাবা খামেনিও এই স্মারকলিপির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন বলে জানা গেছে। অর্থনৈতিকভাবে ইরানের জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো হিমায়িত সম্পদ মুক্তি এবং তেল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার — যা দেশটির দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে।

এই চুক্তিতে ইসরায়েল কোনো পক্ষ নয়, এবং তেল আবিবের পক্ষ থেকে সমালোচনার সুর স্পষ্ট। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইসরায়েলের সমালোচনার জবাবে বলেছেন, "ট্রাম্পই বিশ্বে তোমাদের একমাত্র মিত্র যিনি বাকি আছেন।" এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয় যে, ইসরায়েলের অভ্যন্তরে এই চুক্তি নিয়ে কতটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি ও ট্রাম্প এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তারা সম্পূর্ণ একমত। তবে বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলছে — লেবাননে ইসরায়েলি অভিযান অব্যাহত রয়েছে, এবং দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন তারা সেনা প্রত্যাহার করবেন না। হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষ যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে। মূল চুক্তিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বা মধ্যপ্রাচ্যে তার সহযোগী অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলোর (যেমন হিজবুল্লাহ) বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয় — যা ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা উদ্বেগ। এই অসম্পূর্ণতাই ইসরায়েলি নেতৃত্বের অসন্তুষ্টির মূল কারণ।

দেশীয়ভাবে, এই চুক্তি নিয়ে আমেরিকার রাজনীতিতেও বিভাজন স্পষ্ট। ট্রাম্প নিজে চুক্তির সমালোচকদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন, বলেছেন যারা এই চুক্তির বিরোধিতা করছে তারা "দুষ্কৃতিকারী, মূর্খ বা ঈর্ষাকাতর।" এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, রিপাবলিকান শিবিরের অভ্যন্তরেও এই চুক্তি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, যুদ্ধ চলাকালীন জনমত জরিপে ধারাবাহিকভাবে দেখা গিয়েছিল আমেরিকানরা ইরানে মার্কিন হামলার বিরোধী ছিল, এবং এই অসন্তোষ ট্রাম্পের অর্থনৈতিক রেটিংয়ে স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। সেই প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের অবসান ও বাজারের স্থিতিশীলতা আমেরিকান জনমতের জন্য স্বস্তিদায়ক হলেও, ইরানের জন্য বিপুল আর্থিক সুবিধার প্রতিশ্রুতি অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে এই চুক্তি এখনও মূল বিরোধগুলোর সমাধান করেনি। বিশেষজ্ঞ এলিসা ইওয়ার্সের মতে, হরমুজ প্রণালী পুনরায় চালু করার প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হয় সেটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের বিষয়, কারণ ইরান টোল আদায় না করতে সম্মত হলেও সার্ভিস ফি বা অন্যান্য পদ্ধতি আলোচনায় উঠে এসেছে।

সার্বিক বিচারে, এই চুক্তিতে স্বল্পমেয়াদে দুই পক্ষই কিছু লাভ দেখাতে পারছে — ট্রাম্প অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও যুদ্ধাবসানের কৃতিত্ব নিতে পারছেন, আর ইরান নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। কিন্তু পরমাণু কর্মসূচির ভবিষ্যৎ, ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা উদ্বেগ — এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যা আগামী ৬০ দিনের আলোচনার ওপর নির্ভর করছে। প্রকৃত বিজয়ী কে হবে, তা নির্ধারিত হবে এই চূড়ান্ত আলোচনার ফলাফলেই।

# যুক্তরাষ্ট্রের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফি থেকেই চলে—সরকারি ট্যাক্স থেকে এক পয়সাও আসে না।

এই প্রস্তাবে আরও একটি বড় ধাক্কা আছে — বেশিরভাগ ফি মওকুফের সুবিধা বাতিল করা হচ্ছে। তবে বর্তমান ও সাবেক সামরিক সদস্যরা এই ফি থেকে অব্যাহতি পাবেন। বাফেলো, নিউইয়র্কের অভিবাসন আইনজীবী রোজান্না বেরার্দি এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "ফি বাড়ানো, মওকুফ বাতিল করা এবং নতুন যাচাই স্তর যোগ করা — এগুলো একসাথে করা মানে সিস্টেম সহজ করা নয়, বরং ভেতর থেকে দেয়াল তোলা।"

ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যেই গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্বের আবেদনে সোশ্যাল মিডিয়া চেক, প্রতিবেশী যাচাই এবং 'ভালো নৈতিক চরিত্র' বিষয়ক আরও কড়া তদন্ত চালু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়া আগে থেকেই একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া — গ্রিন কার্ড বা মার্কিন নাগরিকের সাথে বিবাহ, সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড তদন্ত, সাক্ষাৎকার এবং নাগরিকজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এখন সেই কঠিন পথ আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে বলে সমালোচকরা মনে করছেন।

# ছন্দে ফেরার

শেষ পৃষ্ঠার পর

করা এবং ভালো পারফরম্যান্স উপহার দেওয়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না।'

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জোড়া গোলের পর এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোলে সরাসরি অবদান রাখা খেলোয়াড়দের তালিকায় উঠে এসেছেন ভিনিসিয়ুস। এখন পর্যন্ত ব্রাজিলের পাঁচটি গোলে ভূমিকা রেখেছেন তিনি; নিজে তিনটি করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও দুটি। এই তালিকায় তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে রয়েছেন আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি এবং জার্মানির ডেনিজ উনদাভ। এ ছাড়া চার গোল করে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ভিনিসিয়ুস। তাঁর সমান গোল রয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আরলিং হালান্ডের। পাঁচ গোল নিয়ে সবার ওপরে মেসি। অনলাইন ডেস্ক

# লস অ্যাঞ্জেলেসে ফোবানার প্রস্তুতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফোবানার কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন বলেন, বিভিন্ন শহরে আয়োজিত 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। তিনি জানান, এবারের ফোবানায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং এবং কমিউনিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, "লস অ্যাঞ্জেলেসের কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে, যা উত্তর আমেরিকায় একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।"

সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও সংগীতশিল্পী শহীদ আহমেদ মিঠু অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, দেশ-বিদেশের শিল্পীদের পাশাপাশি লস অ্যাঞ্জেলেসের স্থানীয় শিল্পী এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নিয়মিত মহড়াও চলছে।

হোস্ট কমিটির সভাপতি মোয়াজ্জেম এইচ. চৌধুরী বলেন, দলের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন এবং সবার সহযোগিতায় প্রস্তুতি কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ রব চৌধুরী বলেন, ড. জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে আয়োজিত ফোবানার প্রস্তুতি সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে এবং তিনি একজন অভিজ্ঞ সংগঠক হিসেবে সফল আয়োজন উপহার দিতে সক্ষম হবেন।

সভায় মুক্তিযোদ্ধা জামি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে এবারের ফোবানায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সেমিনার অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন আনন্দমেলার আলী, বুফলা (বিইউএফএলএ)-এর সভাপতি ইলিয়াস সিকদার, সাবেক সভাপতি শিপার চৌধুরী, কমিউনিটি সংগঠক মুনির চৌধুরী, দাউদ ও মোহাম্মদ খানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। তারা ৪০তম ফোবানার সফল আয়োজনের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রফেসর ড. নাজমুল উল্লাহ বলেন, এবারের আয়োজকদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আয়োজকদের মধ্যে অনেকেই প্রকৌশলী এবং বিভিন্ন স্টেট ও ফেডারেল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও ফোবানার জন্য সময় দিচ্ছেন, যা প্রশংসনীয়।

কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট, উপস্থাপক ও শিল্পী সাজিয়া হক মিমি নারীর ক্ষমতায়ন, বৃত্তি কর্মসূচি এবং নারী নেতৃত্ব বিকাশে বিশেষ সেমিনারের প্রস্তাব তুলে ধরেন।

হোস্ট কমিটির মিডিয়া চেয়ারম্যান সাংবাদিক লস্কর আল মামুন জানান, এবারের ফোবানায় বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া বাংলাদেশি শিল্পী সঞ্জয় দেব উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া ডেপুটি কনভেনর হাবিব আহমদ টিয়া ও চিফ কো-অর্ডিনেটর সায়েদুল হক সেন্টুও প্রস্তুতি কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য দেন।

সভা শেষে ড. জয়নাল আবেদীন স্পন্সরশিপ, স্টল, ম্যাগাজিন বিজ্ঞাপন এবং বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে কমিউনিটির সদস্যদের সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "সবার সহযোগিতায় ৪০তম ফোবানা একটি মাইলফলক আয়োজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে ফোবানার ৪০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি তারকা শিল্পীদের পরিবেশনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং, স্বাস্থ্যসেবা, নারী উদ্যোক্তা কর্মশালা, বইমেলা, কাব্যজলসা, সাহিত্য আসর, ইয়ুথ ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশবিষয়ক আলোচনা, ট্যালেন্ট ও ফ্যাশন শো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ফোবানা স্কলারশিপ কর্মসূচির আয়োজন থাকবে।

উল্লেখ্য, এবারের ফোবানার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পেনসিলভানিয়ার বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা রবিউল করিম বেলাল।

# থামছে না পুশইন, বাড়ছে উত্তেজনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

শাসনক্ষমতায় আসার পর বিএসএফের এই তৎপরতা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

পুশ ইন ঠেকাতে সীমান্তে টহল জোরদার করেছে সীমান্তরক্ষী বাংলাদেশ (বিজিবি)। অনেক জায়গায় স্থানীয় লোকজনও সহযোগিতা করছেন বিজিবি সদস্যদের। এই পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বাড়ছে প্রতিবেশী দুই দেশের সীমান্তে।

পুশ ইন ইস্যুতে ভারত স্পষ্ট বক্তব্য না দিলেও ঢাকা স্পষ্ট জানিয়েছে যে, এই পুশ ইন গ্রহণ করা হবে না। পুশ ইন ইস্যুতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য স্পষ্ট যে, ঢাকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও প্রভাব পড়তে পারে।

অপরদিকে ভারত পুশ ইন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট বক্তব্য দেয়নি, বরং তারা বলছে যে অবৈধ নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশের দেওয়া একাধিক চিঠি নিয়েও দিল্লি এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপের কথা জানায়নি।

বেশ কয়েকটি সীমান্ত দিয়ে গত মে মাস থেকে নারী, পুরুষ ও শিশুদের বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির বাধার মুখে তারা প্রবেশ করতে পারেনি। কয়েকটি সীমান্তে অনেকে এখনও শূন্যরেখায় অবস্থান করছেন।

বিজিবি ও সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, বিএসএফের পুশইন প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বেড়েছে। মে ও জুন মাসজুড়ে কতজনকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, তার কোনো সমন্বিত সরকারি পরিসংখ্যান নেই। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে দাবি করছে বিজিবি। গত ১৮ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত প্রায় ২০টিরও বেশি পুশইন রোধের কথা জানিয়েছে বিজিবি। পুশইন ঠেকাতে কোনো কোনো এলাকায় বিজিবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসী।

এর আগে গত সপ্তাহে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারমিন ওয়াহিদ বলেন—"ইতোমধ্যে আমরা ১২ থেকে ১৩টি চিঠি দিয়েছি দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। বিজিবি সতর্ক আছে এবং কোনোভাবেই এটা আমরা গ্রহণ করব না। সম্প্রতি আমরা চেন্নাই থেকে ৩৪ জনকে ফিরিয়ে এনেছি। অবৈধ নাগরিকদের আদান-প্রদানে দুই দেশের একটি প্রক্রিয়া বিদ্যমান আছে। সেই বিদ্যমান প্রক্রিয়া ও কূটনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই ভারতকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন—"যখনই পুশইনের ঘটনা আমাদের নজরে আসছে বা রিপোর্ট হচ্ছে, আমরা তাদের চিঠি দিচ্ছি। আমরা আশা করি ভারত সরকার এটা গুরুত্বের সঙ্গে নেবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করবে। কোনোভাবেই পুশইনের মাধ্যমে করা হলে সেটি আমাদের জন্য ভালো হবে না।"

তিনি আরও বলেন—"প্রতিটি ঘটনা আলাদা। একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো যাবে না। ভারত সরকার যদি বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়, তাহলে আমাদের জন্য সম্পর্কটা এগিয়ে নেওয়া অনেক সহজ হবে।"

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পুশইন ইস্যুর সমাধান কূটনৈতিকভাবেই করা উচিত। অবৈধ নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে আন্তর্জাতিক যে কাঠামো রয়েছে, তার মধ্য দিয়েই এগোনো উচিত।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও বিমান বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বলেন—"পুশইনকে শুধু সীমান্ত ব্যবস্থাপনার বিষয় হিসেবে দেখলে চলবে না। এটিকে রাজনৈতিক ও কৌশলগত বাস্তবতার অংশ হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে।"

তার মতে—"বৈধ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও সীমান্ত দিয়ে মানুষ ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা আন্তর্জাতিক রীতি ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য নেতিবাচক। বাংলাদেশের উচিত সীমান্তে কঠোর অবস্থান বজায় রাখার পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করা।" সাবেক একজন জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক বলেন— "ভারত যদি কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন না করতে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের উচিত আন্তর্জাতিক কাঠামোর আশ্রয় নেওয়া। এই ইস্যুতে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সংস্থার শরণাপন্ন হতে পারে বাংলাদেশ। তবে সমাধান কূটনৈতিকভাবেই হওয়া উচিত।" ৭ দিন ধরে আটকে ৫ যুবক কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার দুটি সীমান্তের শূন্যরেখায় ৭ দিন ধরে আটকে আছেন বিএসএফের পুশইন চেষ্টার শিকার ৫ যুবক। এর মধ্যে কয়টাপাড়া সীমান্তে ২ জন এবং বন্দুরচর সীমান্তে ৩ জন রয়েছেন।

ঝড়-বৃষ্টি ও তীব্র রোদের মধ্যে সামান্য প্লাস্টিকের ছাউনির নিচে কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন তারা। প্রয়োজনীয় খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থাও নেই।

এদিকে দুই সীমান্তে পুশইন চেষ্টার ঘটনাকে ঘিরে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি ও বিএসএফ।

গত রোববার সকালে কয়টাপাড়া সীমান্ত দিয়ে দুই শিশু ও তাদের বাবা-মাসহ ৬ জন এবং বন্দুরচর সীমান্ত দিয়ে আরও ৩ জনসহ মোট ৯ জনকে পুশইনের চেষ্টা চালায় বিএসএফ। বিষয়টি টের পেয়ে বাধা দেয় বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরে তাদের দুদেশের সীমান্তের শূন্যরেখায় ভারতের অংশে অবস্থান করতে দেখা যায়। এরপর গত বুধবার ভোরে কয়টাপাড়া সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ২ শিশু ও তাদের বাবা-মাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।

জামালপুর ৩৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

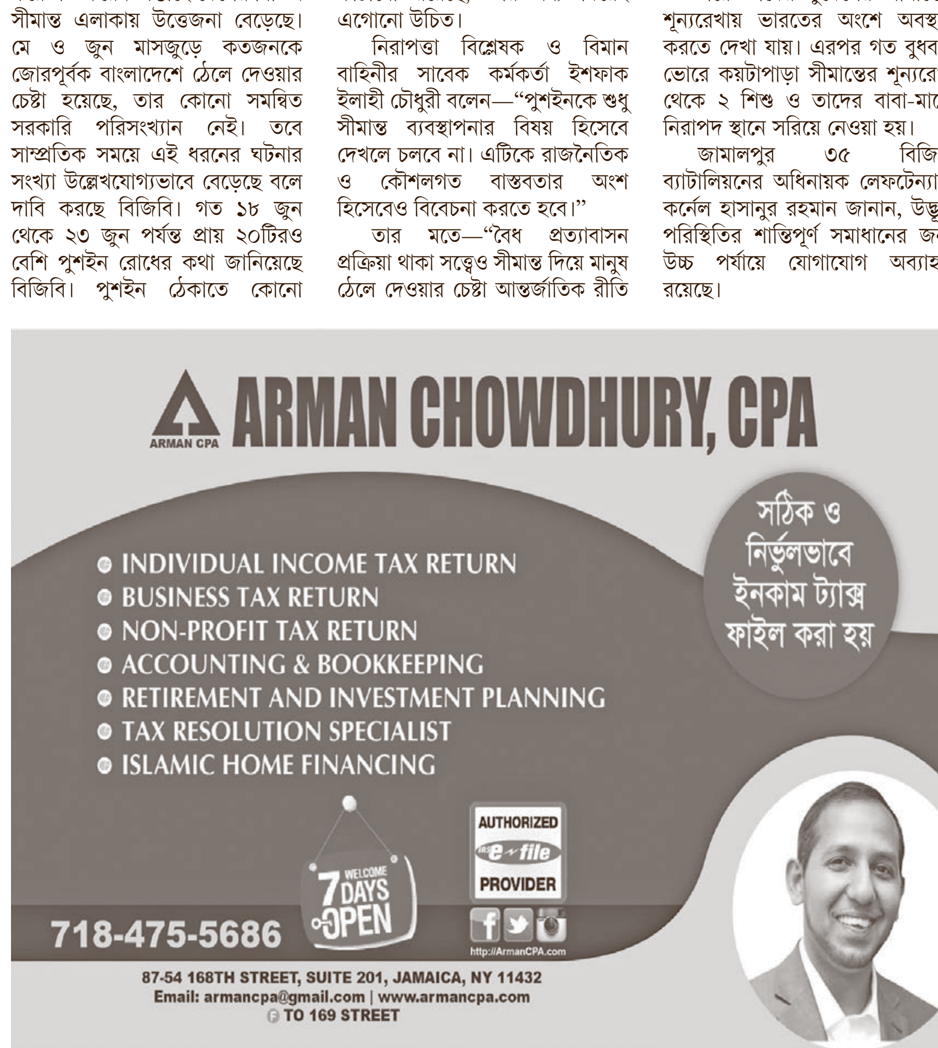

# আটলান্টিক সিটিতে বেঙ্গল ক্লাবের জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্ট

**উত্তর আমেরিকা ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক সিটিতে বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর ফুটবল টুর্নামেন্ট। গত ১৭ জুন অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির ব্যাপক অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ক্রীড়া উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়।

আটটি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই শেষে পেনাল্টি শুটআউটে বেঙ্গল টাইগার এফসিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সুরমা বয়েজ এফসি। রানারআপ হয় বেঙ্গল টাইগার এফসি।

টুর্নামেন্ট পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন রেফারি ফেরদৌস ইসলাম, মীর এম হোসেন হেবেন, মোহাম্মদ নবী ও কামরুল আমজাদ। আয়োজকরা বলেন, রেফারি ও ভলান্টিয়ারদের আন্তরিক সহযোগিতায় পুরো টুর্নামেন্ট সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আটলান্টিক সিটি পুলিশ বিভাগের সুপার জেমস এ. সারকোস, লোকাল-৫৪-এর প্রেসিডেন্ট ডোনা ডিক্যাপ্রিও এবং আটলান্টিক সিটির পাবলিক সেফটি বিভাগের পরিচালক শন রিগিন। তারা খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন এবং আয়োজকদের প্রশংসা করেন।

এছাড়া নিউ জার্সি বিএনপির (সাউথ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. দিদার, সাধারণ সম্পাদক রহমান বাবুল, বিপ্যাক সভাপতি আকবর হোসেন, সৈয়দ রামিম, সোলার জাহিদ, কাজী লিটন, লোকাল-৫৪ প্রতিনিধি সৈয়দ শহীদ ও ফারুক হোসেনসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন।

# পশ্চিম ভার্জিনিয়ার নিউ বৃন্দাবনে প্রাণের আমেজে কীর্তন মেলা

**সুব্রত চৌধুরী**

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়া রাজ্যের নিউ বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী কীর্তন মেলা। শনিবার (২০ জুন) ভোর থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব চলে পরদিন সকাল পর্যন্ত। প্রাণের আমেজে আয়োজিত এই উৎসবে মেতে ওঠেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা বিপুলসংখ্যক কৃষ্ণভক্ত।

দিনব্যাপী এই উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল সমবেত কীর্তন। এ ছাড়া পূজা-অর্চনা, ধর্মীয় আলোচনা ও প্রসাদ বিতরণসহ নানা আনুষ্ঠানিকতায় মুখর ছিল নিউ বৃন্দাবন প্রাঙ্গণ।

আয়োজকেরা জানান, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী কলিযুগে পরমার্থ লাভের প্রধানতম উপায় হলো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন। ধ্যান, যজ্ঞ কিংবা বিগ্রহ অর্চনের মতো আধ্যাত্মিক কর্মগুলো সার্থক হয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের মাধ্যমে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বাণী স্মরণ করে ভক্তরা জানান, কীর্তন সরাসরি মানুষকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে এবং হৃদয়কে নির্মল করে।

# প্রাইমারি নির্বাচনে সুব্রত ও লাকীর জয়

**নিউজার্সি রাজ্য**

**নিউজ ডেস্ক**

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সুব্রত চৌধুরী ও লাকী চৌধুরী। মঙ্গলবার (২ জুন) অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে তারা আটলান্টিক কাউন্টির 'ডেমোক্র্যাটিক কমিটি পারসন' পদে বিজয়ী হয়েছেন।

এই জয়ের মাধ্যমে সুব্রত চৌধুরী চতুর্থবারের মতো ডেমোক্র্যাটিক কমিটি পারসন পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন। অন্যদিকে লাকী চৌধুরী একই পদে দ্বিতীয়বারের মতো বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। নির্বাচনে ভোট দিয়ে তাদের জয়যুক্ত করার জন্য আটলান্টিক কাউন্টির ভোটারদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই দম্পতি।

বিজয়ী সুব্রত চৌধুরী বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার কচুয়াই গ্রামের প্রয়াত দীপেশ চৌধুরী ও রাধা চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান। ২০১২ সালে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানো সুব্রত বর্তমানে আটলান্টিক কাউন্টি গভর্নমেন্টের হিউম্যান সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট পদে কর্মরত আছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি প্রবাসে কমিউনিটি সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক এই সহসভাপতি একজন ছড়াকার, কবি ও অনুবাদক হিসেবেও পরিচিত। সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সুব্রত চৌধুরী বর্তমানে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য এবং প্রথম এশিয়ান-আমেরিকান হিসেবে আটলান্টিক কাউন্টির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবিষয়ক পরামর্শক পর্ষদের সদস্য হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি আটলান্টিক সিটি ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরির ট্রাস্টি বোর্ডেরও একজন সদস্য।

অন্যদিকে বিজয়ী লাকী চৌধুরী চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার উত্তর ভূর্ষি গ্রামের প্রয়াত শৈবাল শংকর চৌধুরী ও প্রয়াত রানী চৌধুরীর কনিষ্ঠ কন্যা। ২০১২ সালে অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর বর্তমানে তিনি আটলান্টিক সিটি গভর্নমেন্টের মার্কেন্টাইল ও লাইসেন্সিং বিভাগে কর্মরত আছেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

# আমাদের দেশে হবে ‘ককরোচ পার্টি’ কবে?

**সাইরুল ইসলাম**

নর্দমা কিংবা ঘরের আবর্জনা থেকে উঠে আসা একটা ডানাওয়ালা পোকা হুট করে ড্রয়িংরুমের মাঝখানে উড়তে শুরু করলে যেভাবে পুরো ঘরে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, ভারতের রাজনীতিতে ঠিক সেই কাণ্ডটাই ঘটাল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বা সিজেপি।

ভারতের প্রধান বিচারপতি যখন এক শুনানিতে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বেকার যুবকদের ‘তেলাপোকা’ বা সমাজের ‘পরজীবী’র সঙ্গে তুলনা করলেন, তখন সেই যুবসমাজ দমে যায়নি। তারা সেই গালিটাকেই বাজপাখির মতো করে লুফে নিল। জন্ম হলো এক অদ্ভুত রাজনৈতিক ব্যঙ্গ আন্দোলনের–‘ককরোচ জনতা পার্টি’। আর এই নিয়েই গত কয়েক দিন ধরে তোলপাড় সংবাদমাধ্যম।

মাত্র কয়েক দিনে ইনস্টাগ্রামে কোটি কোটি তরুণের ভিড় জমিয়ে ‘তেলাপোকার’ ভার্চুয়াল দল পেছনে ফেলে দিয়েছিল খোদ ক্ষমতাসীন বিজেপিকে। যে তেলাপোকাকে পারমাণবিক বিস্ফোরণেও মরতে না পারার অদম্য সহনশীলতার প্রতীক ধরা হয়, সেই তেলাপোকার নামেই শুরু হলো রাষ্ট্র ব্যবস্থার পিলে চমকে দেওয়া এক ‘ডিজিটাল প্রতিরোধ’।

ভারতের জেন-জি বা তরুণ প্রজন্ম ‘মিম’ আর ‘স্যাটায়ারকে’ অস্ত্র বানিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করল বেকারত্ব আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো নির্মম বাস্তবতার বিরুদ্ধে।

ভারতের এই রাজনৈতিক দৃশ্যপট যখন ফেসবুক স্ক্রল কিংবা সংবাদমাধ্যমের খবরে দেখা দেয়, তখন বুকের ভেতর একটা প্রশ্ন আসে– বাংলাদেশে কেন এমন একটা ‘ককরোচ পার্টি’ নেই? কুসুমকুমারী দাশ ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতায় বলেছিলেন, “আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?”–এর আদলে বলতে ইচ্ছে করে, “আমাদের দেশে হবে ককরোচ পার্টি কবে?”

তুলনাটা যখন ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির, তখন একটা বড় ফারাক স্পষ্ট। ভারতের সিজেপি কিন্তু কোনো প্রথাগত বোমাবাজি বা রাজপথের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ফসল নয়। এটি ক্ষমতার অহংকারকে বুড়ো আঙুল দেখানো এক তুমুল সৃষ্টিশীল চপেটাঘাত।

রাষ্ট্র যখন সাধারণ মানুষকে নাগরিক না ভেবে অনুগত প্রজা ভাবতে শুরু করে, তখন ব্যঙ্গ বা কৌতুকই হয়ে ওঠে প্রতিবাদের সবচেয়ে ধারালো ভাষা।

আর নরেন্দ্র মোদির দল বিজেপি যখন একের পর এক রাজ্য পকেটে পুরে নিচ্ছে, জয়রথ থামানোর যখন কোনো শক্ত প্রতিপক্ষ নেই, একক দাপটে যখন ভারত কোণঠাসা, তখন এই ককরোচ পার্টিই তাদের পিলে চমকে দিয়েছে। এর প্রমাণ তো বিজেপির পরবর্তী কার্যক্রমেই।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানকার তরুণদের ক্ষোভ, হতাশা বা অসন্তোষ প্রকাশের ভাষাটা বড্ড বেশি সংকুচিত, অথবা বড্ড বেশি মেরুকৃত। হয় চিরচেনা ভাঙচুর-জ্বালাওপোড়াওয়ের বৃত্তে ঢুকতে হয়, না হয় চায়ের কাপে তুফান তুলে ফেসবুকে ছদ্মনামে আক্ষেপ করতে হয়।

প্রশ্নপত্র ফাঁস, তীব্র কর্মসংস্থান সংকট কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার অভাব– দেশের তরুণদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার গল্পগুলো ভারতের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এখন তো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও আর প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠছে না। কেননা একটি প্রতিবাদে ‘বট আইডি’ দিয়ে হাজারো পাল্টা আক্রমণ এখানে স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

নানা কারণেই এই বিপুল অসন্তোষকে একটা অহিংস, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ক্ষমতাকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো রাজনৈতিক স্যাটায়ারে রূপ দেওয়ার কোনো মঞ্চ আমাদের এখানে গড়ে ওঠেনি।

> তেলাপোকা যেমন সব প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকে, তরুণদেরও ঠিক সেই নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে ‘সিস্টেমের’ অনিয়মের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। গাম্ভীর্যের খোলস পরা রাজনীতিকদের সবচেয়ে বড় ভয় হলো কৌতুক আর মিম।

এক্ষেত্রে হয়তো অনেকে জুলাই আন্দোলনের কথা বলবেন। কিন্তু জুলাইয়ে ফসল কী? সেই উত্তর এতদিনে হয়তো সবাই জেনে-বুঝে গেছেন। ওই সময় তরুণদের তাজা প্রাণ আর বিপ্লবী চেতনা মসনদ থেকে ক্ষমতাসীনদের হটিয়ে দিলেও আজও ভালো নেই বাংলাদেশ। তা দেশের সামাজিক অবক্ষয় ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি দেখতে ভালো করেই বোঝা যায়।

ভারতের এই ‘ককরোচ পার্টি’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে নিজেদের লক্ষ্যের কথা জানিয়ে দিয়েছে। পোস্টের শিরোনাম ‘ককরোচ বা তেলাপোকারা সবে যাত্রা শুরু করেছে’। তাদের লক্ষ্য, ভারত সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনা এবং তরুণদের কণ্ঠস্বরকে জোরালো করতে তরুণদের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন আন্দোলন গড়ে তোলা।

পোস্টে আরও বলা হয়, ‘চরম প্রতিকূল অবস্থায়ও শেষ পর্যন্ত তেলাপোকা টিকে থাকতে পারে– অন্ধকার ফাঁকফোকরে দিব্যি বেঁচে থাকে এবং তাদের শেষ করার সব প্রচেষ্টাকেই তারা পেরিয়ে যায়। এ দেশে তরুণদের অনেকটা এমনই মনে হয়– অবহেলিত, অবমূল্যায়িত ও উপেক্ষিত, কিন্তু তবু কখনো তারা জীবনের আশা ছাড়েন না।’

বাংলাদেশেও আজ একটি ‘ককরোচ পার্টি’র তাগিদ তীব্র হয়ে উঠেছে। এর মানে এই নয় যে, নির্বাচন কমিশনে গিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন করতে হবে। এর মানে হলো, যুবসমাজের এমন একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম বা মনস্তাত্ত্বিক ফ্রন্ট দরকার, যা ভয়ের সংস্কৃতিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে রাষ্ট্রকে আয়নায় নিজের মুখ দেখাতে পারবে। আর বাংলাদেশের দুর্নীতির চিত্র তো সবার জানা।

সেগুলো ধরে ধরে সবার সামনে ‘প্যানডোরার বাক্স’ খুলে দেওয়াই যেতে পারে। সে জন্য প্ল্যাটফর্মের কোনো অভাব হবে বলে মনে হয় না। এ দেশের মানুষ এমন প্রতিবাদ লুফে নেওয়ারই কথা।

আমাদের দেশেও যখন শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির বাজারে হন্যে হয়ে ঘুরে ‘বেকার’ তকমা পায়, কিংবা যেকোনো যৌক্তিক অধিকারের কথা বলতে গেলে ‘উচ্ছৃঙ্খল’ বা ‘ষড়যন্ত্রকারী’ গালি শুনতে হয়, তখন সেই গালিটাকেই প্রতিবাদের ব্যানার বানিয়ে ফেলা দরকার।

তেলাপোকা যেমন সব প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকে, তরুণদেরও ঠিক সেই নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে ‘সিস্টেমের’ অনিয়মের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। গাম্ভীর্যের খোলস পরা রাজনীতিকদের সবচেয়ে বড় ভয় হলো কৌতুক আর মিম।

কারণ বুলেটের জবাব বুলেট দিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু তীক্ষ্ণ রসাত্মক ব্যঙ্গের সামনে ক্ষমতার অহংকার বড্ড অসহায়।

পত্রিকার পাতা খুললেই যখন আমরা দেখি ক্ষমতার চেয়ার আঁকড়ে থাকা চেনা মুখগুলোর গম্ভীর ও একঘেয়ে বাদানুবাদ, তখন তরুণ প্রজন্মের জন্য রাজনীতি বড্ড রসকষহীন আর ভয়ের জায়গা হয়ে ওঠে। আর রাজনীতি মানেই তো আজকাল তোয়াজ করে চলা, একসময় যা ছিল ‘সহমত ভাই’। এই বৃত্ত ভাঙতে পারে কেবল তরুণের নিজস্ব ভাষা।

ভারতের তরুণরা যদি কোটি কোটি ফলোয়ার নিয়ে শাসকদলকে ডিজিটাল আঙিনায় কাঁপিয়ে দিতে পারে, তবে বাংলাদেশের তরুণদেরও সেই সৃজনশীলতা ও সাহস রয়েছে। নর্দমার তেলাপোকা যেভাবে প্রাসাদের দেয়াল বেয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ে শান্তিপ্রিয়দের অস্বস্তি বাড়িয়ে দেয়; ঠিক তেমনি তরুণের মিম, অ্যানিমেশন আর রাজনৈতিক রসিকতাও ঢুকে পড়া উচিত নীতিনির্ধারকদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সুস্থ, প্রাণবন্ত ও জবাবদিহিমূলক করতে এই মুহূর্তে রাজপথের স্লোগানের চেয়েও বেশি জরুরি ক্ষমতাকে উপহাস করার এক অভিনব সাহসের। দরকার একটা ‘ককরোচ পার্টির!

# শৈশবের বর্ষা

**মাসুদ রানা**

আষাঢ় মাস এলেই গ্রামের আকাশ যেন বদলে যেত। সকাল থেকে কালো মেঘ জমে থাকত, দূরে কোথাও বজ্রের গর্জন শোনা যেত। একটু পরেই শুরু হতো ঝুম বৃষ্টি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। টিনের চালের ওপর বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শুনতে শুনতে মনে হতো প্রকৃতি যেন নিজেই গান গাইছে। চারপাশে পানি জমে যেত, পুকুর-ঘাট উপচে পড়ত, ধানের মাঠ তলিয়ে যেত, নদী-নালা ভরে উঠত। পুরো গ্রাম যেন পানির রাজ্যে পরিণত হতো। বর্ষা এলেই আমাদের শৈশব ফিরে আসত নতুন রূপে।

ছোটবেলায় বর্ষা ছিল আনন্দের আরেক নাম। তখন মোবাইল ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না, কিন্তু আনন্দের কোনো অভাবও ছিল না। বর্ষা নামলেই গ্রামের সব বন্ধু একসঙ্গে হয়ে যেতাম। গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হাঁটু পানি উঠত। সেই পানিতে ছপছপ করে হাঁটতাম, দৌড়াতাম, হাসতাম। কারও শরীরে কাদা লাগলে সবাই মিলে আরও কাদা ছুড়ে দিতাম। মা দূর থেকে চিৎকার করে বলতেন, ‘এই, আর কত ভিজবি?’ কিন্তু সেই ডাক কে শুনত! বৃষ্টির পানির সঙ্গে খেলাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় সুখ।

বর্ষা এলেই গ্রামের চারপাশে মাছের সমারোহ দেখা যেত। ছোট ছোট খাল, ডোবা, ধানের জমি—সব জায়গায় দেশি মাছ ভেসে উঠত। টেংরা, কৈ, শিং, মাগুর, পুঁটি, খলসে—কত রকম মাছ! আমরা সবাই মাছ ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে যেতাম। কেউ বড়শি নিয়ে বসত, কেউ জাল নিয়ে নামত পানিতে, আবার কেউ খেপলা জাল নিয়ে ছোটাছুটি করত। সন্ধ্যা নামলেই কাড়ি বা হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে মাছ ধরতে বের হতাম। পানির ওপর আলো পড়লে মাছগুলো চকচক করত। সেই দৃশ্য আজও চোখে ভাসে।

রাতের মাছ ধরার আনন্দ ছিল একেবারে আলাদা। কাদা মাখা পথ পেরিয়ে, হাঁটু পানি ভেঙে আমরা দূরের মাঠে চলে যেতাম। কোথাও কোথাও কোমর পানি থাকত। তবুও ভয় লাগত না। হাতে হ্যাজাক লাইট, কারও হাতে জাল, কারও হাতে বালতি। সবাই মিলে যেন এক উৎসব। একটা বড় মাছ ধরা পড়লেই সবাই চিৎকার করে উঠতাম আনন্দে। বাড়ি ফিরে মাছ দেখিয়ে গর্ব করতাম। মা হয়তো বকতেন, ‘এত রাতে পানিতে থাকিস কেন?’ কিন্তু সেই বকুনির মাঝেও ছিল ভালোবাসা।

বর্ষা মানেই ছিল গোসলের উৎসব। সকাল, দুপুর, বিকেল—কতবার যে গোসল করতাম তার হিসাব নেই। পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, গাছের ডাল থেকে পানিতে লাফ দেওয়া, একে অপরকে পানিতে ডুবিয়ে হাসাহাসি করা—এসব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। বড় বড় পুকুরের পাশের গাছ ছিল আমাদের খেলার জায়গা। কে কত উঁচু থেকে লাফ দিতে পারে, সেটা নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। ভয়ে মায়েরা অনেক সময় পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু আমাদের দুষ্টুমি থামত না।

বর্ষার সময় ফুটবল খেলাও ছিল অন্য রকম মজা। গ্রামের কোনো খালি মাঠে একটু পানি জমলেই আমরা ফুটবল নিয়ে নেমে যেতাম। কাদা মাখা মাঠে পড়ে যাওয়া, পিছলে যাওয়া, আবার উঠে দৌড়ানো—এসব যেন আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিত। খেলা শেষে সবাইকে দেখে মনে হতো কাদার মানুষ। কিন্তু সেই হাসিগুলো ছিল একদম নির্মল।

> শৈশবের বর্ষা ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়। সেখানে ছিল না কোনো কৃত্রিমতা, ছিল না কোনো স্বার্থ। ছিল শুধু আনন্দ, বন্ধুত্ব আর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকার এক অপূর্ব অনুভূতি।

আমাদের গ্রামের ছেলেদের আরেকটি বড় আনন্দ ছিল কলাগাছের ভেলা বানানো। বর্ষার পানিতে কলাগাছ কেটে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছোট্ট ভেলা বানাতাম। তারপর সেই ভেলায় চড়ে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতাম। কারও ভেলা উল্টে গেলে সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতাম। কখনো ছোট টিনের নৌকা বানিয়ে পানিতে ভাসাতাম। ছোট ছোট সেই নৌকাগুলো বৃষ্টির পানিতে ভেসে যেত দূরে। মনে হতো যেন আমাদের স্বপ্নগুলোও সেই নৌকার সঙ্গে ভেসে চলেছে।

বর্ষা এলেই শাপলা তোলার ধুম পড়ে যেত। বিলের মধ্যে সাদা আর লাল শাপলা ফুটে থাকত। আমরা দল বেঁধে পানিতে নেমে শাপলা তুলতাম। কেউ মাথায় শাপলার মালা পরত, কেউ হাতে নিয়ে খেলত। গ্রামের মেয়েরাও শাপলা নিয়ে কত খেলাধুলা করত। শাপলার সেই সৌন্দর্য আজও মনে দাগ কেটে আছে।

বর্ষা শুধু আনন্দই নিয়ে আসত না, গ্রামের মানুষের জীবিকার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল। একদল মানুষ শামুক কুড়াতে ব্যস্ত থাকত। বড় বড় বস্তায় শামুক ভরে বিক্রি করত। কেউ পাট ধোয়ার কাজে নামত। কৃষকেরা সারাদিন পানিতে দাঁড়িয়ে পাট ধুতেন। তাদের কষ্টের মাঝেও ছিল একধরনের শান্তি। কারণ, এই বর্ষাই তাদের জীবনের আশা।

বর্ষার দিনে গ্রামের দৃশ্য ছিল অপূর্ব। দূরে সবুজ ধানের খেত, তার ওপর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, মাঝেমধ্যে কুয়াশার মতো সাদা পর্দা। নদীর পানি ফুলে উঠত। নৌকায় করে মানুষ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেত। নৌকার বৈঠার শব্দ শুনলে মনটা কেমন শান্ত হয়ে যেত। সন্ধ্যা হলে দূরে কোথাও হ্যাজাক লাইটের আলো জ্বলত। সেই আলো দেখে মনে হতো পুরো গ্রাম যেন এক রহস্যময় সৌন্দর্যে ভরে গেছে।

তখনকার দিনে জীবন ছিল সহজ, কিন্তু আনন্দ ছিল গভীর। এখনকার মতো এত ব্যস্ততা ছিল না। সবাই একসঙ্গে সময় কাটাত। বর্ষা এলেই বন্ধুরা একত্র হতো। কেউ ডাকলেই সবাই ছুটে আসত। আজ সেই বন্ধুরা অনেকেই দূরে চলে গেছে। কেউ শহরে, কেউ প্রবাসে। কিন্তু বর্ষা এলেই তাদের কথা খুব মনে পড়ে। মনে হয়, ‘বন্ধুরা তোরা কই?’

এখনো যখন বৃষ্টি নামে, টিনের চালের ওপর শব্দ হয়, তখন ছোটবেলার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে কাদা মাখা পথ, মাছ ধরার নেশা, ভেলার ওপর ঘোরাঘুরি, পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া আর মা-বাবার বকুনি। সেই দিনগুলো হয়তো আর ফিরে আসবে না, কিন্তু স্মৃতিগুলো আজও হৃদয়ের ভেতর বেঁচে আছে।

শৈশবের বর্ষা ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়। সেখানে ছিল না কোনো কৃত্রিমতা, ছিল না কোনো স্বার্থ। ছিল শুধু আনন্দ, বন্ধুত্ব আর প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকার এক অপূর্ব অনুভূতি। বর্ষা আমাদের শুধু ভিজিয়ে দিত না, আমাদের মনকেও ভরে দিত ভালোবাসা আর সুখে।

আজ আমরা বড় হয়ে গেছি। জীবনের ব্যস্ততা আমাদের ঘিরে রেখেছে। তবুও আষাঢ়ের মেঘ দেখলেই মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। মনে হয় আবার যদি সেই ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারতাম! আবার যদি বন্ধুদের সঙ্গে কাদা মাখা মাঠে ফুটবল খেলতে পারতাম, আবার যদি রাতভর মাছ ধরতে যেতে পারতাম, আবার যদি কলাগাছের ভেলায় চড়ে গ্রামের পানিতে ঘুরে বেড়াতে পারতাম!

বর্ষা আজও আসে, বৃষ্টি আজও নামে, নদী আজও ভরে যায়। কিন্তু সেই শৈশব আর ফিরে আসে না। শুধু স্মৃতিগুলো মনের ভেতর বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। সেই স্মৃতিগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, মনে করিয়ে দেয়—একটা সময় ছিল, যখন ছোট ছোট আনন্দেই জীবন ভরে উঠত।

লেখক : ইরাকপ্রবাসী

# বাংলাদেশের সংসদে ভাষার ব্যবহার

**আবদুল হামিদ মাহবুব**

বিগত ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান বলুন, আর বিপ্লবী বলুন; এর মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ বর্তমান সংসদ পেয়েছে। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এই সংসদের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় অধিবেশন চলছে। এই অধিবেশনটা বাজেট অধিবেশন। ইতিমধ্যে বাজেট পেশ হয়েছে। বাজেটের পাশাপাশি অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়েও সংসদ সদস্যরা কথা বলছেন। প্রথম অধিবেশনের মতোই এই অধিবেশনেও উত্তাপ ছড়ানো শুরু হয়েছে। গঠনমূলক আলোচনা নয়, উত্তাপ ছড়াচ্ছে অসংসদীয় কথাবার্তা। প্রথম অধিবেশনের মতো আমি এই দ্বিতীয় অধিবেশনের দিকেও নিয়মিত নজর রাখছি। কিন্তু সংসদ সদস্যদের কথাবার্তা শুনে হতাশ হচ্ছি। এক ধরনের বিরক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিরক্তি থেকেই এই লেখা।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য যুক্ত হয়েছেন। এখন সংসদে সংসদ সদস্যের সংখ্যা ৩৫০। এই সংসদের এরাই তো দেশের ১৮ কোটি মানুষের নেতা। এই নেতারা আমাদের সামনে কেমনভাবে আচরণ করেছেন? টেলিভিশন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে দেশের মানুষ সেসব অবলোকন করেছে। আমাদের সংসদ সদস্যরা কি সংসদে যে আচরণ করছেন, সে বিষয়ে সাধারণ মানুষ কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়, সে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন? খোঁজখবর নিলেও চামচা-চাটুকারদের কাছে হয়তোবা পেয়েছেন! আমজনতার মতামত জানেননি। আমি আমজনতার একজন। সে কারণে আমার কিছু খেদ প্রশমিত করার জন্য এই লেখায় কিছু কঠিন কথাই হয়তো বলব।

লেখাটা কীভাবে কে নেবেন, আমি জানি না। কিন্তু না লিখলে আমি নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব। আমার ভেতরে অবিরাম যন্ত্রণা কাজ করবে। আর আমাদের সংসদের কার্যপ্রণালি বিধির আওতায়, সংসদ সদস্যদের ভাষা, আচার-আচরণ, কথা বলার স্টাইল—এসব সাধারণ মানুষের একটু বোঝার বিষয় আছে, তাই আমি লেখার গভীরে যাচ্ছি।

সংসদ কেবল একটি ভবন নয়। এটি রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্র। আইন প্রণয়নের কর্মশালা। গণতন্ত্রের দৃশ্যমান মঞ্চ। এখানে ভাষা শুধু উচ্চারিত হয় না, ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়। যদিও নতুন সরকার, নতুন প্রত্যাশা; কিন্তু পুরোনো কিছু দৃশ্য আবারও ফিরে এসেছে। উচ্চস্বরে বক্তব্য, চিৎকার, খোঁচা কিংবা কটাক্ষ করে বলা কথায় টেবিল চাপড়ানো। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত আক্রমণও। এইসব দেখে প্রশ্ন জাগে, সংসদে ভাষা কেমন হওয়া উচিত?

প্রথমেই মৌলিক বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। সংসদ সদস্যরা প্রতিনিধি—জনগণের প্রতিনিধি। তারা কণ্ঠস্বর বহন করেন সাধারণের। কিন্তু সাধারণের সেই কণ্ঠস্বর কি মাত্রাহীন হতে পারে? নিশ্চয়ই না। সংসদে ভাষা হওয়া উচিত সংযত, যুক্তিনির্ভর, স্পষ্ট ও শালীন। সংসদে বক্তব্য হওয়া উচিত প্রাসঙ্গিক, তথ্যসমৃদ্ধ ও নীতিগত। সংসদের কাজ আইন করা, নীতি নির্ধারণ করা, সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। তাই আলোচনার বিষয়ও হওয়া উচিত এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এর মানে এই নয় যে বাইরের কোনো বিষয় সংসদে আসবে না। বরং জনজীবনের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সংসদে উঠতেই পারে, ওঠা উচিত।

সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন আলোচনা তথ্য থেকে সরে যায়, যুক্তি থেকে সরে যায়, ব্যক্তি আক্রমণে গড়ায়, আবেগে ভেসে যায়। সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি এই বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা দেয়। সেখানে বলা আছে, সদস্যরা যেন অশোভন, অসম্মানজনক বা আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার না করেন। ব্যক্তিগত অভিযোগ তোলা যাবে না, যদি না তা প্রমাণসহ এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় আনা হয়। বিচারাধীন বিষয়ে আলোচনা সীমিত রাখতে হয়। স্পিকারের নির্দেশ মানা বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, নিয়ম আছে, কাঠামো আছে; কিন্তু প্রয়োগটাই মূল বিষয়।

ইতিহাসে তাকালে দেখা যায়, এই সমস্যা নতুন নয়। আমাদের সংসদের অতীতেও উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে, তর্ক হয়েছে, তীব্র সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু সব সময় তা একই রকম ছিল না। প্রথম দিকের সংসদে বিতর্ক ছিল তীক্ষ্ণ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভাষা ছিল পরিমিত। দীর্ঘ বক্তৃতা হতো, তথ্য উপস্থাপন হতো। বিরোধী দল সরকারের কঠোর সমালোচনা করত, কিন্তু প্রায়ই যুক্তির ভেতরেই থাকত। পরে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ে। সংসদে বয়কট সংস্কৃতি তৈরি হয়, উপস্থিতি কমে। আর যখন উপস্থিতি থাকে, তখন অনেক সময় তা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ পায়।

কিছু অধিবেশনে দেখা গেছে, পুরো অধিবেশন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। স্লোগান, প্রতিবাদ, হট্টগোল—এসব সংসদের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে। আইন পাস হয়েছে আলোচনা ছাড়াই। এতে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে তাকালেও একই রকম উদাহরণ আছে। অনেক গণতান্ত্রিক দেশে সংসদে তর্ক তীব্র হয়, কখনো কখনো উত্তপ্তও হয়। কিন্তু সেখানে একটি সীমা বজায় রাখার চেষ্টা থাকে। ভাষার শালীনতা রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। কারণ ভাষা শুধু শব্দ নয়, এটি সংস্কৃতি; এটি রাজনৈতিক আচরণের প্রতিফলন।

সংসদ সদস্যদের ভাষা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ তারা রোল মডেল। তাদের আচরণ সমাজে প্রভাব ফেলে। টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রচারিত সংসদ অধিবেশন সাধারণ মানুষ দেখে, তরুণরা দেখে, শিক্ষার্থীরা দেখে। তারা শেখে, বিতর্ক কীভাবে করতে হয়। যদি তারা দেখে, চিৎকার করলেই জেতা যায়, তাহলে সেটাই শেখা হয়। যদি তারা দেখে, যুক্তি দিয়ে কথা বলা হয়, তাহলে সেটাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসদে ভাষা হওয়া উচিত দৃঢ়, কিন্তু ভদ্র; কঠোর, কিন্তু সম্মানজনক। বিরোধিতা করা যাবে, কিন্তু অবমাননা করা যাবে না। একজন সদস্য সরকারের নীতির বিরোধিতা করতে পারেন, করা উচিত—সেটাই গণতন্ত্র। কিন্তু তিনি যদি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন, তাহলে তা সংসদের মান কমায়। সংসদে আলোচনার বিষয় নিয়েও একই কথা প্রযোজ্য। জনস্বার্থের যেকোনো বিষয় সংসদে আসতে পারে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক—দেশের মানুষের জন্য যা যা প্রয়োজন, সবই সংসদে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাও আসতে পারে, যদি তার প্রভাব দেশের ওপর পড়ে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে আনা, ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশ বা রাজনৈতিক নাটক তৈরি করা—এসব সংসদের কাজ নয়।

কার্যপ্রণালি বিধির অনেক অনেক নীতির মধ্যে আমার বিবেচনায় কয়েকটি নীতি সংসদ সদস্যদের অত্যধিক খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে: বক্তব্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, অন্য সদস্যের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, স্পিকারের নির্দেশ মানতে হবে, অশালীন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আলোচনা হবে তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক এবং তথ্যভিত্তিক আলোচনাকে উৎসাহিত করার জন্য টেবিল চাপড়ানো অবশ্যই হবে।

সংসদের পরিবেশ উন্নত করতে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিবেচনা থেকে এগুলোও উল্লেখ করছি: রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দলের ভেতরের শৃঙ্খলা, স্পিকারের দৃঢ়তা ও জনগণের প্রত্যাশা। উপরোক্ত বলা সকল কথাই কার্যপ্রণালি বিধিতে আছে। কিন্তু আমাদের নেতারা সব সময় সেটা খেয়ালে রাখেন না। কথাগুলো এজন্য বললাম, যদি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সদস্যদের সংযত আচরণে উৎসাহিত করে, তাহলে পরিবর্তন সম্ভব। যদি স্পিকার নিরপেক্ষভাবে নিয়ম প্রয়োগ করেন, তাহলে শৃঙ্খলা বাড়ে। আর যদি জনগণ শালীন বিতর্ককে মূল্য দেয়, তাহলে রাজনীতিবিদরাও সেই পথে হাঁটেন। অতীতে কিছু ইতিবাচক উদাহরণও আছে। এমন অধিবেশন হয়েছে, যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে নীতিগত বিতর্ক হয়েছে, বাজেট নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে, বিরোধী দলের সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে, সরকার তার জবাব দিয়েছে। এই ধরনের সংসদ কার্যক্রমই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।

আবার কিছু নেতার ব্যক্তিগত আচরণও উদাহরণ হতে পারে। কেউ কেউ তীব্র বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু ভাষায় শালীনতা বজায় রেখেছেন। এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি, প্রয়াত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও প্রয়াত সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের নানা বিষয়ের তথ্য-উপাত্তসমৃদ্ধ বিতর্কগুলোর কথা। এর বাইরেও কেউ কেউ সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর বক্তব্য দিয়েছেন। কেউ কেউ তথ্য দিয়ে বিতর্ককে সমৃদ্ধ করেছেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সংসদের প্রতিটি শব্দ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একটি অসংযত মন্তব্য মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো সংসদের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এখন আগের চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। সংসদ সদস্যদের মনে রাখা উচিত, তারা কেবল দলের প্রতিনিধি নন, তারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। তাদের ভাষা রাষ্ট্রের ভাষা হয়ে যায়। সংসদে যদি সংলাপের সংস্কৃতি তৈরি হয়, তাহলে রাজনৈতিক মেরুকরণ কমতে পারে। সংসদে যদি যুক্তির জয় হয়, তাহলে নীতিনির্ধারণ উন্নত হয়। সংসদে যদি শালীনতা থাকে, তাহলে গণতন্ত্রের মর্যাদা বাড়ে। চিৎকার সহজ, যুক্তি কঠিন। হট্টগোল তাৎক্ষণিক মনোযোগ আনে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান দেয় না।

আমি ছোট মানুষ, বড় কথা বলা আমার শোভা পায় না, তারপরও বলে ফেলি। আমার বিবেচনায় একজন ভালো সংসদ সদস্য হবেন তিনি, যিনি শুনতে পারেন, যিনি তথ্য সংগ্রহ করেন, যিনি স্পষ্টভাবে কথা বলেন; যিনি বিরোধিতা করেন, কিন্তু সম্মান বজায় রাখেন; যিনি আবেগ নয়, যুক্তিকে প্রাধান্য দেন।

সংসদকে যদি সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে হয়, তাহলে ভাষার সংস্কার জরুরি। এটি কোনো ছোট বিষয় নয়। এটি গণতন্ত্রের মান নির্ধারণ করে। সংসদ কেবল কথা বলার স্থান নয়, এটা দায়িত্ব পালনেরও জায়গা। সেই দায়িত্ব কার জন্য পালন করবেন? নিজের জন্য তো অবশ্যই, সেই সাথে দেশের ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য। শেষ কথা বলি, আমাদের সংসদে গর্জা-গর্জির বক্তব্য বন্ধ হোক। তথ্যসমৃদ্ধ যুক্তিনির্ভর কথাবার্তা বক্তৃতার মাধ্যমে জাতিকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হোক এই জাতীয় সংসদ।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও শিশু সাহিত্যিক।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বৃহস্পতিবার (Thursday), ২৫ জুন ২০২৬

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

# সময়ের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ

**মো. আবদুর রহিম**

পৌনে শতাব্দী আগে, ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে বর্তমানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের শোচনীয় পতনের পর দলটির কর্মী-সমর্থকরা অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। অভ্যুত্থান-পরবর্তী অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালের ১২ মে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সরকারও এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রেখেছে।

তৎকালীন পূর্ববাংলা প্রদেশের ‘আওয়াম’ বা সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা করা দলটি ২১ বছরের মাথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল। যদিও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগ নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছিল।

বর্তমানে আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের মধ্যে ‘জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন’ করার ষড়যন্ত্রও রয়েছে। নিয়তির নির্মম পরিহাস বটে; জনগণের দল হিসেবে যে সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল এবং দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে দলের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রে জনস্বার্থবিরোধী এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে দলটির কার্যক্রম এখন নিষিদ্ধ।

কার্যক্রম শুধু নিষিদ্ধই নয়; আওয়ামী লীগের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় নেতা হয় দেশ ত্যাগ করেছেন, নয় তো কারাবন্দি। দলটির অধিকাংশ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে; ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নয় তো তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলেও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

এ ছাড়াও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত নন; কিন্তু আদর্শিকভাবে সমর্থন করেন এ ধরনের অনেক সাধারণ মানুষকেও অবর্ণনীয় বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। অনেকে জীবিকা, সম্পদ, মর্যাদা; এমনকি জীবন হারিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি অভূতপূর্ব ঘটনা। নিদেন পক্ষে বর্তমান প্রজন্ম এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, আওয়ামী লীগের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী দল এমন পরিণতির সম্মুখীন কেন হলো? আওয়ামী লীগের অনেকে ‘মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড’ তত্ত্বের কথা বলে থকেন। রাজনীতিতে পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে কৌশলগত মারপ্যাঁচ থাকবেই। এতে যারা জয়ী হন তারা চালকের আসনে থাকেন। এটি রাজনীতির মাঠে সাধারণ ঘটনা। তবে সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে দল মুখ থুবড়ে পড়া স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বড়জোর চাপে পড়তে পারে।

অন্য কারণ যা-ই থাকুক, মূল কারণ হচ্ছে, আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় একদিকে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে সাধারণ কর্মী-সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী থেকেও দূরে সরে গিয়েছিল। নেতারা ভুলে গিয়েছিলেন– বিলাসবহুল পার্টি অফিসে নয়, সংগঠন বেঁচে থাকে কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। বস্তুত যত চাপই দেওয়া হোক, কোনো জনসম্পৃক্ত দলকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বংস করা যায় না। তাই আওয়ামী লীগের এ রাজনৈতিক বিপর্যয় যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ কী করবে? এখনই আদর্শ সময় নিজেদের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করার; ক্ষমতায় থাকলে যা সম্ভব হয় না। দলটির আত্মসমালোচনার

এখনই আদর্শ সময় নিজেদের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করার; ক্ষমতায় থাকলে যা সম্ভব হয় না। দলটির আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত এ সহজ সত্যটি আওয়ামী লীগকে স্বীকার করতে হবে যে, লুটেরা ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হাতে দলটি জিম্মি হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দল আর সরকার যে আলাদা সত্তা– আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সেটি ভুলে গিয়েছিল।

প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত এ সহজ সত্যটি আওয়ামী লীগকে স্বীকার করতে হবে যে, লুটেরা ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হাতে দলটি জিম্মি হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দল আর সরকার যে আলাদা সত্তা– আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সেটি ভুলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল সরকারের ভেতরে। তৃতীয়ত, সরকার ও দলে আওয়ামী লীগের আমলানির্ভরতা গণতন্ত্রকে সংকটে ফেলেছিল। সর্বোপরি উন্নয়নকে ছাপিয়ে ব্যাংক খাতসহ কয়েকটি মেগা-লুটপাটের কাহিনি সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছিল।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনেক মেগা-উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। সেসবের কৃতিত্বও তারা ঘরে তুলতে পারেনি আর্থিক কেলেঙ্কারির কারণে। আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল দলে ও দেশে গণতন্ত্রহীনতা। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলো বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে জয়লাভের ফলে জনপ্রতিনিধিরা জনগণের কাছে জবাবদিহির পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে পছন্দের সংখ্যা সীমিত হয়ে গিয়েছিল।

ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় নির্বাচনে মানুষ প্রতিনিধি বাছাই প্রক্রিয়ায় দলীয় আদর্শের চেয়েও প্রার্থীর নীতি-নৈতিকতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রাধান্য দেন। প্রতিনিধি নির্বাচনে বিকল্প প্রার্থীর অনুপস্থিতি গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করে। স্থানীয় নির্বাচন উন্মুক্ত থাকলে জাতীয় নির্বাচন বর্জনকারী দলের নেতাকর্মীরাও এসব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে একটি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকে। আওয়ামী লীগ সরকারের ভুল নীতি ও পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। এক পর্যায়ে মানুষ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছিল। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের লোকেরাও ভোটকেন্দ্রে যেতে আগ্রহী ছিল না।

এ ছাড়া দলের ভেতরে বশংবদ তৈরির প্রতিযোগিতায় আমদানীকৃত ও অনাদর্শিক পেশিশক্তি দলকে অজনপ্রিয় করে তোলায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। এরা বর্তমানে ‘গুপ্ত’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অনেক নেতার অতিবিলাসী জীবন এবং সামন্ততান্ত্রিক আচরণ সৎ, নিবেদিতপ্রাণ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কর্মীদের দল থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের তৃণমূলের অনেককে বলতে শোনা গেছে, তারা বিরোধী দলে থাকার সময়ও এমন নির্যাতন-হয়রানির শিকার হননি, যা তাদের দল ক্ষমতায় থাকতে হয়েছে। দলে ও দেশে রাজনীতিহীনতার দীর্ঘকালীন চর্চার ফলে ৭৭ বছরের প্রাচীন দলটি গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই নাজুক হয়ে পড়েছিল। কাজেই আত্মসমালোচনা না করলে আওয়ামী লীগ আত্মশক্তি অর্জনের সুযোগ হারাবে।

এ সত্যটিও সকলের জন্য প্রযোজ্য– গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা যায় না। জনগণ না চাইলে তা এমনিতেই অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সমনেই রয়েছে। রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক শক্তিকে মোকাবিলা করা উচিত; বলপ্রয়োগ বা আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়।

তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক দলগুলো যদি এ সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের আবর্ত থেকে কখনোই বের হতে পারবে না।

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# শিক্ষা কি তবে শিশুর হাতের মোয়া

**মাসুদ উর রহমান**

সম্প্রতি একজন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ডিজিটাল হাজিরা দেওয়ার জন্য গাছে উঠতে হয়েছিল মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়ার জন্য। এটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ঘটনাটি নিছক একটি ভাইরাল ভিডিও ছিল না, বরং এটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। এখন প্রশ্ন হলো, একজন শিক্ষককে যদি চাকরি বাঁচানোর জন্য গাছে উঠতে হয়, তাহলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার হাল কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, তা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে!

দীর্ঘদিন ধরেই পাঠদান নিয়ে একটা গুরুতর অভিযোগ হলো, ‘স্কুল-কলেজে এখন আর পড়াশোনা হয় না।’ কিন্তু এই অভিযোগের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, সমস্যাটি কেবল শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর নয়; বরং পুরো শিক্ষাব্যবস্থার গলদই ধরা পড়ে।

আশির দশকে যখন আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম, তখন শিক্ষকদের প্রতি এই অপবাদ ছিল না। আমাদের শিক্ষকেরা তখন গৃহস্থালি কাজ শেষ করে ধীরেসুস্থেই আসতেন। শুনতে অবাক লাগবে, তাও বলি—বন্যা, খরার মতো দুর্যোগ মুহূর্তে ছাত্ররাও হাত লাগাত শিক্ষকের সেই গৃহস্থালি কাজে। কাজেই কোনো দিন কোনো একজনের দেরি হয়ে গেলে উপস্থিত অন্য শিক্ষকেরা তা সামলে নিতেন। তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল হাজিরা, মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইন পর্যবেক্ষণ ছিল না, শিক্ষকদের উপস্থিতি নির্ভর করত মূলত তাঁদের পেশাগত বিবেক, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক মর্যাদার ওপর। ফলে শিক্ষক এসেই দু-চারটা ক্লাস দায়সারাভাবে নিয়ে আবার বাড়ির পানে রওনা হয়ে যেতেন না, আসলে যেতে পারতেন না। কেন পারতেন না? সেই বিবেকবোধে তাড়িত হয়ে শ্রেণিকক্ষে সেদিনই তা পুষিয়ে দিতেন। এমনও হয়েছে, ছুটির সময় পেরিয়ে গেলেও পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আটকে রাখতেন। যতক্ষণ ক্লাসে থাকতেন ততক্ষণ তাঁর সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে চেষ্টা করতেন শিক্ষাদান গ্রহণের বিষয়টাকে ফলপ্রসূ করতে। এখনো তা-ই হতো যদি না আমাদের আমলাতান্ত্রিক মোটাবুদ্ধি শ্রমিক শ্রেণির মতো শিক্ষকতাকে ৯টা ৫টার চাকরি না বানিয়ে ফেলা হতো।

আমিও একজন শিক্ষক, কাজেই বিবেকবোধ যে ডিজিটাল হাজিরার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, তার প্রমাণ আমি নিজে। পারিবারিক বা সামাজিক দায়িত্ব পালনে মাঝে মাঝেই ছুটির বা পূর্ব প্রস্থানের প্রয়োজন হয়, বা পথের বিড়ম্বনায় আগমন-প্রস্থানে একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়। তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রতিষ্ঠানপ্রধানের শরণাপন্ন হই, তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিষ্ঠানপ্রধান যে সব সময় ইতিবাচক থাকতে পারেন তেমন না, কিন্তু যেদিন পারেন সেদিন মনটা এত প্রফুল্ল আর নির্ভার থাকে যে তার পুরো প্রভাব পড়ে সেদিনের শ্রেণিকক্ষে, ক্লাসটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, যাকে সেরা ক্লাস বলা উচিত। এরই নাম প্রণোদনা!

শিক্ষা প্রশাসনের কাজ শিক্ষকদের প্রণোদিত করা অথচ এখনকার সময়ে হচ্ছে

শিক্ষা প্রশাসনের মূল কাজ হওয়া উচিত শিক্ষকদের প্রণোদিত করা, তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং একটি সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষককে সহযোগিতা করার পরিবর্তে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ফলে প্রশাসন ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে।

সবকিছু উল্টো। বর্তমানে এমন একজন শিক্ষকও কি পাওয়া যাবে (রাজনৈতিক আনুকূল্য নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম) যিনি ৯টার পরিবর্তে ১০টা-১১টায় গিয়ে হাজির হন?

একজন শিক্ষকের মনঘড়ি-দেহঘড়ি এমনভাবে সেট হয়ে যায় যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টা অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো হয়ে যায়। যেহেতু বিভিন্ন বাহন ব্যবহার করে শিক্ষকদের স্কুলে পৌঁছাতে হয়, সেহেতু মাঝেমধ্যে ৫-১০ মিনিট বা সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা দেরি হয়ে যায়। এই দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের যে খুব ক্ষতি হয়ে যায়, তেমনও না। ঠিক ৯টায় সব শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হয় না বলে উপস্থিত শিক্ষকেরা তা ম্যানেজ করতে পারলেও হইহই হুলুস্থুল পড়ে যায় শিক্ষা প্রশাসকদের মধ্যে। ইদানীং আবার হাতে হাতে মুঠোফোন থাকায় আগাপাছতলার সবাই বড় বড় সাংবাদিক বা হুজুগে কনটেন্ট ক্রিয়েটর! ভিউ-বাণিজ্যের আশায় তারা ওত পেতে থাকে সবকিছুতে। শুধু কি ভিউ-বাণিজ্য? কান পাতলে দেখবেন তার চেয়েও বেশি কিছু।

সম্প্রতি ডিজিটাল হাজিরার বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। ঠিক ৯টায় সব শিক্ষকের হাজিরার ছবি তুলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় পাঠাতে হয়। এক মিনিট দেরি হয়ে গেলে সেই শিক্ষক সেদিন অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য হন। আর এই দেরি হওয়াটা কোনো ভিউ ব্যবসায়ীর কবলে চলে গেলে সেই শিক্ষকের চাকরি বাঁচাতে জুতার তলা ক্ষয় হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা তো নষ্ট হয়ই, যাপিত জীবনটাও হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ!

বর্তমান শিক্ষা প্রশাসনের বড় একটি প্রবণতা হলো নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। ডিজিটাল হাজিরা তার অন্যতম উদাহরণ। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতির ছবি আপলোড করতে না পারলে একজন শিক্ষককে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ দেশের অধিকাংশ শিক্ষক কর্মস্থলে পৌঁছাতে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের ওপর নির্ভরশীল। যানজট, দুর্ঘটনা, আবহাওয়া বা নেটওয়ার্ক সমস্যার মতো বাস্তব প্রতিবন্ধকতায় যখন একজন শিক্ষক পড়েন, তখন তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ওপর দিয়ে যা যায় তা তাঁর সারা দিনের পাঠদানের সক্ষমতাকে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা অনুধাবন করার ক্ষমতা কি আমাদের শিক্ষা-কর্তাদের আছে?

ফলে শিক্ষকেরা শিক্ষাদানের প্রস্তুতির চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকেন আগমন-প্রস্থান নিয়ে। এই চাপ তাঁদের মানসিক স্বস্তি ও পেশাগত দক্ষতা—দুটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে শিক্ষক সকাল থেকে ভয়ে থাকেন চাকরির কোনো জটিলতা তৈরি হবে কি না, তিনি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে পাঠদান করবেন?

শিক্ষা প্রশাসনের মূল কাজ হওয়া উচিত শিক্ষকদের প্রণোদিত করা, তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং একটি সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষককে সহযোগিতা করার পরিবর্তে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ফলে প্রশাসন ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য খুব জরুরি হলো, যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতের চেয়ে প্রয়োজন শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ, আধুনিক শিক্ষা উপকরণ এবং একটি সম্মানজনক কর্মপরিবেশ। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন কখনো ভয়, অপমান বা প্রদর্শনমূলক তৎপরতার মাধ্যমে আসে না; আসে আস্থা, সহযোগিতা এবং পেশাগত মর্যাদার মাধ্যমে।

## অনিবার্য

### আবদুল বাতেন

ধর্ষিতা শিশুর আকাশফাটা আর্তনাদে জন্ম নেবে তুমি
তোমাকে জন্ম নিতেই হবে
প্রতিবন্ধী কিশোরীর কলিজাছেঁড়া গোঙানি
তাঁর থেঁতলানো দেহের খণ্ড- বিখণ্ড থেকে।

সুচিকিৎসা না- পাওয়া রোগীর যাতনা জোয়ারে
সহসা জেগে উঠবে তুমি
উদ্বাস্তু- অনাহারীর কঙ্কাল ফুঁড়ে
তোমাকে জেগে উঠতেই হবে, আত্মঘাতী ঋণগ্রস্ত
পিতার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া ফেনা থেকে।

গুমের অশেষ আঁধার কেটে কেটে আসবে তুমি
ছুটে আসবেই তুমি
খুনের তাজা রক্তস্রোতে, বেখাপ্পা- বেপরোয়া!

বোবা ও বধির হয়ে থাকা, যুগ যুগ অন্ধ করে রাখা
মানুষের উপচানো ক্ষোভ ও ক্ষত চুয়ে চুয়ে
জন্ম নেবে তুমি- ন্যায়বিচার
তোমাকে আসতেই হবে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে হাতে
রাজপথজুড়ে দাউদাউ প্রতিবাদ।

## পক্ষান্তর

### সাইদ মুহাম্মাদ ওলিউল্লাহ

লালচে কিশমিশগুলি ফুটে উঠেছে
একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তির তৃষ্ণায়
রাতের মতো রমণীয় দুপুরের ঝুলবারান্দায়
ঝরে ঝরে পড়ছে—মুঠো আলো
আর ফিরোজা রঙের জ্যোৎস্না।

ঘুমাও এখন;— পক্ষান্তরে আধেক জাগো
ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দাও:
সতেজতা
নীরবতা
এবং ক্লান্তিময়তা।
মৃদু ক্ষিপ্রতা, ঢেউ দোলানো আড়ষ্টতা
দপ করে নিভে উঠুক
কিশোরী চিৎকারগুলো এখনো জড়তাবদ্ধ

সমস্তত্বের জানালায়,
সাবলীল, গীতল কোনো গান হয়ে ওঠো...

## ধর্ম ভারসেস মানবতা

### মো. আইনাল হক

এইবার সুযোগ পেলে
ঈশ্বরকে আমাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করবো
আলোচনার টপিক ধর্ম ভারসেস মানবতা

ধর্মের অন্তঃনিহিত তাৎপর্য মানবতা নাকি মানবতা-ই ধর্ম?
মানবতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম'র পক্ষে অকাট্য দলিল দিবে একদল
অন্যদল ধর্মের বাহ্যিক সৌন্দর্য-ই মানবতা'র যুক্তি দেবে
বক্তাদের তুমুল বিতর্ক ও চুলচেরা বিশ্লেষণ শেষে
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে প্রধান অতিথির রায়ের অপেক্ষা..

## মেঘ বিক্রেতা

### দ্বীপ সরকার

আকাশে ভিড় করছে মেঘ-ক্রেতার লোক,
চারদিকে আজ কালো আর কালো হোক।

মহাশূন্যের তাঁবুতে মেঘের দোকান বসিয়ে,
হাওয়ার বিজ্ঞাপনে লিখছে-'এখানে মেঘ আছে, মেঘ'
একদল বিকিকিনি পকেটে ঝড় তুলে নিয়ে
ছড়িয়ে দিচ্ছে উদ্বেগ।

ক্রেতা-বেশি এক ষোড়শী ঘুটঘুটে অন্ধকারে
যেই নামিয়েছে তার পা—দুষ্ট মেঘ-বিক্রেতা
ইশারার শিসে জমিয়ে তুলছে ঘা।

জমে ক্ষীর ষোড়শীর সুনসান মন,
চুলে গজিয়েছে বরফের সাদা সাদা ডানা—
মেঘ-বিক্রেতা হাঁক ছাড়ছে,
'আমার এখানে মেঘের দাম এক আনা।'

ষোড়শির ঠোঁটে জড়ো হচ্ছে লাল টুকটুকে রঙধনু
মেঘ বিক্রেতা, আমাদের কবি অনু

মেঘ বিক্রেতা (নিশ্চুপ, হতবিহবল) হাত জড়ো করে বলে,
রঙধনু দাও, আমি দেবো মেঘের পাণ্ডুলিপি—
ষোড়শী, চোখের তরুপে কাছে টানে তারে,
বেণির ভেতর গিজগিজ করা অন্ধকার
উঁচিয়ে ধরে বলে, একটু মেঘ দিবি?

মেঘ বিক্রেতা বলে, আমার তাঁবুতে আসো, বসো—
ষোড়শি, সাদা মেঘের দস্তানায় বসে বলে,
তুমিও একটু খসো—

## প্রিয় মানুষ

### মাহমুদ মেঘ

এই যে আকাশ, সাগর, নদী, রাতে যে চাঁদ জাগে—
সবই প্রিয়; বাঁচতে তবু প্রিয় মানুষ লাগে।
জোছনা-ধোয়া রাত্রিগুলো যতই ছড়াক আলো,
হাতটি ধরার মানুষ ছাড়া আর লাগে না ভালো!

পাহাড়চূড়ায় মেঘের ভেলা ডাক দিয়ে যায় দূরে,
সঙ্গী-বিহীন একলা আমি, ভীষণ ভবঘুরে।
বুকের ভেতর শূন্যতারা খুব হাহাকার করে,
আপন মানুষ ছাড়া কেমন একলা লাগে ঘরে!

জোনাকিদের আলোর নাচন, মরা খালের মায়া—
একলা ছায়ার পাশে লাগে অন্য কারোর ছায়া।
শীতের রাতে ওমের ছোঁয়া জড়িয়ে রাখুক বুকে,
আপন মানুষ থাকলে পাশে, ভরবে জীবন সুখে।

শক্ত হাতের চড় খেয়ে রোজ যায় ঘুমিয়ে বালিশ,
আমার না হোক, কেউ তো শুনুক এই বালিশের নালিশ!
নরম হাতের কেউ এসে রোজ দিক পরিয়ে কাভার,
আমি কি গো খুব বেহায়া?—চাইবো কাউকে আবার!

## রাতের সংলাপ

### ইশতিয়াক রুপু

রাতের প্রথম প্রহরে
এলোমেলো কিছু স্থিরচিত্র,
বিক্ষিপ্ত গুচ্ছ সংলাপ,
আংশিক বাদামি রঙের আলো।

সারিবদ্ধ দাঁড়ানো কালপুরুষের খন্ডাংশ
প্রশস্ত দালানে চৌকাঠ পেরিয়ে আসা
জলজ ও অমীয় পুরুষের ভারী দল।
এসবের মাঝেই, একজন সাধারণ মানুষের
তালিকায় নিবন্ধিত যিনি,
শুনা যায় শুধু তারই কণ্ঠস্বর আর হাঁকডাক
বাকিরা কেউ পায়চারি করতে করতে
সীমানার একেবারেই শেষ প্রান্তে।

স্থির আর নির্বাক, হতবাক অবস্থায়
শুধু শুনলেন একটি কর্কশ আওয়াজ!
তুমি কে? আবার প্রশ্ন
তুমি কে ?
কী তোমার পরিচয়?
এই জগৎ সংসারে! তুমি শুধু একজন সাময়িক
ও বেশি সংক্ষিপ্ত এক সৃষ্টি ।

## নাম দেবো না

### ফজলুল হক সৈকত

কবিতার মতো ছবি
যেন আদিম বুক চিড়ে বেরিয়ে আসছে না-বলা
কথার মৌন মিছিল;
কী শিরোনাম দেবো এ কবিতার? পূর্ণতা?
বেলাশুরুর গান? নদীর ঘাটে একলা কিশোরী?
পাপড়িতে জমে থাকা জল?
কোন শিরোনামে ঠিকঠাক বেজে উঠবে এই কবিতার
শব্দ-তানপুরা?

একটি ফুল হেলে নুয়ে পড়েছে আরেকটি আধফোটা
ফুলের গায়ে
সময় সকালবেলা-একটি ফুল প্রতীক্ষায়
অন্যটি আধছেঁড়া। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি দরজার ওপারে
ভেতরে একগোছা শান্তি
কী শিরোনাম দেবো আজ এই কবিতার?

না, নাম দেবো না! ইচ্ছে করছে না!
বরং তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি
কীভাবে কবিতা চিকন-শাদা দাঁত দিয়ে কামড়ে
আছে গোলাপি সুখের মিহি শব্দের সুতো! দেখি-
কীভাবে নখে ও লকেটে লেপ্টে আছে ছন্দ আর উপমা!

## আমাকে ভাঙার আয়োজনে

### মিঠুন দত্ত

একলা হেঁটেই আমি জিতে যাই
যদিও পরাজিত হয়েই আসি বারবার!
কারো অবদান খুব বেশি পোড়ায়
যেন নতশিরে যাবজ্জীবন কারাবন্দি
যেন লজ্জাবতী গাছে ঘুরে ঘুরে কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
অথচ অবলীলায় কেউ দেখি ভুলে যায়...

জন্মেছি হয়তো আস্ত একটা সূর্যাস্ত গিলে
নয়তো রোদ স্বপ্নে এসেও কেন মেডিটেশনে চলে যায়?
পাহাড়ধসের পাদদেশে তো আমি একা থাকি না;
এখানে অনেকগুলো বৃক্ষ একসাথে দাঁড়িয়ে বড় হয়।
আমাকে ভাঙার আয়োজনে, অন্যের এই যে ক্ষয়;
আজ নিজেকে নিজেই অপরাধী মনে হয়।

একবার সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে হরিতকী বনে আশ্রয় নিলাম
যদি বদলায়...
সঙ্গ গুণেই হয় যদি বদলে যাওয়ার গান।
ক্লান্তির ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি
উদোম শরীরে দাঁড়িয়ে আছে ইউক্যালিপটাস বাগান!

## আমার স্বর্গ ও আমার যুদ্ধজয়ী মা

### রোকেয়া দীপা

মা'কে নিয়ে লিখতে বসলেই শব্দেরা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। মনে হয়- যে মা আমার কাছে এক টুকরো শান্ত ছায়া, এক নিরব প্রার্থনা আর এক পাহাড় সমান সাহস; তাকে নিয়ে লেখার মতো যথেষ্ট শব্দভাণ্ডার পৃথিবীর কোথাও আছে কী?

আজ যখন বড় বোনকে দেখি সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ভিডিও কলে হাপিত্যেশ করে মায়ের একটু সান্নিধ্য পেতে, কিংবা ছোট ভাইকে দেখি মায়ের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুনসুটি আর গল্পে মেতে থাকতে, এক দেশে থাকলেও বড় ভাইও আগের মত মাকে পায়না আজকাল, অসুস্থতার জন্য আমার কাছেই থাকতে হয়-আমি তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলি না। বরং আমি খুব সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখি সেই মুখটার দিকে, যা আমার গোটা পৃথিবীর মানচিত্র।

আমি হয়তো ওদের মতো করে সব সময় মুখ ফুটে কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি জানি আমার মা এখন কোন ব্যথায় কুঁকড়ে আছেন। মা হওয়ার পর আমি যখন নিজের সন্তানদের মাঝে নিজেকে খুঁজি, তখন প্রতিমুহূর্তে আমার মায়ের জীবনের একেকটি না বলা গল্প আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

শৈশবের সেই দিনগুলো, আমাদের বাবার বাড়ির সেই চেনা আঙিনা আজ বড় বেশি মনে পড়ে।

আমার মা সমুদ্র ভীষণ পছন্দ করেন। বড় ভাই মাকে নীল জলরাশির সামনে নিয়ে গেলে তিনি যেন নিমিষেই সেই ছোট্টটি হয়ে যান। অসুস্থতা আর বার্ধক্য ভুলে বাচ্চাদের মতো খুশিতে মেতে ওঠেন। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি, মা কেমন ধীরপায়ে বালুচর পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যান, পরম আবেশে পা দুটি ডুবিয়ে দেন নোনা জলে। ঢেউয়ের ছোঁয়ায় তাঁর চোখে-মুখে যে তৃপ্তি দেখি, তা যেন পৃথিবীর সব সুখকে হার মানায়। সমুদ্রের পাড়ে ঝিনুক কুড়ানোর সেই সরল আনন্দটুকু দেখে বারবার মনে হয়। আমার মা আজও সেই একই রকম আছেন, জীবনের ঝঞ্ঝা যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

মা আজ এক কঠিন যুদ্ধের সেনাপতি। 'বোনম্যারো ক্যান্সার', কিডনির জটিলতা আর আর্থরাইটিসের তীব্র ব্যথায় তাঁর শরীর আজ জর্জরিত। ব্যথার কারণে ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না, প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হয় অনেক কষ্টে। অথচ হাসপাতালে গেলে আমি অবাক হয়ে দেখি অন্য এক মাকে। খুব বেশি ইংরেজি না বুঝলেও তাঁর মমতাময়ী মনের ভাষা দিয়ে তিনি নার্সদের সাথে দিব্যি গল্প জুড়ে দেন। ব্যথায় নীল হয়ে থাকা মানুষটি যখন হাসপাতালে সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলেন, তখন বিস্ময়ে তাকিয়ে ভাবি-মনের জোর থাকলে হয়তো মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করা যায়।

সারা শরীর যখন ব্যথায় জর্জরিত হয়, তখনও মা হাসিমুখে বলেন, "অসুখ হয়েছে তো কী হয়েছে? আল্লাহ যা চান তা-ই হবে।"

তাঁর এই অটল বিশ্বাস আর বুদ্ধিমতী সাহসিকতা আমাকে বারবার অবাক করে। হাসপাতাল আর ডাক্তারদের মাঝে থেকেও তাঁর সেই চিরচেনা পজিটিভ চিন্তা আমাদের পুরো পরিবারকে আগলে রেখেছে।

মা বাগান করতে ভীষণ ভালোবাসেন। বার্ধক্য আর অসুস্থতা আজ তাঁর শরীরে শেকল পরালেও, তাঁর মনের বাগানটা এখনো সজীব। নিজের অসুস্থতার কারণে হয়তো তাঁকে নিয়ে পুরো পৃথিবী ঘুরে দেখার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু আমি চেষ্টা করি মায়ের চারপাশটা সবজি, ফুল আর ফলের গাছ দিয়ে সাজিয়ে এক টুকরো স্বর্গ বানিয়ে দিতে। অন্যের উপকার করে, গরিবের মুখে হাসি ফুটিয়ে যে মা আজীবন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, তাঁর জন্য আমি এটুকুই বা করতে পারছি কই?

মা, তুমি হয়তো জানো না, প্রতিদিন তোমাকে হারানোর ভয় আমাকে কতটা গ্রাস করে। কিন্তু যখনই তোমার সেই চিরচেনা সাহসী হাসিটা দেখি, সব ভয় মুহূর্তেই উধাও হয়ে যায়। তোমার মতো এতো অল্পে তুষ্ট মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। তোমার জীবনের এই কঠিন যাত্রায় আমি হয়তো কেবল তোমার নীরব সেবিকা হয়েই পাশে আছি, কিন্তু আমার অস্তিত্বের প্রতিটি পরতে তুমি আছো মা।

আজ শুধু এটুকুই বলতে চাই, পরজন্মে যদি আবারও সুযোগ পাই, আমি যেন আবারও তোমারই সন্তান হয়ে জন্মাতে পারি। তোমার জন্য নিয়ে আসা ওই ছোট্ট চারাগাছটি কিংবা তোমার কুড়িয়ে আনা ঝিনুকগুলো- জেনো ওরাই আমার বেঁচে থাকার শক্তি।

bongo
FACECARD
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
“হাওয়া” র পরিচালক
মেজবাউর রহমান সুমন এর ২য় ছবি -
রইদ
TIGER COMPETITION
মহাসমারোহে নিউ ইয়র্ক শুভমুক্তি
শুক্রবার ২৬শে জুন
KEW GARDENS CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD. KEW GARDENS, NY 11415
FRI JUNE 26TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
SAT JUNE 27TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
SUN JUNE 28TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
MON JUNE 29TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
TUE JUNE 30TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
WED JULY 01ST @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
THU JULY 02ND @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
ADVANCE TICKETS ON THEATER WEBSITE & BOX OFFICE

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
1211
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

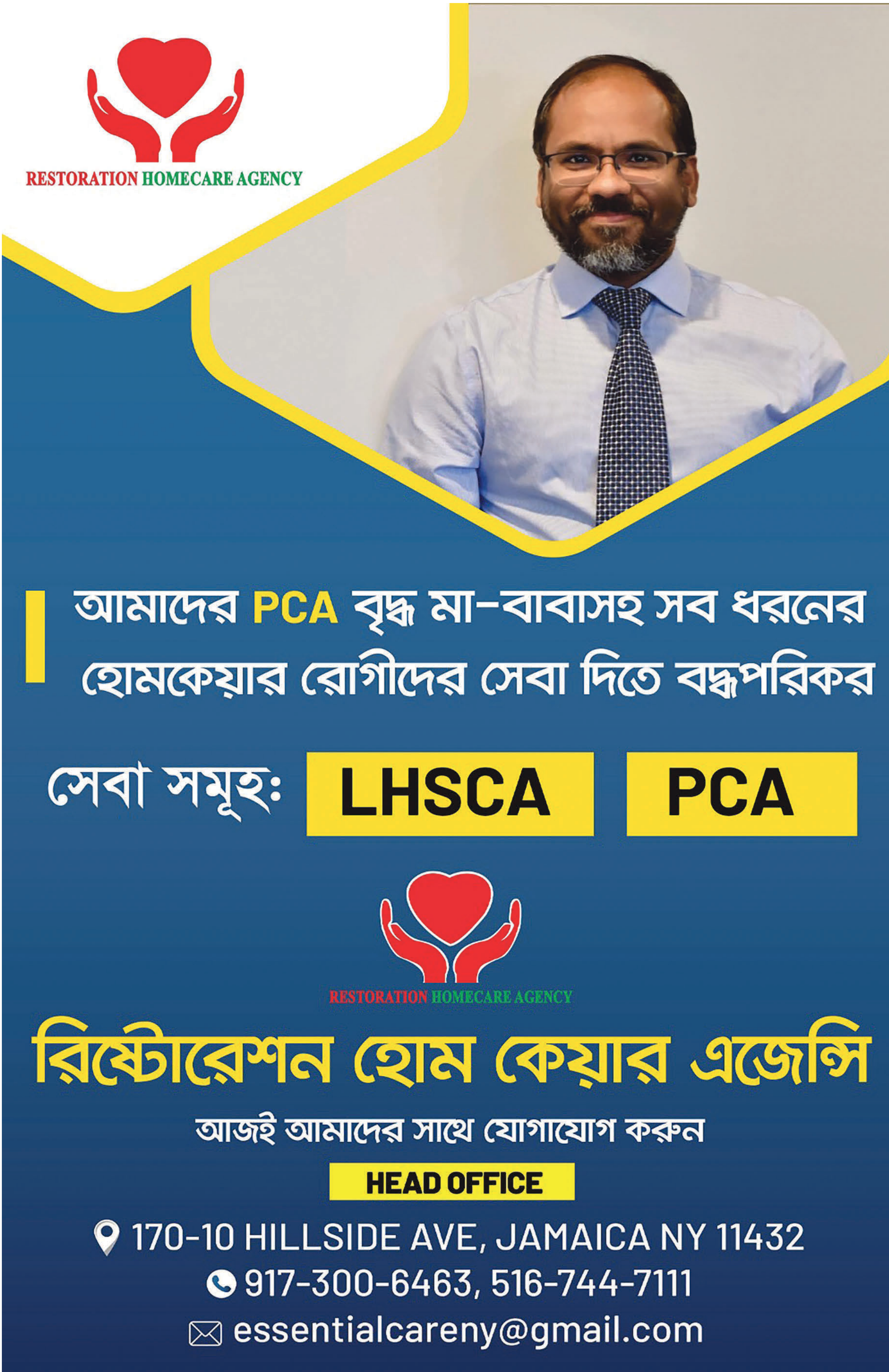
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহঃ
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিষ্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

# প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 25 June 2026, 9th Year, Issue 484

বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন ২০২৬, ১১ আষাঢ় ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৮৪


যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি

## কে জিতল এই সমঝোতায়?

**মিনহাজুল ইসলাম**

মধ্যপ্রাচ্যে কয়েক মাস ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি প্রাথমিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যা বিশ্ব অর্থনীতি ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর সাথে নৈশভোজের সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই চুক্তি ভার্সাইতে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত এই ১৪ দফা স্মারকলিপি অনুযায়ী, দুই পক্ষ ৬০ দিনের মধ্যে একটি স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের অঙ্গীকার করেছে, যা পারস্পরিক সম্মতিতে বাড়ানো যাবে। চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সমুদ্রবন্দরগুলোর ওপর থাকা নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার শুরু করবে এবং ৩০ দিনের মধ্যে এই অবরোধ সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হবে। অন্যদিকে ইরান হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য ৬০ দিনের জন্য টোল-মুক্ত নিরাপদ পথ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেবে।

সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো অর্থনৈতিক প্যাকেজ। চুক্তিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক অংশীদারদের সাথে মিলে ইরানের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য

**এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১**

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে সেবার মান ও ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে।**

## বাংলাদেশ কনস্যুলেটে সেবার মানে পরিবর্তন, স্বস্তিতে প্রবাসীরা

**নিউইয়র্ক**

বর্তমান ব্যবস্থাপনায় কাজের গতি বেড়েছে এবং সেবা প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়েছে।

**মনজুরুল হক**

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কার্যালয়ে সেবার মান ও ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে। এক সময় যেখানে দীর্ঘ অপেক্ষা, ভিড় ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ছিল নিয়মিত, সেখানে এখন তুলনামূলকভাবে সুশৃঙ্খল ও দ্রুত সেবা পাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

গত বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সরেজমিনে কনস্যুলেটে অবস্থানকালে দেখা যায়, পাসপোর্ট নবায়ন, নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর), জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত কাজ

**এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১**

## যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেতে এবার গুনতে হবে আরও বেশি অর্থ

**উত্তর আমেরিকা অফিস**

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেতে চাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য এল এক কঠিন খবর। ট্রাম্প প্রশাসন ২২ জুন সোমবার একটি প্রস্তাবিত নিয়ম প্রকাশ করেছে, যেখানে নাগরিকত্বের আবেদন ফি এক লাফে ৭৫ শতাংশ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ফেডারেল রেজিস্টারে পোস্ট করা এই প্রস্তাব অনুযায়ী, সাধারণ কাগজপত্র দাখিলের ফি বর্তমান ৭৬০ ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ১,৩৩০ ডলারে—অর্থাৎ একজন আবেদনকারীকে অতিরিক্ত গুনতে হবে ৫৭০ ডলার। এছাড়া আপিল বোর্ডে পুনর্বিবেচনার আবেদন ফিও ৮৩০ ডলার থেকে বেড়ে হবে ১,৪৭৫ ডলার, যা প্রায় ৭৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি।

প্রস্তাবটি এখন ৬০ দিনের পাবলিক কমেন্ট পিরিয়ডে রয়েছে, এরপরই তা কার্যকর হতে পারে। ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) বলছে, বর্তমান ফি দিয়ে নাগরিকত্বের আবেদন যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করার খরচ উঠছে না। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী স্ক্রিনিং ও ভেটিং প্রক্রিয়া আরও কড়া করা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, USCIS বা ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস সম্পূর্ণভাবে এই

**এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩**

**বিশ্বকাপ ফুটবল**

## ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছে ব্রাজিল

দীর্ঘ ৯৮১ দিন পর নেইমারের প্রত্যাবর্তন আর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে উজ্জ্বল ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতার পাশাপাশি ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তারকা ফরোয়ার্ডের প্রত্যাবর্তন নিয়েও। নেইমারের মতো তারকা ফুটবলারের ফেরাটা ব্রাজিলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ভিনিসিয়ুস।

বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে 'সি' গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। সেলেসাওদের জয়কে পাশ কাটিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন নেইমার। প্রায় ৯৮১ দিন পর ব্রাজিলের হয়ে মাঠে নামেন তিনি। প্রথমার্ধে বেঞ্চে বসে থাকলেও বিরতির পর ১০ নম্বর জার্সিধারীকে বদলি হিসেবে নামান কার্লো আনচেলত্তি।

ম্যাচ শেষে নেইমারের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে ভিনিসিয়ুস বলেন, 'নেইমারকে নিয়ে বলতে গেলে, এটি আমাদের সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত। কারণ আমাদের আদর্শ ফিরে এসেছে। তিনি এমন একজন, যিনি সবসময় লড়াই করেছেন এবং এখানে থাকার জন্য নিজের সর্বোচ্চটা দিয়েছেন। চোট কাটিয়ে তিনি আবার ফিরেছেন। আমি আশা করি তিনি আরও উন্নতি করবেন, নিজের ছন্দ ফিরে পাবেন এবং পুরো প্রতিযোগিতাজুড়ে আমাদের সাহায্য করবেন। সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

নেইমারের প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে ২ গোল করেন ভিনিসিয়ুস। চলমান বিশ্বকাপে তৃতীয়বার ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে নিজের বর্তমান ফর্ম নিয়েও সন্তুষ্ট এই ফরোয়ার্ড।

ভিনিসিয়ুস বলেন, 'ফুটবলে গোল করা এবং ভালো ম্যাচ খেলা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম তিন ম্যাচে আমি খুব ভালো করতে পেরেছি এবং জাতীয় দলে এই কয়েক বছরে যা শিখেছি, সেগুলোর সবকিছু আরও ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছি। এমন সময়ও ছিল, যখন আমি নিজের সেরাটা দেখাতে পারিনি। তাই এমন মঞ্চে দুই গোল

**এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩**

## থামছে না পুশইন, বাড়ছে উত্তেজনা

**ফখরুল ইসলাম**

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) নিজ দেশ থেকে লোকজনকে ধরে ধরে জোর করে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার (পুশ ইন) চেষ্টা করছে। দেশটির কেন্দ্রীয় শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এক মাস আগে পশ্চিমবঙ্গের

**এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪**

## লস অ্যাঞ্জেলেসে ফোবানার প্রস্তুতি মূল্যায়ন সভা

**জুয়েল সাদত**

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশিদের বৃহত্তম সম্মেলন ফোবানার (ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা) ৪০তম আসরকে সামনে রেখে লস অ্যাঞ্জেলেসে এক প্রস্তুতি মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ জুন স্থানীয় অর্কিড রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ সভায় ফোবানার প্রস্তুতি, সাংগঠনিক কার্যক্রম ও আসন্ন কনভেনশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন ফোবানার মেম্বার সেক্রেটারি প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল। তিনি জানান, মায়ামি, টেক্সাস ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী সপ্তাহে ভার্জিনিয়ায় আরও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

**এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪**


WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION (Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
IRS ENROLLED AGENT
PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2Fl, Jackson Heights
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

IATA APPROVED
অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫*
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
516-460-8260
Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417
সুলভ মূল্যে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়
71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

IATA Accredited Agent
বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে নিরাপদ ভ্রমনের অঙ্গীকার
Hajj & Umrah
RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL
Emirates KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR ETIHAD
এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ্ ও ভিসা প্রসেসিং
CALL: 718-205-3270, 646-322-1654
37-15,73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
INDIVIDUAL TAX RETURN
CORPORATE TAX RETURN
SMALL BUSINESSES TAX RETURN
SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
PAYROLL
W2S, 1099S
FINANCIAL STATEMENT
SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
BRONX OFFICE 2040 McGraw Avenue Bronx NY 10462

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER
OUR OTHER SERVICES:
PHOTOCOPY
E-MAIL PRINT
BANNER
MONEY TRANSFER
BUSINESS CARDS
CUSTOM T- SHIRT
FLYER
A-SIGN
CARGO
FEDEX/UPS
CELL PHONE
MUG PRINTING
Mohammed K. Chishti, CPA
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499



সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com